CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-250 ■ 20 June, 2025 ■ আগরতলা ২০ জুন, ২০২৫ ইং ■ ৫ আষাড়, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজ্যে প্রতি মাসে ১২০ জন এইডসে আক্রান্ত হচ্ছেন, উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুন ।। রাজ্যে প্রতি মাসে ১২০জন এইডসে আক্রান্ত হচ্ছে। গত ২০২৫ সালের মে মাস পর্যন্ত তথ্য অনুযায়ী রাজ্যে মোট পাঁচ হাজারের বেশি এইডস রোগী রয়েছেন। তার মধ্যে মহিলার সংখ্যা ১০০০ এরও বেশি। এইডস এ আক্রান্ত রয়েছেন সমকামীরাও। ২০২৩ সালের এপ্রিল মাস থেকে ২০২৪ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত রাজ্যে ২ লক্ষ ৪ হাজার ১৮০ জনের এইডস পরীক্ষা করা হয়েছে। তার মধ্যে আশ্চর্যজনকভাবে ১৪০০ জনের শরীরে এই ভাইরাসের হদিশ মিলেছে। গত দু মাসে ৪০০৫২ জনের এইডস পরীক্ষা করা হয়েছে। তার মধ্যে ৩০০ জনের শরীরে এইচআইভি ভাইরাসের হদিস মিলেছে। উদ্যোগজনকভাবেই এই সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

আজ ত্রিপুরা বিধানসভার লবিতে ত্রিপুরা এইডস কন্টোল সোসাইটি এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এইচআইভি/এইডস শীর্ষক জনসচেতনতামূলক আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা এই তথ্য জানান। রাজ্য বিধানসভার সদস্যগণ এই আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণ করেন। এদিনের আলোচনা চক্রে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন অষ্টম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত রাজ্যের বিদ্যালয়গুলিতে সেক্স এবং ড্রাগস এডুকেশন বাধ্যতামূলক করার দাবি জানিয়েছেন। তিনি আরো বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের খেলাধুলার প্রতি আরো বেশি আকৃষ্ট করতে হবে। এইডস প্রতিরোধক ফান্ড গঠন করে বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প থেকে এক লক্ষ টাকা করে খরচ করার দাবী জানান তিনি। পাশাপাশি হাসপাতালগুলিতেও চিকিৎসা করাতে আসা রোগীদের এইডস পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করার দাবি জানান বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন।

এদিকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনের দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করেন। তিনি বলেন, শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে বিদ্যালয়গুলিতে সেক্স এবং ড্রাগস এডুকেশন বাধ্যতামূলক করা যেতেই পারে। এইডস প্রতিরোধক ফান্ড গঠন করার বিষয়েও আশ্বস্ত করেছেন তিনি। তবে হাসপাতালগুলিতে কারো অনুমতি ছাড়া এইডস পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করার ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে বলে জানান তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে এইচআইভি/এইডস রোগ প্রতিরোধে জনসচেতনতার বিষয়টি মানুষের কাছে আরও বেশি করে নিয়ে যেতে হবে। যুব সমাজকে আরও বেশি করে খেলাধুলা, সাংস্কৃতিকচর্চা ও সামাজিক কাজে যুক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অপারেশন সিন্ধু : ইরানের পর এবার ইজরায়েল থেকেও ভারতীয় নাগরিকদের সরিয়ে আনা হবে

নয়াদিল্লি, ১৯ জুন ।। ইজরায়েল-ইরান চলমান সংঘাতের প্রেক্ষিতে ইজরায়েল থেকে ভারতীয় নাগরিকদের ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত সরকার। ভারতের বিদেশ মন্ত্রক বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, যেসব ভারতীয় নাগরিক দেশে ফিরতে ইচ্ছুক, তাঁদের 'অপারেশন সিন্ধু'-এর আওতায় নিরাপদে সরিয়ে আনা হবে।

বিদেশ মন্ত্রকের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ইজরায়েল ও ইরানের মধ্যে সাম্প্রতিক উত্তেজনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইজরায়েলে অবস্থানরত যেসব ভারতীয় নাগরিক দেশে ফিরতে চান, তাঁদের সরিয়ে আনা হবে। প্রথমে তাঁদের স্থলপথে সুরক্ষিতভাবে ইজরায়েল সীমান্ত পেরিয়ে আনা হবে এবং পরে বিমানে করে ভারতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

তেল আবিবে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি শুরু করেছে। দূতাবাস জানিয়েছে, যারা এখনও নিবন্ধন করেননি, দূতাবাসের ওয়েবসাইটে গিয়ে নিজেদের নিবন্ধন করতে পারেন। প্রয়োজনে ২৪অ৭ নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সঙ্গে ৯৭২ ৫৪ ৭৫২০৭১১ আথবা ৯৭২ ৫৪ ৩২৭৮৩৯২ নম্বরে যোগাযোগ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। ইমেইলেও যোগাযোগের জন্য বলা হয়েছে।

বিদেশ মন্ত্রক ইজরায়েলে অবস্থানরত ভারতীয়দের সতর্ক করে বলেছে, সকল ভারতীয় নাগরিককে সতর্ক থাকতে এবং স্থানীয় প্রশাসন ও ইজরায়েলের হোম ফ্রন্ট কমান্ড কর্তৃক জারি করা সমস্ত নিরাপত্তা নির্দেশিকা মেনে চলতে হবে। মন্ত্রক আরও জানিয়েছে, বিদেশে অবস্থানরত ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপত্তা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারে রাখা হয়। ভারত সরকার পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে এবং প্রয়োজনে সব ধরনের সহায়তা প্রদান করবে। দূতাবাস স্থানীয় ভারতীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছে। এর আগে বৃহস্পতিবার উত্তর ইরানের উর্মিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ১১০ জন ভারতীয় শিক্ষার্থী সফলভাবে নয়াদিল্লিতে ফিরেছেন। তাঁরা স্থলপথে আর্মেনিয়ায় প্রবেশ করে সেখান থেকে বিমানে ভারতে ফেরেন। এই শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৯৪ জনই ছিলেন জম্মু ও কাশ্মীরের বাসিন্দা, বাকিরা দিল্লি, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থানের।

ইজরায়েল সম্প্রতি 'অপারেশন রাইজিং লায়ন' এর আওতায় ইরানের সামরিক ও পারমাণবিক স্থাপনাগুলিতে হামলা চালায়। তাদের দাবি, ইরান পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির কাছাকাছি চলে আসায় নিজেদের জাতীয় নিরাপত্তা সুরক্ষায় এই পদক্ষেপ নেয় ইজরায়েল। এরপর থেকে উভয় দেশ একে অপরের সামরিক স্থাপনাগুলিকে লক্ষ্য করে শত শত মিসাইল ও ড্রোন হামলা চালিয়েছে। পরিস্থিতি উত্তপ্ত থাকলেও ভারত সরকার দেশের নাগরিকদের নিরাপদে ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে।

দেওঘর এক্সপ্রেসে ফেন্সিডিল উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুন।। গতকাল আগরতলা রেলস্টেশনে দেওঘর এক্সপ্রেস থেকে বিপুল পরিমাণ ফেনসিডিল উদ্ধার করেছে আরপিএফ এবং জিআরপি। দুটি ভিন্ন কোচে তল্লাশি চালানোর সময় মোট ১৫৮০ বোতল এসকুফ (ফেনসিডিল) পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। উদ্ধারকৃত ফেনসিডিলের আনুমানিক বাজার মূল্য ৭ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা।

রেলওয়ে পুলিশ ফোর্স (আরপিএফ) এবং গভর্মেন্ট রেলওয়ে পুলিশ (জিআরপি) সূত্রে জানা গেছে, গতকাল দেওঘর এক্সপ্রেস আগরতলা রেল

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুর নিগম এলাকায় নিত্যদিনের অবাঞ্ছিত যানজট এড়াতে নয়া পদ্ধতি অবলম্বন

কিছুটা ছাড় দেওয়ার সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুন।। আগরতলা পুর নিগম এলাকায় নিত্যদিনের অবাঞ্ছিত যানজট এড়াতে নতুন কার্যকরী পদ্ধতি অবলম্বন করতে চলেছে পরিবহন দপ্তর ও ট্রাফিক পুলিশ। গত ১৭ই জুন সচিবালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে পরিবহন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী এই বিষয়গুলি নিয়ে আহুত এক সাংবাদিক সম্মেলনে নতুন কিছু নির্দেশিকা জানিয়েছিলেন।

পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন, বিভিন্ন সিন্ডিকেট সহ বিভিন্ন মহল থেকে কয়েকটি ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়ার জন্য পরিবহন মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ জানানো হয়েছিল। এই সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়গুলিকে মাথায় রেখে সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে আগের নির্দেশিকা গুলিকে সামান্য পরিবর্তন করে কিছুটা ছাড় দেওয়ার জন্য আজ সচিবালয়ে পরিবহন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর পৌরহিত্যে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে পরিবহন দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিক, আরক্ষা প্রশাসন, ট্রাফিক পুলিশ এবং বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন ও সিন্ডিকেটের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে পরিবহন দপ্তরের তরফ থেকে পূর্বঘোষিত সিদ্ধান্তগুলিকে কিছুটা সংশোধিত করে কিছু নতুন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংশোধিত এই সিদ্ধান্তগুলো হলো, এখন থেকে মোহনপুর মহকুমার অধীন নরসিংগড়, বামুটিয়া, গান্ধীগ্রাম, মোহনপুর থেকে শহরের দিকে আগত অটোগুলি এখন যাত্রী নিয়ে রাজধানী আগরতলার সার্কিট হাউজ এর গান্ধী মূর্তির পাদদেশের গোল চক্কর পর্যন্ত যাত্রী নিয়ে আসতে পারবে এবং সেখানে যাত্রী নামিয়ে দিয়ে এই অটোগুলি আবার তাদের আগের জায়গায় ফিরে যাবে। কোনভাবেই সার্কিট হাউজের গান্ধী মূর্তির সংলগ্ন গোলচক্কর এলাকায় কোন ধরনের স্থায়ী স্টপেজ তৈরী বা যাত্রীদের জন্য অপেক্ষা করা যাবে না। এক্ষেত্রে এই এলাকায় কোনোভাবেই যানজট সৃষ্টি বরদাস্ত করা হবে না।জিরানীয়া মহকুমার অধীন জিরানিয়া, খয়েরপুর, রানিরবাজারের দিক থেকে আগত অটোগুলি চন্দ্রপুর বাস স্ট্যান্ড অথবা পুরানো জেলখানা (কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার) (বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন ও সিন্ডিকেটের প্রতিনিধিদের পছন্দ ও মতামত অনুযায়ী, এই দুটো জায়গার মধ্যে যেকোন একটি) পর্যন্ত যাত্রী নিয়ে আসতে পারবে। সেখানে যাত্রী নামিয়ে দিয়ে ঐ অটোগুলি পুনরায় আবার তাদের আগের জায়গায় ফিরে যাবে।

অপরদিকে বিশালগড়, সেকেরকোট, আমতলীর দিক থেকে আগত অটো গুলো নাগেরজলা মোটর স্ট্যান্ডে যাত্রী নামিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশী ও রোহিঙ্গাদের পিঠের চামড়া তুলে রাজ্য থেকে তাড়ানোর নিদান অনিমেষের

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ১৯ জুন।। বাংলাদেশী ও রোহিঙ্গাদের পিটিয়ে পিঠের চামড়া লাল করে তাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর নিদান দিলেন মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা। বিদেশি বিতারণ ইস্যুতে সাব্রুমে তিপ্রামথার মিছিল ও ডেপুটেশনে এভাবেই অবৈধ অনুপ্রবেশ ইস্যুতে সরব হলেন মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা। তিনি বলেন, বাংলাদেশ থেকে ত্রিপুরায় আসা অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে তাদের পিটিয়ে পিঠের চামড়া লাল করে আখাউড়া সীমান্ত দিয়ে তাদের নিজ দেশে পাঠাতে হবে। মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা অবৈধ অনুপ্রবেশ ইস্যুতে রাজনৈতিক দলগুলির অবস্থান নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলেন, কংগ্রেস দল কোথায়? তারা কেন এই বিষয়ে কথা বলেন না। তিনি অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলিকেও বাংলাদেশীদের চিহ্নিত করে তাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠাতে বলেন। ত্রিপুরায় কাজের অভাব, খাদ্যের অভাব, প্রয়োজনীয় জিনিসের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই সকল বিষয়ে অবৈধ অনুপ্রবেশ ইস্যুকেই দায়ী করলেন মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা। তাঁর কথায়, অবৈধ অনুপ্রবেশ এর কারণেই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে কাজ, খাদ্য বাসস্থানের অভাব ত্রিপুরায় আরো বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই অবিলম্বে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করতে হবে। অবৈধভাবে ভারতের প্রবেশ করার দায়ে তাদের পিঠের চামড়া তুলে তাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর জন্য বললেন মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা।

তিনি আরো বলেন, অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা ত্রিপুরাকে করিডোর হিসেবে ব্যবহার করছে। চিন, মায়ানমার থেকে বিদেশীরা ত্রিপুরার সীমান্তকে ব্যবহার করে ভারতে প্রবেশ করছে। এদের বিরুদ্ধে ত্রিপুরার প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে রুখে দাঁড়াতে হবে। মুখ্যমন্ত্রীকে এ বিষয়ে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবী জানিয়েছেন মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা। অবিলম্বে এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে ত্রিপুরার জনগণের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠবে বলে দাবি মন্ত্রীর।

উল্লেখ্য, অবৈধ বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা অভিবাসীদের সনাক্তকরণ ও বহিষ্কারের দাবিকে কেন্দ্র করে এবারে সাব্রুমে সরব হল তিপ্রা মথা। আজ তিপ্রা মথা, যুব তিপ্রা ফেডারেশন ও তিপ্রা মহিলা ফেডারেশনের পক্ষ থেকে এক যৌথ ডেপুটেশন প্রদান করা হয় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে। সাব্রুম মহকুমা শাসক শিবাজ্যোতি দত্তের হাতে দলের প্রতিনিধিরা এই ডেপুটেশন তুলে দেন। ডেপুটেশনে মূলত অবৈধ বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা অভিবাসীদের সনাক্তকরণ ও বহিষ্কারের দাবিকে কেন্দ্র করে একগুচ্ছ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সামনেই খার্চি উৎসব। তাই এখন থেকে সেজে উঠছে পুরাতন হাবেলি।

কোভিড সেন্টারে নাবালিকাদের উপর যৌন হেনস্থার মামলায় ৩ বছরের সাজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুন।। করোনা অতিমারির ভয়াবহ সময়েও মানবিকতার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল এক সাফাই কর্মীর বিকৃত মানসিকতা। অবশেষে দীর্ঘ প্রায় পাঁচ বছরের আইনি লড়াইয়ের পর কুমারঘাট কোভিড সেন্টারে নাবালিকা দুই রোগীর শ্লীলতাহানির ঘটনায় অভিযুক্ত ঝন্টু দেবের বিরুদ্ধে আদালতের রায় ঘোষণা হল। আজ স্পেশাল জজ অমরেন্দ্র কুমার সিং অভিযুক্তকে তিন বছরের কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছে। পাশাপাশি, তিন হাজার টাকা জরিমানা এবং জরিমানার অর্থ অনাদায়ে আরও তিন মাসের জেলের নির্দেশ দিয়েছেন।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গত ২০২০ সালের ২ সেপ্টেম্বর যখন কোভিড আক্রান্ত হয়ে কৈলাসহর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কমলপুরে নিখোঁজ আশিস দাস, ইট ভাট্টায় রক্ত ও জুতো উদ্ধার, খুনের আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুন।। নিখোঁজ হওয়ার পর ৪৮ ঘন্টা অতিক্রম হয়েছে।এখনো কোন হদিস পাওয়া যায় নি আশিস দাস নামে এক যুবকের। তার বাড়ি কমলপুর থানার ছোট সুরমা পঞ্চায়েতের বারোদুন গ্রামের ৫ নং ওয়ার্ডে। সোমবার সন্ধ্যা রাত থেকে সে নিখোঁজ।

প্রসঙ্গত, গত মঙ্গলবার দুপুরে আর কে আই ইট ভাটায় নিখোজ আশিসের পায়ের জুতো, একটি ঘরের বারান্দায় রক্ত ও মদের বোতল ভাঙ্গা অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে গ্রামবাসীদের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। সাথে সাথে খবর দেওয়া হয়েছে কমলপুর থানায়। সাথে সাথে কমলপুর থানার ওসি এবং মহকুমার পুলিশ আধিকারিক পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী নিয়ে বারোদুন গ্রামের ইট ভাটায় পৌঁছে প্রাথমিক তদন্ত শুরু করে ফরেন্সিক টিম ও স্নিফার ডগ।

স্বামীর ঘর ছেড়ে পালালেন নির্যাতিতা গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৯ জুন।। স্বামীর ক্রমাগত শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে স্বামীর ঘর ছেড়ে পালিয়েছেন এক গৃহবধূ। ঘটনাটি ঘটেছে বিশালগড় পূর্ব লক্ষ্মীপুর এলাকায়। গৃহবধূ মনীষা দাস (২১) বর্তমানে তাঁর বাবার বাড়িতে ফিরে এসে সংবাদমাধ্যমের কাছে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তুলে ধরেছেন।

মনীষা দাস জানান, আজ থেকে চার বছর আগে সামাজিক রীতি মেনে বিশালগড় পূর্ব লক্ষ্মীবিলের বাসিন্দা সূর্যধন শুক্ল দাসের (৩৪) সঙ্গে শেখেরকোট পূর্বপাড়ার বাসিন্দা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশনের

ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলে ৭ রাজ্যে ৮১ টি প্রকল্পে ভর্তুকীর অর্থ প্রদান

নয়াদিল্লি, ১৯ জুন ।। ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলে ৭ রাজ্যের ৮১টি প্রকল্পে ভর্তুকির অর্থ প্রদান করেছে খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশন। এছাড়া উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলির জন্যও ভর্তুকি দেওয়া হয়েছে।

খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশন ভার্চুয়াল মুডে প্রধানমন্ত্রী এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি প্রকল্পের (পি.এম.ই.জি.পি) আওতায় সারা দেশে সার্ভিস সেক্টরে ১১,৪৮০ জন সুবিধাভোগীকে ৩০০ কোটি টাকার মার্জিন মানি ভর্তুকি বিতরণ করেছে। ৯০৬ কোটি টাকার ঋণ অনুমোদনের ভিত্তিতে এই ভর্তুকি বিতরণ করা হয়েছে। ১৭ জুন নতুন দিল্লির রাজঘাটে খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশনের অফিসে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কে.ভি.আই.সি-র চেয়ারম্যান মনোজ কুমার ভার্চুয়াল মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে এই ভর্তুকি প্রদান করেন। উপস্থিত ছিলেন কমিশনের সি.ই.ও রূপ রাশি ও অন্যান্য উচ্চ পদস্থ আধিকারিকগণ।

এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে চেয়ারম্যান মনোজ কুমার বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে আত্মনির্ভর ও উন্নত ভারতের স্বপ্নকে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে এবং পি.এম.ই.জি.পি প্রকল্পটি এর শক্তিশালী স্তম্ভ হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন, এই প্রকল্পটি শুধুমাত্র আর্থিক সহায়তা প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এটি একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত হয়েছে যা লক্ষ লক্ষ যুবক, মহিলা এবং কারিগরদের স্বনির্ভর এবং শিল্পোদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত করছে। প্রতিটি গ্রামে কর্মসংস্থান এবং স্বনির্ভরতা তৈরিতে এই প্রকল্পের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। দেশের ছয়টি জোনের সবকটিই এই বিতরণ কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। কেন্দ্রীয় জোনের আওতায় উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এবং উত্তরাখণ্ডে মোট ২৪০৩ টি প্রকল্পের জন্য ৭২ কোটি টাকা ভর্তুকি দেওয়া হয়েছে, যার জন্য মোট ২১৮কোটি টাকা ঋণের উপর ভিত্তি করে। পূর্ব জোনে বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের ৯৯৬টি প্রকল্পে ২২কোটি টাকা ভর্তুকি দেওয়া হয়েছে। এই ভর্তুকি দেয়া হয়েছে ৭১ কোটি টাকা ঋনের উপর ভিত্তি করে।

উত্তর ভারতের রাজ্যগুলি-পঞ্জাব, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর, লাদাখ, রাজস্থান এবং ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা,২০ জুন,২০২৫ইং
৫ আষাঢ়, শুক্রবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

যোগেই হোক রোগ-বিয়োগ

যোগা শুধু শারীরিক এক অনুশীলনই নয়, যোগা ভারতের প্রাচীন দর্শন। যোগাকে বিশ্ব ব্যাপি পরিচিতি দেওয়া এবং প্রতিবছর ২১জুন দিনটিকে আন্তর্জাতিক যোগা দিবস পালন করা সম্ভব হইতেছে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উদ্যোগের জন্য। তিনি ১১ডিসেম্বর ২০১৪সালে তিনি জাতিসংঘের কাছে আহ্বান রাখিয়াছিলেন ২১জুন দিনটিকে আন্তর্জাতিক যোগা দিবস পালন করিবা জন্য। তাহার এই আহ্বানে সাড়া দিয়য়া জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ২১জুনকে আন্তর্জাতিক যোগা দিবসের স্বীকৃতি দেয়। বই পড়ে এর যথার্থ উত্তর পাওয়া সম্ভব নয়। আমাদের মন, শরীরসহ সমস্ত কিছুর পূর্ণাঙ্গ বিকাশ হয় যোগার মাধ্যমে। রাজ্যের অনেক যুবক যুবতী অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে যোগা করিয়াছেন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতীক স্তরে রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করিয়াছেন।সেই সঙ্গে পুরস্কার জয় করিয়া আনিয়াছেন। যখন আন্তর্জাতিক যোগা দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তখন শুরুতেই কিছু ইসলামিক দেশ এর বিরোধিতা করিয়াছিল। কিন্তু পর মুহুর্তেই তারা বুঝিতে পারে যোগা কোন ধর্মীয় বিষয় নয়, এটি নিজের কল্যাণের জন্য। তাই তাহারা ততক্ষণাৎ আগের সিদ্ধান্ত থেকে সরিয়া আসে এবং এখন তাহারাও আন্তর্জাতিক যোগা দিবসের কর্মসূচিতে অংশ নিতেছে।

প্রতি বছর ২১ জুন বিশ্বজুড়ে ”আন্তর্জাতিক যোগ দিবস” পালন করা হয়। ২০১৫ সালে প্রথম সারা বিশ্বে এই দিবসটি উদযাপন হইয়াছিল। প্রাচীন ভারতীয় অনুশীলন যোগাসনের বহুবিধ উপকারকে স্বীকৃতি দিয়া গোটা বিশ্বে ২১ জুন ”যোগ দিবস” পালিত হয়। ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রাষ্ট্রসংঘে ভাষণ দেওয়ার সময় ২১ জুন তারিখটিকে ”আন্তর্জাতিক যোগ দিবস” বলিয়া ঘোষণা করিবার প্রস্তাব দেন। তিনি যোগব্যায়ামকে **invaluable gift of Indiaóós ancient tradition** বলিয়া উল্লেখ করেন। মোদীর এই প্রস্তাব ১৭৭টি দেশ সমর্থন করিয়াছিল। সেই বছরই ১১ ডিসেম্বর রাষ্ট্রসংঘ ২১ জুন তারিখটিকে ”আন্তর্জাতিক যোগ দিবস” হিসেবে ঘোষণা করে। এর পর ২০১৫ সালের ২১ জুন প্রথম গোটা বিশ্বে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালিত হয়।'২০১৫ সালে প্রথম যোগ দিবস পালিত হয় নয়া দিল্লির রাজপথে, যেখানে উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং ৮৪টি দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তি-সহ প্রায় ৩৫৯৮৫ জন মানুষ এ দিন অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন এই অনুষ্ঠানে। ৩৫ মিনিট ধরিয়া মোট ২১টি যোগাসন করা হইয়াছিল। এ দিন দু”টি গিনেস ওয়ার্ল রেকর্ড হয়, প্রথম রেকর্ড ছিল, বৃহত্তম যোগ ক্লাস এবং দ্বিতীয় ছিল, সর্বোচ্চ সংখ্যক মানুষের অংশগ্রহণের জন্য।'প্রতি বছর নির্দিষ্ট থিমের মধ্য দিয়া পালিত হয় যোগ দিবস। যোগাসনের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া থিম নির্ধারণ করা হয়।সারা বিশ্বেই মহা সমারহে পালিত হয় এই বিশেষ দিন। উদ্দেশ্যে একটাই, যোগেই হোক রোগ-বিয়োগ। যোগের মাধ্যমেই সারিয়া উঠুক এ বিশ্ব। প্রাচীন ভারতে তখন ওষুধ মানক বস্তুটি ছিল বহু দূর কা বাত! শারীরিক এবং মানসিক ভাবে সারিয়া ওঠিবার অন্যতম বিশ্বাসযোগ্য মাধ্যম ছিল যোগ ব্যায়াম। সেই ভারতের দেখাদেখিই যোগা ছড়াইয়া পড়ে সারা বিশ্বেই। ধীরে ধীরে সারিয়া উঠিতে থাকে বিশ্ব।'

যোগ সারায় রোগ।” এই প্রবাদটি বহু শতাব্দী প্রাচীন। আমাদের ঋষিগণ নিয়মিত যোগব্যায়াম করিতেন এবং সুস্থ ভাবে দীর্ঘ জীবনযাপন করিতেন। যোগব্যায়াম আমাদের মন এবং শরীরের পাশাপাশি আমাদের দেহেকেও সুস্থ রাখে। আজকের ব্যস্ত জীবনে, শরীর সুস্থ ও শক্তিশালী রাখিতে যোগব্যায়াম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যোগের গুরুত্ব কেবল আমদের দেশই নয়, গোটা বিশ্বজুড়িয়াও আজ স্বীকৃত। সে কারণেই গোটা বিশ্ব ২১ শে জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসাবে পালন করে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিশেষ প্রচেষ্টায় আন্তর্জাতিক যোগ দিবস শুরু হইয়াছিল।'

যোগব্যায়াম কেবল দেহের অঙ্গগুলিতেই নয়, মন, মস্তিষ্ক এবং আত্মায়ও ভারসাম্য তৈরি করিতে পারে। এই কারণেই শারীরিক সমস্যা ছাড়াও যোগের মাধ্যমে মানসিক সমস্যাও কাটাইয়া উঠিতে পারে। ভারতীয় সংস্কৃতি অনুসারে গ্রীষ্মের অবিচ্ছিন্নতার পরে সূর্য দক্ষিণায়ণে যায়। ২১শে জুন বছরের দীর্ঘতম দিন হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এই দিনে সূর্য খুব তাড়াতাড়ি উঠে এবং দেরি করিয়া অস্ত যায়। যোগও একজন ব্যক্তিকে দীর্ঘজীবন দেয়। কথিত আছে যে সূর্যের দক্ষিণায়নের সময় আধ্যাত্মিক কৃতিত্ব অর্জনে খুব উপকারী। এই কারণে, ২১শে জুন 'আন্তর্জাতিক যোগ দিবস' হিসাবে পালিত হয়।'

স্বদেশী জাগরণের সূত্রপাত

অমিতাভ বসু

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ থেকে শুরু হয় স্বদেশী আন্দোলন, চলে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত। সংবাদপত্র ও জনসভার মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের কাছে বঙ্গভঙ্গ বাতিলের আবেদন করা হয়। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ আদেশ বাতিলের দাবির তীব্র বিরোধিতা করে। জাতীয়তাবাদী নেতারা বোঝেন জনসভা, সম্মেলন ও সংবাদপত্রে প্রচারের মাধ্যমে তাঁদের দাবি আদায় করা যাবে না । দাবি আদায়ের জন্য তাঁদের প্রতিবাদের পদ্ধতির পরিবর্তন প্রয়োজন । এই ধারণাটি প্রথম শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র “তাঁর সঞ্জীবনী পত্রিকায় ১৯০৫ সালের ৩ জুলাই প্রস্তাব করেন জ্জ পরে ১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট কলকাতার টাউন হলের সভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন। এই সভায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তগুলি হল - বিলেতি পণ্য বর্জন, গণসমাবেশ ও মিছিলের আয়োজন, স্বেচ্ছাসেবক দল বা সমিতি গঠন, ঐতিহ্যবাহী উৎসব ও সামাজিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টি, আত্মনির্ভরতা বা আত্মশক্তির উপর গুরুত্বারোপ, আর জাতীয় শিক্ষা এবং দেশীয় শিল্প-উদ্যোগের মাধ্যমে স্বদেশী কর্মসূচি চালু করা। এই আন্দোলন স্বদেশী ধারায় নিজেদের স্বাবলম্বী হওয়ার উপর জোর দেয়। এর জন্য প্রয়োজন নিজেদের শিল্প ,জাতীয় স্কুল আর গ্রামের উন্নয়ন । এই আন্দোলনকে সফল করার প্রধান অস্ত্র ছিল বিলেতি পণ্য, স্কুল ও সংস্কৃতি বর্জন। বড় বড় সভার আয়োজন করা হয়, যেখানে প্রচুর মানুষ জমায়েত হয়ে দেশে তৈরি জিনিস ব্যবহার করা এবং বিলেত থেকে আসা জিনিস বর্জন করার শপথ নেয় । অনেকে তাদের বিলেতি কাপড় ও সিগারেট পুড়িয়ে দেয়। স্বদেশী আন্দোলনে ছাত্রছাত্রীদের খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তারা বিলেতি কাপড় এবং অন্যান্য বিলেতি জিনিস বিক্রির দোকানের সামনে তীব্র প্রতিবাদে সোচ্চার হয়। নারীরাও সেই প্রতিবাদে যোগ দেয়। এমনকি বহু অসুস্থ মানুষও বিলেতি ওষুধ বর্জন করে এবং এর জন্য যা পরিণতি ঘটুক, তা মেনে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে।

বিলেতি পণ্য বর্জনের ফলে, ১৯০৬ সালের সেপ্টেম্বরে কলকাতার শুল্ক সংগ্রাহক অফিসের প্রতিবেদন অনুসারে ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টারে তৈরি কাপড়ের বিক্রি কমে যায়। এই আন্দোলনের ফলশ্রুতি স্বরূপ দেশীয় ছোট বড় কাপড়ের কল, সাবান ও দেশলাই কারখানা, জাতীয় ব্যাংক এবং বীমা কোম্পানি তৈরি হতে শুরু করে। সেই সময় প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দেশীয় শিল্প উদ্যোগ হল বেঙ্গল কেমিক্যালস, বেঙ্গল লক্ষ্মী কটন মিলস, মোহিনী মিলস এবং ন্যাশনাল ট্যানারি। দেশীয় কুটির শিল্প এবং হস্তশিল্প যা ব্রিটিশ শিল্প নীতির কারণে ক্রমশ বন্ধ হতে বসে, স্বদেশী আন্দোলন সেই সব শিল্পকার্যকে পুনরুজ্জীবিত করে।

১৯০৫ সালের অক্টোবরে মাসে বাংলার তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকারের প্রধান সচিব স্যার রবার্ট ওয়ার্যান্ড কার্লাইল সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে জড়িত ছাত্রদের অনুদান এবং বৃত্তি প্রত্যাহারের আদেশ জারি করেন। কার্লাইলের এই কুখ্যাত আদেশ সত্বেও ছাত্ররা ইংরেজ পরিচালিত স্কুল ও কলেজ বর্জন করে। ফলে স্বদেশী আন্দোলনের নেতারা একটি সমান্তরাল শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা বিবেচনা করতে থাকেন। এই চিন্তাভাবনা থেকে স্থাপনা হয় বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট, বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ অ্যান্ড স্কুল। জেলাস্তরে বেশ কয়েকটি জাতীয় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়।

জাতীয় শিক্ষাকে সমর্থন এবং বিলেতি পণ্য বর্জন ও স্বদেশীর নীতি প্রচার করার জন্য কিছু জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক সংস্থা বা সমিতি গড়ে ওঠে। সমিতিগুলির মতাদর্শের পরিধি ধর্মনিরপেক্ষতা থেকে সামাজিক সংস্কার, গঠনমূলক জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা ও স্বনির্ভর অর্থনীতি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই আন্দোলন কেবল বাংলাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। অনেকেই এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন। পুরোভাগের নেতাদের মধ্যে বাল গঙ্গাধর তিলক, বিপিন চন্দ্র পাল, লালা লাজপত রাই, অরবিন্দ ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভি.ও. চিদাম্বরম পিল্লাই স্মরণীয়।

স্বদেশি আন্দোলন সমগ্র দেশকে ঐক্যবদ্ধ করে। এর আগে ব্রিটিশরা কখনোই এমন সর্বভারতীয় আন্দোলনের মুখোমুখি হয়নি। এই আন্দোলন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের গতি বাড়িয়ে দেয়। এই আন্দোলনের ফলে ব্রিটিশ সরকার ১৯০৯ সালের 'মরলে-মিন্টো সংস্কার আইন' যা ভারতীয় কাউন্সিল আইন নামে পরিচিত প্রণয়ন করতে বাধ্য হয়। এই আইন কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন সভায় ভারতীয় প্রতিনিধিত্বর সংখ্যা বৃদ্ধি করে। এক কথায়, স্বদেশি আন্দোলন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আনে।

বর্তমান সময় ও বাংলা ভাষার গতিপথ

রবীন্দ্র কুমার শীল

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের দিন ঘটা করে প্রভাত ফেরী করে বাংলার জয়গান গাই আমর। বাংলার ভাষার হয়ে পদযাত্রা করে নিজেদের ঐতিহ্যকে বহাল রাখতে সচেষ্ট হই আমরা। শুধু তাই নয়, ঘটা করে স্কুল কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের বাংলার গান, নাটক মঞ্চস্থও করে থাকি। কিন্তু তার সুফলটা কি পাওয়া যায়? বাংলা কি সত্যিই তাদের আগেকার স্থানে পৌঁছাতে পেরেছে? উনবিংশ শতাব্দী বা অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষা নিয়ে যেভাবে চর্চা হতো আজকে ভারত স্বাধীনতা লাভ করা পর বাংলা ভাষার চর্চা কি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে? বর্তমান সময়ে দেখা গিয়েছে আজকের চেয়ে পরাধীন ভারতে বাংলা ভাষার চর্চার চল ছিল অধিক। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে তৎকালীন পণ্ডিতেরা ইংরেজি ভাষার পরিবর্তে বাংলা ভাষাকে প্রাধান্য দিইয়েছিলেন অধিকতরঊ তাঁরা বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধির জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। বাংলা ভাষার কৌলিন্যকে উচ্চ মার্গে নিয়ে যেতে অনেক মুনি ঋষিগন ই তৎপর হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ঊ তিনি বাংলা ভাষার স্কুল স্থাপন করেছিলেনঊ কলকাতা শহরের বুকে তাঁর হাতে গড়া তিনটি মেট্রোপলিটান স্কুল রয়েছে যেখানে বাংলা চর্চা করা হতো। তা বলে কিন্তু ইংরেজি শিক্ষা বন্ধ করে দেওয়া হয়নি। বাংলা ছিল প্রথম পত্র আর ইংরেজি ভাষা ছিল দ্বিতীয় পত্রঊ বাংলা ছাত্রছাত্রীদের অতি অবশ্যই ইংরেজি পড়তে হবে এবং শিখতে হবে।

বাংলা ভাষার ছাত্রদের ইংরেজি ভাষা শেখার অতি সহজ পুস্তক রচনা করেছিলেন প্যারী চাঁদ মিত্র। তিনি ইংরেজি ভাষা শিক্ষার ফার্স বুক রচনা করলেনঊ বিদ্যাসাগর বাংলা শেখার জন্য সহজ পাঠ্য পুস্তক রচনা করেছিলেন। শুধু বাঙালিরা নয়, বহু সাহেবরাও বিদ্যাসাগরের এই পাঠ্য পুস্তক পড়ে বাংলা ভাষার শিক্ষা নিয়েছিলেন। বাংলার ভাষার উন্নতির জন্য কাজ করে গিয়েছিলেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় যিনি বিদ্যাসাগরের বন্ধু ছিলেনঊ বন্ধু বিদ্যাসাগরের সঙ্গে পরে মদনমোহন তর্কালঙ্কারে ঝগড়া হলেও তাদের বন্ধুত্ব কিন্তু অটুট ছিল। বিদ্যাসাগর আবার মদনমোহনের বিধবা স্ত্রী এবং মেয়েকে মাসিক ভাতা দিতেন। তখন তারা একেবারে আর্থিক কর্পদক শূন্য হয়ে গিয়েছিলেন। বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কার বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহকে সমর্থন করেছিলেন। এবং বিধবা বিবাহ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। তার ফলে বিদ্যাসাগরের একটা অনুরাগ কাজ করত মদনমোহনের প্রতি।

এঁদের আগে রাজা রামমোহন রায় বাংলা ভাষা চর্চার প্রথম সোপান রচনা করে গিয়েছিলেন। তাঁর পথকে অনুসরণ করে বিদ্যাসাগর এবং মদনমোহন এগিয়ে চলার সিদ্ধান্তগ্রহণ করে। এরপরে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়,বিলাত থেকে উপস্থিত হলেন বিপ্লবী অরবিন্দঊ তিনি বরোদাতে এসে বাংলা এবং সংস্কৃগত শিক্ষা গ্রহণ করলেন। এদিকে ভগিনী নিবেদিতা বাংলা ভাষা শিখে বাংলার মহিলাদের উন্নতির কাজে অংশ গ্রহণ করতে শুরু করলেন। তিনি বাগবাজারে মেয়েদের জন্য একটি স্কুল তৈরি করেছিলেন। সেখানে বাংলা ভাষা এবং ইংরেজি ভাষার পাশাপাশি হাতের কাজ শেখানো হতো যাতে মহিলারা স্বালম্বী হতে পারে। ভগিনী নিবেদিতা স্বয়ং সেই স্কুলে তদারকি করতেন। বাংলার বিপ্লবীদের পাশে এসে দাঁড়ালেন কবি কাজি নজরুল এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি আবার ১৯০৫ সালে বাংলা ভাগের বিরোধিতা করে রাস্তায় নেমে পড়েগ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুললেন। বাংলাকে ভাগ করা চলবে না । তখন কিন্তু ভারতে এসে উপস্থিত হয়ে গিয়েছেন বিপ্লবী অরবিন্দ। কিন্তু তিনি তখন বাংলায় এসে উপস্থিত হননিঊ তিনি তখন বরোদাতে রয়েছে। বিপ্লবী অরবিন্দকে বাংলায় নিয়ে এসেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। তিনি বলেছিলেন অরবিন্দকে বাংলা এবং সংস্কৃগতি ভাষা শিখতে। না হলে বাংলার সঙ্গে মেলামেশা করা একেবারে অসম্ভব হবে। এদিকে রবীন্দ্রনাথ বাংলাকে ভাগ করার চক্রান্ত রুখতে দুটো গান রচনা করে ফেললেন। একটি গান হলো-' বাংলার বায়ু বাংলার জল বাংলার ফুল বাংলার ফল' । আর একটি গান- 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।' এই দুটো গান বাংলার জনগণকে মাতিয়ে দিল।

তার ফলে বাংলা ভাগ বিরোধী আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করলো। সেই বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে একেবারে থামানো অসম্ভব হয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছে।ইংরেজরাও প্রমাদ গুনলেন। তারা বুঝতে পারলেন যে আর কলকাতায় ভারতের রাজধানি রাখা সম্ভব হবে না। বাংলা ইংরেজ শাসক বিরোধিতায় করতে শুরু করে দিয়েছে। কলকাতা থেকে দিল্লিতে রাজধানি গিয়ে উপস্থিত হল। ইতিমধ্যে ১৯১১ সালে মোহনবাগান আইএফএ শিল্ড জয়লাভ করলো ইংরেজ সেনাদের পরাজিত করে। প্রথম স্বদেশি দল আইএফএ শিল্ড জয়লাভ করলে সারা বাংলা জুড়ে তার বিজয় উৎসব দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। ইংরেজরা ক্রমশ ভীত হতে শুরু করে। তার ফলে কলকাতা থেকে দিল্লিতে রাজধানি নিয়ে চলে যাওয়া হল। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন বিপ্লবী রাস বিহারী বোস। তিনি দিল্লিতে উপস্থিত হয়ে লর্ড হার্ডিঞ্জের ওপরে বোমা নিক্ষেপ করে গা ঢাকা দিলেন। তার ফলে আরও ইংরেজরা সতর্ক হয়ে উঠল। এই পরিস্থিতিতে বাংলা ভাষার চর্চা আরও বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। বাংলা ভাষায় পত্র পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। এ রুপ পরিস্থিতিতে ইংরেজ সরকার বাংলার ভাষার পত্র পত্রিকাগুলির ওপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। তার ফলে বহু বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করা একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়ে। অমৃত বাজার পত্রিকা আগে বাংলায় প্রকাশিত হতো। ইংরেজদের বাংলা ভাষার পত্রিকা প্রকাশের ওপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করলে তখন রাতারাতি অমৃত বাজার পত্রিকা ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হতে শুরু করে। বাংলার ভাষার চর্চার ওপরে সরকারি নিষেধাজ্ঞা জারি করে এমনভাবে বাংলা ভাষাকে কোনঠাসা করে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছিল যাতে করে অতি সহজেই কেউ বাংলা ভাষা চর্চা না করতে পারে। কিন্তু তৎকালীন বাংলার মনীষীরা মাতৃভাষার চর্চার ওপরে বেশি করে জোর দিতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তাঁরা বলতে শুরু করলেন বাংলা ভাষাকে শিখতে হবে নিজেদের আত্মমর্যাদাকে রক্ষা করতে। ইংরেজি ভাষাকে শিখতে হবে আধুনিক সভ্যতাকে চিনতে এবং জানতে। বাংলা ভাষা চর্চাকে বন্ধ করে রাখলে চলবে না। বাংলা ভাষা হচ্ছে স্বদেশি ভাষা। আর ইংরেজি ভাষা হচ্ছে ঔপনিবেশিক ভাষা। ইংরেজি ভাষা এসেছে কেরানি তৈরি করতে। আর বাংলা ভাষা হচ্ছে মনের ভাষা। হৃদয়ের ভাষাঊ একে ত্যাগ করা চলবে না তারপরেও আমরা কি দেখতে পেলাম! ভারত স্বাধীনতা লাভ করার পর। ইংরেজরা ভারত ছেড়ে চলে গিয়েছে। কিন্তু তাদের দাসত্ব করার ভাষাকে দিয়ে গিয়েছে। সেটাই এখন বাংলার জনপ্রিয় ভাষায় পরিণত হয়েছে। আর বাংলা ভাষা ক্রমশ বিলীন হবার পথে এগিয়ে যেতে শুরু করে দিয়েছেঊ ব্রিটিশ ভারতে বাংলা ভাষার চর্চা বৃদ্ধি লাভ করেছিল। আর স্বাধীন ভারতে ইংরেজি ভাষার চর্চার উপর বেশি করে জোর দেওয়াঊ তার ফলে মাতৃভাষার অপমৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

ইসরায়েলের হামলায় নিহত ইরানি কমান্ডারদের সম্পর্কে কী জানা যাচ্ছে?

শুক্রবার ইসরায়েল যখন ইরানে হামলা করে, তখন তাদের লক্ষ্য ছিল ইরানের বিভিন্ন এলাকায় অবস্থিত পরমাণু গবেষণা কেন্দ্র, সেনা ঘাঁটি ও বেশকিছু বেসামরিক স্থাপনা। হামলায় ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান মেজর জেনারেল মোহাম্মদ বাঘেরি, রেভ্যুলেশনারি গার্ড এর কমান্ডার হোসেইন সালামিসহ বেশ কয়েকজন শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তা এবং অন্তত ছয় জন পরমাণু বিজ্ঞানীর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে ইরান।

এরপর রাতে ইরান ওই হামলার পাল্টা জবাবে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায়। এতে এ পর্যন্ত দুইজন নিহত এবং ৬৩ জনের মত মানুষ আহত হয়েছেন। সবশেষ খবর অনুযায়ী, ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) জানিয়েছে, তারা ইরানে তাদের অভিযান চালিয়ে যাবে। এদিকে, ইরান বলেছে, শুক্রবারের হামলার জন্য ইসরায়েলকে “কঠিন শাস্তি আশা” করতে হবে। ইরানের শীর্ষ সেনা কর্মকর্তা কারা মারা গেছেন ইসরায়েল এই অভিযানকে আখ্যায়িত করেছে “অপারেশন রাইজিং লায়ন” হিসেবে। ইরানের রেভলিউশনারি গার্ডস কর্পস, আইআরজিসি সংশ্লিষ্ট সংবাদ সংস্থা তাসনিম এই তথ্য নিশ্চিত করেছে, ইসরায়েলের হামলায় ইরানের পরমাণু কার্যক্রমের সাথে জড়িত অন্তত ছয়জন বিজ্ঞানী মারা গেছেন। সামরিক কর্মকর্তা ও পরমাণু বিজ্ঞানী ছাড়াও ইসরায়েলের হামলায় শিশুসহ বহু বেসামরিক ব্যক্তিও নিহত হয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। ইরানের নিহত হওয়া হাই-প্রোফাইল কমান্ডারদের সম্পর্কে জেনে নেয়া যাক, চলুন।

মোহাম্মদ বাঘেরি-ইরানের সর্বোচ্চ র‍্যাংকের সেনা কর্মকর্তা ছিলেন মোহাম্মদ বাঘেরি। ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর সেনাপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব রত ছিলেন তিনি।

অর্থাৎ, তিনি রেভলিউশনারি গার্ডস ও সেনাবাহিনী — এই দুই বাহিনীরই প্রধান ছিলেন। ১৯৮০ সালে ২০ বছর বয়সে বাঘেরি আইআরজিসিতে যোগ দেন। তিনি এবং তার ভাই আশির দশকে ইরান-ইরাক যুদ্ধের সময় আইআরজিসির গোয়েন্দা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করতে বড় ভূমিকা রাখেন। অন্য কমান্ডারদের চেয়ে তাকে অপেক্ষাকৃত কম কট্টরপন্থী মনে করা হতো। গত এপ্রিলে এক ভাষণে যুদ্ধ এড়িয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা বলায় ইরানে কিছুটা সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন তিনি। এখন তার জায়গায় সশস্ত্র বাহিনীর নতুন প্রধান নিযুক্ত করা হয়েছে আব্দোলরাহিম মৌসাভিকে। হোসেইন সালামি ইরানের রেভলিউশনারি গার্ডস, আইআরজিসির কমান্ডার ইন চিফ ছিলেন হোসেইন সালামি। বাঘেরির মত হোসেইন সালামিও ১৯৮০ সালে ইরান-ইরাক যুদ্ধের সময় আইআরজিসিতে যোগ দিয়েছিলেন। পরে ২০০৯ সালে তিনি ডেপুটি কমান্ডার এবং ২০১৯ সালে বাহিনীর কমান্ডার হন।

তিনি মূলত একজন সুবক্তা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানের জন্যও তার খ্যাতি ছিল। গতমাসে এক ভাষণে তিনি বলেছিলেন, ইসরায়েল বা যুক্তরাষ্ট্র ইরানে হামলা করলে তাদের জন্য “নরকের দরজা খুলে যাবে”।

ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যমের খবর অনুযায়ী, তার জায়গায় আইআরজিসির নতুন কমান্ডার হয়েছেন মোহাম্মাদ পাকপোর।

গোলামালি রাশিদ- আইঅরজিসির খাতাম-আল আনবিয়া সেন্ট্রাল হেডকোয়ার্টার্সের প্রধান ছিলেন গোলামালি রাশিদ। এই বিভাগটি আইআরজিসি ও ইরানের সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযানগুলোর মধ্যে সমন্বয় করতো। আশির দশকে ইরাক ও ইরানের মধ্যে হওয়া যুদ্ধে সরাসরি অংশ নিয়েছিলেন গোলামালি রশিদ। পরে ইরানের সেনাবাহিনীর উপ-প্রধান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন তিনি। গোলামালি রাশিদের মৃত্যুর পর আলি সাদমানি তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন বলে খবর প্রকাশ করেছে ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম।

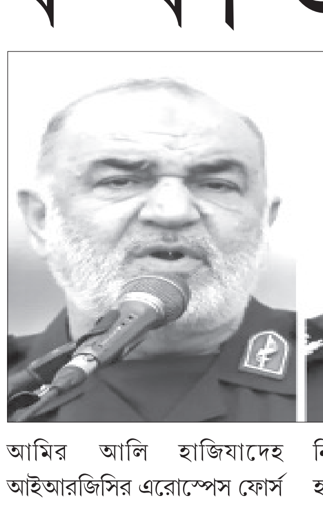

আমির আলি হাজিযাদেহ আইআরজিসির এরোস্পেস ফোর্স বা বিমান ও মহাকাশ সংশ্লিষ্ট বাহিনীর প্রধান ছিলেন আমির আলি হাজিযাদেহ। ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট কর্মসূচির একজন শীর্ষ কর্মকর্তাও ছিলেন তিনি। ইসরায়েলি ডিফেন্স ফোর্সেস, আইডিএফ জানিয়েছে, আইআরজিসির বিমানবাহিনীর বেশ কয়েকজন কমান্ডারের সাথে মাটির নিচে একটি ঘাঁটিতে অবস্থান করছিলেন আমির আলি হাজিযাদেহ। আইডিএফের দাবি, সেখান থেকে ইসারয়েলের ওপর হামলার পরিকল্পনা করছিলেন তারা। মাটির নিচে থাকা অবস্থায় ওই ঘাঁটিতে আইডিএফ হামলা করে বলে তারা দাবি করেছে। আইডিএফের বিবৃতিতে তারা দাবি করেছে, যে গত বছরের অক্টোবর ও এপ্রিলে ইসরায়েলে যে মিসাইল হামলা করেছিল ইরান, তার নির্দেশদাতা ছিলেন আমির আলি হাজিযাদেহ। তেহরানে ২০২০ সালে যে ইউক্রেনিয়ান বিমানকে ভূপাতিত করা হয়, তার দায় স্বীকার করেছিলেন আমির আলি হাজিযাদেহ। ওই ঘটনায় ১৭৬ জন বিমান যাত্রী মারা গিয়েছিলেন।

সেই ঘটনার পর থেকে ইরানের সাধারণ মানুষের কাছে হাজিযাদেহর গ্রহণযোগ্যতা অনেকটা কমে গিয়েছিল।

ফেরেইদুন আব্বাসি - পরমাণু বিজ্ঞানী ফেরেইদুন আব্বাসি ইরানের পরমাণু শক্তি কমিশনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন ২০১১ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত। এরপর ২০২০ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত সংসদ সদস্য হিসেবেও দায়িত্বরত ছিলেন তিনি। ইরানের পরমাণু কার্যক্রমের মাধ্যমে পরমাণু অস্ত্র তৈরির পক্ষপাতী ছিলেন মি. আব্বাসি। এ বছরের মে মাসে ইরানের টিভি চ্যানেল এসএনএনের সাথে সাক্ষাৎকারে তিনি পরমাণু অস্ত্র তৈরির পরিকল্পনা সম্পর্কে কথা বলেছিলেন। মারা যাওয়া অন্যান্য পরমাণু বিজ্ঞানী ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমের খবর থেকে জানা যাচ্ছে যে আরো কয়েকজন সুপরিচিত পরমাণু বিজ্ঞানীও মারা গেছেন ইসরায়েলের হামলায়। তারা হলেন: মোহাম্মদ মেহদি তেহরানচি, যিনি তেহরানের আজাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ছিলেন। আবদুল্লাহামিদ মিনৌচেহর, যিনি ইরানের শহিদ বেহেশতি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রধান ছিলেন। আহমেদ রেজা জোলফাঘারি, যিনি শহিদ বেহেশতি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধাপক ছিলেন। আমিরহোসেইন ফেকহি, যিনি শহিদ বেহেশতি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধাপক ছিলেন।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বৃহস্পতিবার রাহুল গান্ধীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে আগরতলায় কংগ্রেসের উদ্যোগে এক স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়।

তিনটি পৃথক অভিযানে ৩০.১৭ কোটি টাকার মেথামফেটামিন ট্যাবলেট এবং হেরোইন জব্দ করেছে কাস্টমস

অবৈধ মাদক পাচারের বিরুদ্ধে ড ৈ েল্ল খ ে য া গ ্য অভিযানচালিয়েউত্তরপূর্বেরশুল্ক আধিকারিকরাতিনটি পৃথক অভিযানচালিয়ে প্রচুর পরিমাণে মেথামফেটামিন এবং হেরোইন জব্দ করেছেন যার আনুমানিক বাজার মূল্য ৩০.১৭ কোটিটাকা। এই অভিযানগুলি মাদক পাচারের হুমকি মোকাবেলা এবং অবৈধ মাদক থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য কাস্টমস বিভাগের দৃঢ় প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন।

অভিযান- ১ (শিলচর): ১৮ জুন ২০২৫ তারিখে, সিপিএফ, শিলচরের অফিসাররা বিএসএফ-এর সাথে একটি যৌথ অ ভি যা ন চ া লি ে য. মিজোরাম-শিলচর সড়কের পানিভোরায় একটি পরিত্যক্ত মাহিন্দ্রা বোলেরো গাড়িআটক করে। উক্তগাড়ির সিটের নীচে তৈরি একটি গর্ত থেকে ৮৮৫.৫৬ গ্রাম সন্দেহভাজন হেরোইনযুক্ত ৭৯টি সাবানের কৌটা এবং ১৫ কেজি সন্দেহভাজন মেথামফেটামিন ট্যাবলেটযুক্ত ১৫টি বাক্স উদ্ধার করা হয়। আটককৃতএইসামগ্রীর মূল্য ২২.১৫ কোটি টাকা।এইঘটনার আরও তদন্ত চলছে।অভিযান- ২ (তেলিয়ামুড়া): একটি সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে, ত্রিপুরার তেলিয়ামুড়া সিপিএফের কর্মকর্তারা, ২৮ ব্যাটালিয়ন, আসাম রাইফেলসের কর্মীদের সাথে নিয়ে, ১৮.০৬.২০২৫ তারিখে রাত ৯:৩০ মিনিটে কমলপুর-খোয়াই সড়কের (এনএইচ২০৮) বাচাইবাড়ির কাছে একটি বাইক (বাজাজ ২০০ এনএস) সহ একজনকে আটক করেন। এই বাইকে তল্লাশি চালিয়ে, আরোহীর ব্যাকপ্যাকে ৪ কেজি লালচে গোলাপী ট্যাবলেট (মেথামফেটামিন বলে সন্দেহ করা হচ্ছে) ভর্তি ৪টি বড় প্যাকেট উদ্ধার করা হয়। এগুলি মায়ানমার থেকে মিজোরাম হয়ে আগরতলায় ডেলিভারির জন্য পাচার করা হয়েছিল বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। আটককৃত মোট মাদকের মূল্য ৪.০২ কোটি টাকা। এই অভিযানে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

অভিযান-৩ (সিঙ্গারবিল, আগরতলা): ১৮.০৬.২০২৫ তারিখে, সিঙ্গারবিল সিপিএফ, আগরতলার কাস্টমস অফিসাররা ৪ কেজি ওজনের অ্যাম্ফিটামিন (ইয়াবা) ট্যাবলেট এর একটি চালান আটক করেছেন। এগুলোদুইজন ব্যক্তি একটি নিবন্ধনহীনকালো রঙের পালসার বাইকে করে খোয়াই থেকে বিজয়নগরের দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন। অফিসাররা বাইকটি উদ্ধারের আগে ঘন গাছপালার মধ্য দিয়ে প্রায় ৩০ মিনিট ধরেতাদেরপিছনে ধাওয়া করেছিল। ট্যাবলেটগুলি মিজোরাম-ত্রিপুরা সীমান্ত দিয়ে পাচার করা হয়েছিল বলে সন্দেহ করা হচ্ছে এবং আগরতলার কাছে পৌঁছে দেওয়ার কথা ছিল।

মাদক ও মাদকদ্রব্য চোরাচালান, সোনা, সিগারেট, বন্যপ্রাণীরসামগ্রী, জাল ভারতীয় মুদ্রার নোট, আমদানি-রপ্তানি জালিয়াতি এবং বাণিজ্য ভিত্তিক অর্থ পাচারের সাথে জড়িত সকল ধরণের আন্তঃসীমান্ত অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াই করতে কাস্টমস প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এ ব্যাপারে কাস্টমস অন্যান্য বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে ঘনিষ্ঠ অংশীদারিত্বে কাজ করে। সীমান্তবর্তী অপরাধ, চোরাচালান এবং বাণিজ্যভিত্তিক অর্থ পাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কাস্টমসকে তথ্য প্রদান করে যে কেউ সহায়তা করতে পারেন। তথ্যদাতার নাম কেবল গোপন রাখা হয় না, বরং একটি চমৎকার পুরষ্কার প্রকল্পও রয়েছে, যা আয়কর মুক্ত। পুরষ্কার প্রকল্পের বিস্তারিত জানার জন্য, দয়া করে ওয়েবসাইটথেকেডকুমেন্টটি ডাউনলোড করুন।মাদকপাচার এবং আর্থিক অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কাস্টমসকে সহায়তা করে আপনি দেশ গঠনে ভূমিকা রাখতে পারেন।

এয়ার ইন্ডিয়া দুর্ঘটনা : ধাপে ধাপে এগোচ্ছে এএআইবি-র তদন্ত, যাত্রী নিরাপত্তা ও স্বচ্ছতা রক্ষায় সর্বোচ্চ গুরুত্ব, জানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৯ জুন : আহমেদাবাদ সংলগ্ন এলাকায় সম্প্রতি ঘটে যাওয়া এয়ার ইন্ডিয়ার একটি উড়োজাহাজ দুর্ঘটনার প্রেক্ষিতে বিমান দুর্ঘটনা তদন্ত ব্যুরো তাদের তদন্ত কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং বিভিন্ন সংস্থা প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করছে। জানালেন কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী রাম মোহন নাইডু কিনারাপু।

গত ১২ জুন থেকে এএআইবি'র একটি বহুবিধ বিশেষজ্ঞ দল তদন্ত শুরু করেছে। এ তদন্ত এএআইবি-র মহাপরিচালক দ্বারা আদিষ্ট। আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থার প্রোটোকল অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ট্রান্সপোর্ট সেফটি বোর্ড এবং সংশ্লিষ্ট বিমানের মূল প্রস্তুতকারক সংস্থার প্রতিনিধিরাও তদন্তে সহায়তা করছেন। দুর্ঘটনাস্থল থেকে ১৩ জুন একটি এবং ১৬ জুন দ্বিতীয় সেট "ব্ল্যাকবক্স" — অর্থাৎ ডিজিটাল ফ্লাইট ডেটা রেকর্ডার ও ককপিট ভয়েস রেকর্ডার উদ্ধার করা হয়েছে।

এয়ারক্রাফটটির দুটি ব্ল্যাকবক্স সেট থাকায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বিশ্লেষণের জন্য এখন গভীর পর্যবেক্ষণ চলছে। দুর্ঘটনাস্থলের নথিপত্র, আলামত সংগ্রহের কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। তদন্ত প্রক্রিয়া এখন তথ্য বিশ্লেষণের ধাপে রয়েছে। মন্ত্রণালয় পূর্ণ স্বচ্ছতা বজায় রেখে সমস্ত প্রোটোকল ও নিয়ম মেনে এই তদন্ত পরিচালনার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে। এদিকে, অসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রী শ্রী রাম মোহন নাইডু কিনারাপু দুর্ঘটনার পর বিমানের নিরাপত্তা, যাত্রী সেবা এবং এয়ারলাইনের কার্যকারিতা পুনর্মূল্যায়নের জন্য দেশব্যাপী একটি বিস্তৃত পর্যবেক্ষণ শুরু করেছেন।

তিনি এক ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দেশের সমস্ত বিমানবন্দরের পরিচালকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে স্থল পর্যায়ের প্রস্তুতি, যাত্রী সহায়তা ব্যবস্থাপনা এবং বিভিন্ন কারণে (যেমন পরিদর্শন, আবহাওয়া, ভূরাজনৈতিক কারণে আকাশপথ বন্ধ ইত্যাদি) ফ্লাইট পুনঃনির্ধারণের ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন। মন্ত্রী দিকনির্দেশনা প্রদান করে বলেন, যাত্রীদের সমস্যার দ্রুত সমাধানে এয়ারলাইনের সঙ্গে নিবিড় সমন্বয় বজায় রাখতে হবে। বিমান বিলম্ব বা ভিড়ের সময় টার্মিনালে খাবার, পানীয় জল এবং পর্যাপ্ত বসার জায়গা নিশ্চিত করতে হবে। যাত্রীদের অভিযোগ ব্যবস্থাপনায় পর্যাপ্ত কর্মী মোতায়েন করতে হবে। বিমানবন্দরে কোনো এয়ারলাইনের কার্যক্রম ব্যাহত হলে তাদের সর্বোতো সাহায্য দিতে হবে, যেমন গেট পরিবর্তন বা লজিস্টিক সহায়তা। বন্যপ্রাণী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে, বিশেষত পাখি ও বেওয়ারিশ প্রাণীর প্রবেশ রোধে। এছাড়াও, মন্ত্রী এয়ার ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন, যেখানে পরিচালন ধারাবাহিকতা, স্বচ্ছ জনযোগাযোগ এবং যাত্রী নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়গুলি নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়।

মধ্যপ্রাচ্যের পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি, ইউরোপে রাতের উড়ান নিষেধাজ্ঞা এবং নিরাপত্তা পরীক্ষার ফলে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান স্বল্পতা তৈরি হয়েছে। ফলে সাময়িকভাবে তাদের কিছু উড়ান বাতিল বা পুনঃনির্ধারণ করা হবে এবং গণমাধ্যমের মাধ্যমে এসব ঘোষণা করা হবে। প্রভাবিত যাত্রীদের জন্য পূর্ণ ফেরত বা পুনর্বুকিংয়ের ব্যবস্থা থাকবে। এয়ার ইন্ডিয়াকে বিমানবন্দরে স্থল পর্যায়ের সমন্বয় আরও মজবুত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং যাত্রীদের দেরি বা বাতিল সংক্রান্ত তথ্য স্পষ্টভাবে জানাতে বলা হয়েছে।

১৮ ও ১৯ জুন স্পাইসজেট, ইন্ডিগো ও আকাশা এয়ারের শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে পৃথক বৈঠকে বিমান বহরের কার্যকারিতা, নিরাপত্তা তদারকি, যাত্রী অভিজ্ঞতা এবং এয়ারলাইনের যোগাযোগ কৌশল পর্যালোচনা করা হয়। সিদ্ধান্ত হয়েছে, এ ধরনের পর্যালোচনা ভবিষ্যতে নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হবে।

মন্ত্রক জানিয়েছে, কিছু সংবাদ মাধ্যমে এআই ১৭১ বিমানে ব্ল্যাকবক্স বিদেশে বিশ্লেষণের জন্য পাঠানো হচ্ছে বলে দাবি করা হয়েছে। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এএআইবি টেকনিক্যাল, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বিষয়ক পূর্ণ মূল্যায়নের পরই গ্রহণ করবে। মন্ত্রক সকল পক্ষকে এমন সংবেদনশীল বিষয়ে জল্পনা না ছড়ানোর অনুরোধ জানিয়েছে। মন্ত্রক স্পষ্ট করেছে, যাত্রী নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্যই তাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার এবং ভারতীয় অসামরিক বিমান চলাচলের দীর্ঘস্থায়ী বিশ্বাসযোগ্যতা রক্ষায় সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

উপ-নির্বাচনে নজিরবিহীন পদক্ষেপ: মোবাইল ডিপোজিট সুবিধা, উন্নত ভোটার টার্নআউট শেয়ারিং ও ১০০ শতাংশ ওয়েবকাস্টিং চালুর সিদ্ধান্ত নির্বাচন কমিশনের

নয়াদিল্লি, ১৯ জুন : পাঁচটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপ-নির্বাচনে একাধিক যুগান্তকারী পদক্ষেপের সফল বাস্তবায়ন করেবে নির্বাচন কমিশন অফ ইন্ডিয়া, আজকের বৈঠকে ওই সিদ্ধান্ত হয়েছে। নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার, ড. সুখবীর সিং সান্ধু এবং ড. বিবেক জোশীর নেতৃত্বে গত চার মাসে গৃহীত নানা নতুন উদ্যোগ আজ বাস্তবে কার্যকর হলো। যেসব বিধানসভা কেন্দ্রে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সেগুলো হলো গুজরাটের ২৪-কাড়ি ও ৮৭-ভিসাভাদার, কেরালার ৩৫-নিলাম্বুর, পাঞ্জাবের ৬৪-লুধিয়ানা পশ্চিম এবং পশ্চিমবঙ্গের ৮০-কালিগঞ্জ। মোট ১৩৫৪টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের মাধ্যমে এই নির্বাচন পরিচালিত হবে। এই প্রথমবারের মতো সব ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের জন্য মোবাইল ফোন ডিপোজিট সুবিধা চালু করেছে নির্বাচন কমিশন। শহর ও গ্রামে মোবাইল ব্যবহারের সর্বব্যাপীতা এবং প্রবীণ, মহিলা ও প্রতিবন্ধী ভোটারদের অসুবিধা দূর করতেই এই পদক্ষেপ। ভোটকেন্দ্রের প্রবেশপথে সাধারণ জুটের ব্যাগ বা পিজনহোল বক্স রাখা হবে যাতে ভোটাররা নিরাপদে তাদের মোবাইল জমা রাখতে পারেন। স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হবে। উপ-নির্বাচনে ভোটার টার্নআউট রেপোর্টিং পদ্ধতিতেও বড় পরিবর্তন আনা হয়েছে। এখন থেকে প্রিসাইডিং অফিসাররা প্রতি দুই ঘণ্টায় ইসিআইনেট অ্যাপে সরাসরি ভোটার উপস্থিতির তথ্য আপলোড করবেন। ভোট শেষ হওয়ার পরও প্রিসাইডিং অফিসাররা কেন্দ্র ছাড়ার আগেই চূড়ান্ত ভোটার উপস্থিতি আপডেট করবেন, যা আগের তুলনায় তথ্য প্রকাশের গতি বহুগুণ বাড়াবে। পূর্বে এই তথ্য সেক্টর অফিসারদের মাধ্যমে ফোন, এসএমএস বা মেসেজিং অ্যাপে জোগাড় করে আরও দেরিতে আপলোড করা হতো, যার ফলে ভোটের হার জানা যেত রাত ১০টা বা ১১টা নাগাদ বা কখনো পরদিন। এই নতুন প্রক্রিয়ায় এই বিলম্ব কার্যত দূর হবে। যেসব এলাকায় মোবাইল নেটওয়ার্ক দুর্বল, সেখানে অফলাইন মোডে তথ্য সংরক্ষণ করে পরে সেগুলো আপলোড করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

পাঁচটি কেন্দ্রের প্রায় সব ভোটকেন্দ্রে (একটিমাত্র ব্যতিক্রম বাদে) ১০০ শতাংশ ওয়েবকাস্টিং চালু করার সিদ্ধান্ত নির্বাচন

NOTICE INVITING TENDER FOR ENGAGEMENT OF 03 (THREE) SWEEPING AND CLEANING WORKER UNDER THE JUDGESHIP OF LD. DISTRICT & SESSIONS JUDGE, DHALAI DISTRICT, AMBASSA, ON OUTSOURCING BASIS.

It is proposed to engage 03 (three) numbers of Sweeping and Cleaning worker on outsourced basis for the establishment of Ld. District & Sessions Judge,
Dhalai District, Ambassa. Sealed tenders are invited from licensed/registered Agencies having experience in the dealing with similar nature work in PSUs/Government offices/ Autonomous & corporate bodies. Tender documents can be obtained from the Office of the District & Sessions Judge, Dhalai District, Ambassa on depositing fee of Rs. 2,000/- (Rupees two thousand) only (not refundable) in shape of Demand Draft/postal order drawn on any Nationalized Bank Branch in favour of Chief Judicial Magistrate-cum- Civil Judge (Sr.Div), Dhalai Judicial District, Ambassa in connection with bank Account No.0582050021182 on any working days between 09.06.2025 to 08.07.2025 upto 4.00 P.M. Last date of submission of sealed tender Bid: 08.07.2025 in between 10.00 A.M. to 4.00 P.M. Detailed tender documents are also available on official website: https://dhalaitrp.dcourts.gov.in/ #tenders.
If the tender document is downloaded from the website the cost of the tender document Rs. 2,000/- (Rupees two thousand) only in shape of Demand Draft in addition to the EMD is payable. The competent authority reserves the right to accept/reject any tender without assigning any reason what so ever. All are requested to read the tender document carefully and comply with the instructions and statutory requirement. For any clarification/ information please contact Sri Nayanta Chakma UDC of the Establishment of the Undersigned, Mobile No.- 7005905328.
ICA/C/1084/25

(T.Debbarma)
Addl. District & Sessions Judge
Dhalai District, Ambassa. (Head of Office)

OFFICE OF THE MUNICIPAL COMMISSIONER
AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA
Notice Inviting Short Quotation No.1 /2025-26

Sealed quotations are hereby invited from the resourceful suppliers/Agency/Persons/Parties/ Firms to submit the quotation with rate of the item on urgent basis. The Notice Inviting Short Quotation could be seen in the Agartala Municipal Corporation website www.agartala city.tripura.gov.in & Tripura State Portal.

Name of Description	Quantity	Rate	Remarks
(A) New Coconut Brooms	60 nos.		
(B) Bucket Plastic	07 nos.		
(C) Soap	60 nos.		
(D) Kata	08 nos.		
(E) Spade	07 nos.		
(F) Hand Da	07 no		
(G) Hand Wash	02 nos.		
(H) Black Phenyl	30 Ltrs.		

The filled quotation along with the required documents must reach to the office of the undersigned on or before 23-6-2025. The party shall submit the quotation in sealed envelope which shall be opened in the office of the undersigned on 24-6-2025 at 3:00 PM, if possible. Authority reserved the right to reject the quotation without assigning any reason.

Terms & Condition:-
1. The Agency/Firm/Person shall be an Indian Citizen,
2. The Agency/Firm/Person shall have valid GST registration.
3. IT will be deducted from source.PAN card copy shall be submitted along with quotation.
4. Bank Accounts Number, IFS Code, Branch name shall be submitted for payment.
5. The quotationer shall quote the rate of item keeping in mind the quality of the item. The AMC authority will not compromise with quality of the item.

Sd/- Illegible
Health Officer
Agartala Municipal Corporation

The Executive Engineer, Samagra Shiksha, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/ Railway/OtherState PWD up to 3.00P.M.on 07/07/2025 for the followingwork:

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY & BID FEE	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Minor Repairing of 2 (Two) nos. PM SHRI Schools under Gournagar & Pecharthal Block of Unakoti District under PM SHRI Scheme for the year 2023-24. DRAFT NIT NO: 38/EE/ENGG.CELL/Samagra/2025-26 PRESS NIT NO: 47/EE/ENGG.CELL/Samagra/2025-26	Rs. 8,99,932.00	Rs. 18,000.00	30 days	Up to 3PM 07/07/2025	At 07/07/2025 Hrs on 4pm.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	Minor Repairing of 3 (Three) nos. PM SHRI Schools under Kumarghat and Gournagar Block of Unakoti District under PM SHRI Scheme for the year 2024-25. DRAFT NIT NO: 39/EE/ENGG.CELL/Samagra/2025-26 PRESS NIT NO: 48/EE/ENGG.CELL/Samagra/2025-26	Rs. 15,00,000.00	Rs. 30,000.00	30 days	Up to 3PM 07/07/2025	At 07/07/2025 Hrs on 4pm.		

All details can be seen in Press Notice & Bid Documents for the works on websitehttps:// tripuratenders.gov.in at free of cost. No negotiation will be conducted with the lowest bidder
ICA/C/1076/25

(Er. B. Das)
Executive Engineer
Samagra Shiksha, Tripura

ABRIDGED NOTICE INVITING E-TENDER

Invites e-Tender for "Outsourcing of Radiological services on turnkey basis with installation of 3-Tesla MRI, 256 slice CT scan, High end color Doppler USG & 800 mA DR system at own cost of the bidder including 24x7 operation and maintenance of the same machines at Super Specialty Building, AGMC & GBP Hospital, Agartala". The concerned DNIT will be available for being downloaded from the e-Tendering portal https:// tripuratenders.govt.in on 17/ 06/2025 from 05:30 p.m. onwards. Last date of bid submission is 07/07/2025 up to 6:00 p.m. Corrigendum/ Addendum/Cancellation, if any, will be published exclusively on the aforesaid e-tendering portal.
ICA/C/1073/25

Medical Superintendent & Head of Department AGMC & GBP Hospital, Agartala.

ORDER

WHEREAS, it is apprehended that the miscreants taking advantage of vast stretch of Indo-Bangladesh Border in different parts of West Tripura District may cause Law and Order problem in border areas;

AND

WHEREAS, it is considered necessary to impose restriction on movement of people in IBB areas along Indo-Bangladesh International Border in West Tripura District;

AND

WHEREAS, I, Dr. Vishal Kumar, IAS, District Magistrate & Collector, West Tripura District, Agartala am satisfied that there are sufficient grounds for imposing restriction on movement during odd hours along border areas to prevent danger to human life and disturbance of the public tranquillity between 8-00 P.M. and 5-00 AM.

NOW, THEREFORE, in exercise of powers conferred upon me U/S. 163 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), 2023, I, Dr. Vishal Kumar, IAS, District Magistrate & Collector, West Tripura District, Agartala hereby prohibit movement of people along 500 (five hundred) meters of Indo-Bangladesh International Border of Sadar & Mohanpur Sub-Division under West Tripura District between 8-00 P.M. of preceding day and 5-00 A.M. of succeeding day.

HOWEVER, this prohibitory order shall not be applicable to the:
1.Movement of Military/paramilitary force and State Police personnel engaged in maintenance of Law and Order.
2.Movement of the members of public authorized by the S.P. (West) and SDMs of Sadar, Mohanpur Sub-Divisions.
3.Movement of Government servants when it is essential for discharge of emergent official duties and
4.Movement of patients requiring immediate medical treatment.

In view of the emergent nature of situation and with a view to ensure public peace and tranquility this order is passed ex-parte.
Any person violating this order shall be liable to be prosecuted U/S. 223 of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS),2023.
The above restriction shall come into force with effect from 20th June 2025 and shall remain in force up to 19th August, 2025.
Given under my seal and signature, this day................ay of June, 2025.
ICA/D- 405/25

(Dr. Vishal Kumar, IAS) DistricPagista2025 lector
West Tripura District.

বৃহস্পতিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে আগরতলা এডভানচার ক্লাবের উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

কোলেস্টেরল থেকে ডায়াবেটিস ডায়েটে যোগ করুন কিশমিশ

কিশমিশ খেতে পছন্দ করেন অনেকেই। সুস্বাদু ড্রাই ফ্রুটসের মধ্যে অন্যতম এই কিশমিশ। অনেক খাবারেই কিশমিশ ব্যবহার করা হয়। সাধারণ কিশমিশ সবাই খান, কিন্তু কালো কিশমিশের কথা শুনেছেন? শুকনো আঙ্গুর দিয়ে তৈরি কালো কিশমিশ খুবই মিষ্টি ও রসালো। সুস্বাদু হওয়ার পাশাপাশি কিশমিশ স্বাস্থ্যের জন্যও বেশ উপকারী। সারারাত জলে ভিজিয়ে সকালে কালো কিশমিশ খেলে অনেক উপকার পাওয়া যাবে। রক্ত পরিশোধন থেকে শুরু করে উচ্চ রক্তচাপ কমাতে কালো কিশমিশ খুবই কার্যকরী। কালো কিশমিশে রয়েছে প্রাকৃতিক অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, যা শরীরকে রোগ থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। এছাড়াও রয়েছে আয়রন সহ বহু উপাদান যা শরীরকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করে। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণেও সাহায্য করে এই কালো কিশমিশ। আসুন জেনে নেওয়া যাক শরীরের জন্য কতটা উপকারী এই কালো কিশমিশ

রক্ত পরিষ্কার হয়-

আমাদের রক্তে ময়লা জমে ত্বক প্রাণহীন হয়ে যায় এবং ব্রণ ও ব্রণের সমস্যা বেড়ে যায়। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে , প্রতিদিন কালো কিশমিশ খেলে তা রক্ত থেকে বিষাক্ত, বর্জ্য এবং অপবিত্র পদার্থ দূর করতে সাহায্য করে। কালো কিশমিশে রয়েছে প্রাকৃতিক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা শরীরকে সম্পূর্ণরূপে ডিটক্সিফাই করতে সাহায্য করে। কালো কিশমিশ উচ্চ রক্তচাপ কমাতে খুবই কার্যকর বলে বিবেচিত হয়। এতে প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম রয়েছে, যা উচ্চ রক্তচাপ রোগীদের রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে। আসলে, পটাসিয়াম আমাদের শরীরে সোডিয়ামের পরিমাণ কমাতে সাহায্য করে, যা উচ্চ রক্তচাপের প্রধান কারণ। পটাশিয়াম সমৃদ্ধ খাবার উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের জন্য উপকারী।

হাড় মজবুত করে- পটাশিয়াম ছাড়াও কালো কিশমিশে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম থাকে যা আমাদের হাড়কে মজবুত করতে সাহায্য করে। ক্যালসিয়ামের অভাবে অস্টিওপরোসিসের মতো গুরুতর হাড়ের রোগ হতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে প্রতিদিন কালো কিশমিশ খেলে হাড় দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সুস্থ রাখে। এছাড়া কালো কিশমিশ দাঁত মজবুত করতেও সাহায্য করে।

চুল পড়া নিয়ন্ত্রণ করে ---

বর্তমানে প্রচুর সংখ্যক মানুষ চুল পড়ার সমস্যায় ভুগছেন। এই পরিস্থিতিতে নিয়মিত কালো কিশমিশ খেলে এই সমস্যা থেকে কিছুটা হলেও মুক্তি পাওয়া যায়। কালো কিশমিশে উপস্থিত পুষ্টিগুণ মাথার ত্বকে রক্ত সঞ্চালনে সাহায্য করে, যা চুল পড়া কমাতে পারে। এতে উপস্থিত উচ্চ ভিটামিন সি চুলের পুষ্টি জোগায়, যার ফলে চুলের অকাল পাক ধরা রোধ হয়।

খারাপ কোলেস্টেরল কমায় ---

কালো কিশমিশ কম ঘনত্বের লাইপোপ্রোটিন অর্থাৎ খারাপ কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। কালো কিশমিশে উপস্থিত পলিফেনল কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। কালো কিশমিশ মহিলাদের জন্য ভীষণ উপকারী। কারণ এতে আয়রনের পরিমাণ বেশি। আয়রন রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ বাড়ায়, যা রক্তল্পতা নিরাময় করে।

ঘন ঘন গ্রিন টি-তে চুমুক দিলেই কি ওজন কমবে?

গ্রিন টি খাচ্ছেন সে ভাল কথা, কিন্তু নিয়ম মেনে খাচ্ছেন তো? গ্রিন টি-কে সাধারণ লিকার চা বা দুধ চায়ের সঙ্গে গুলিয়ে ফেললে হবে না। এই চা যেমন খাওয়ার নির্দিষ্টি সময় আছে, তেমনই পদ্ধতিও আছে। ঘন ঘন চায়ে চুমুক দিলেই যে বেশি উপকার পাবেন, এই ধারণা ভুল। বরং পরিমিত ও নিয়ম মেনে খেলেই গ্রিন টি-তে ভরপুর উপকার পাওয়া যাবে।

কী কী নিয়ম মানতে হবে?

১) গ্রিন টি-তে ভুলেও চিনি বা গুড় দেবেন না। মিষ্টি দেওয়া গ্রিন টি খেলে কোনও লাভই হবে না।

২) পুষ্টিবিদ শম্পা চক্রবর্তীর পরামর্শ, গ্রিন টি খাওয়ার নিয়ম হল ভরা পেটে খাওয়া। সকালে খালি পেটে গ্রিন টি খেয়ে ফেললেই বিপদ। এর ট্যানিন বদহজম, গ্যাস-অম্বলের কারণ হয়ে উঠতে পারে। ৩) খাবার খাওয়ার অন্তত ঘণ্টা দুয়েক পরে গ্রিন টি খেলে সুফল পাওয়া যাবে। খেয়ে উঠেই গ্রিন টি-তে চুমুক দিলে কিন্তু কোনও লাভই নেই। ৪) রাতের খাওয়ার পরে অনেকেই শোয়ার আগে গ্রিন টি খান। এই অভ্যাস কিন্তু ভাল নয়। কারণ এই চায়ের ট্যানিন আয়রন, জিঙ্ক, ম্যাগনেশিয়াম হজম করতে পারে না। তাই রাতে খেলে খাবারের পুষ্টি উপাদানগুলি হজম হবে না। ফলে বদহজমের সমস্যা দেখা দেবে। পেটের গোলমালও হতে পারে। ৫) গ্রিন টি খাওয়ার পর পরই কোনও রকম ওষুধ খাবেন না। এতে ওষুধের উপাদানগুলি গ্রিন টি-র সঙ্গে বিক্রিয়া করে বদহজমের কারণ হয়ে উঠতে পারে। ৬) একই টি-ব্যাগ একাধিক বার ব্যবহার না করাই ভাল। তাতে উপকার তো হবেই না, রেখে দেওয়া চায়ের ব্যাগে জীবাণুও জন্মাতে পারে।

হার্ট ভাল রাখার সহজ পন্থা হতে পারে প্রাণায়াম

ব্যস্ত জীবনের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে সমানে হাঁপিয়ে উঠছেন। ঘরে-বাইরে কাজের চাপ! প্রাণ ভরে বাতাসটুকু নিতে দিচ্ছে না। অল্প বয়সে নানা রকম জটিল রোগ বাসা বাঁধছে শরীরে। উচ্চ রক্তচাপ! তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে নিয়মিত ওষুধও খেতে হয়। রক্তচাপ বশে রাখতে না পারলেই বিপদ। হার্টের উপর ক্রমাগত চাপ বাড়তে থাকে। যোগাসন বা জিমে গিয়ে শরীরচর্চা করার সময় নেই। প্রশিক্ষকেরা বলছেন, কাজ থেকে বাড়ি ফিরে কিছুটা সময় প্রাণায়াম করতে পারলেও কিন্তু শরীরে রক্ত চলাচল ভাল হয়। হার্ট ভাল রাখতেও প্রাণায়াম করা জরুরি।

কোন তিন প্রাণায়াম হার্ট ভাল রাখতে সাহায্য করে? ১) ভ্রামরী-ভ্রামরী প্রাণায়াম আসলে মনকে শান্ত রাখতে সাহায্য করে। শব্দের কম্পন স্নায়ুর উত্তেজনা প্রশমন করে। রাগ, দুশ্চিন্তা ও অনিদ্রা দূর হয় এবং রক্তচাপও নিয়ন্ত্রণে থাকে। শরীরের কোষকলাকে পুনরুজ্জীবিত করতে ভ্রামরী প্রাণায়ামের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

কী ভাবে করবেন? আরামদায়ক ভাবে পদ্মাসন বা সিদ্ধাসনে বসুন। হাত দু'টিকে চিন বা জ্ঞান মুদ্রায় (বুড়ো আঙুল ও তর্জনী জুড়ে হাতের তালুকে আকাশের দিকে রাখা হল জ্ঞান মুদ্রা, ওই ভাবেই নীচের দিকে রাখলে তা হল চিন মুদ্রা) দুই হাঁটুর উপর রাখুন। সোজা হয়ে বসে চোখ বন্ধ করে আরামদায়ক অবস্থায় রাখুন পুরো শরীরকে। এই প্রাণায়ামের সময় দুই ঠোঁট জোড়া অবস্থায় রাখলেও মুখের ভিতর দাঁতের দুই পাটির মাঝে সামান্য ফাঁক রাখতে হবে। এ বার ধীরে ধীরে দুই হাতের কনুই ভাঁজ করে তাদের দুই কানের কানের গহ্বরের কাছে নিয়ে যান। এ বার তর্জনী ও মধ্যমা দিয়ে কানের গহ্বর বন্ধ করে দিন বা কর্ণগহ্বরের পাশের টুপির মতো মাংসল অংশ চেপে কান বন্ধ ধরুন। তবে কোনও ভাবেই কানের ভিতরে কোনও আঙুল প্রবেশ করানো যাবে না। ২) অনুলোম-বিলোম

অনুলোমের ক্ষেত্রে এক দিকের নাক বন্ধ থাকবে। প্রথমে ডান দিকের নাকের ছিদ্র চেপে ধরে, বাঁ দিক দিয়ে শ্বাস নেওয়া ও ছাড়ার কাজ করতে হবে। পরে বাঁ দিকের নাকের ছিদ্র চেপে ধরে, ডান দিক দিয়ে শ্বাস গ্রহণ ও বর্জনের অভ্যাস করতে হবে। এই প্রাণায়ামে শ্বাস নেওয়া ও ছাড়ার প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হবে হবে তিন ধাপে। প্রথমে কিছুটা শ্বাস নিয়ে দু' সেকেণ্ড থেমে ফের শ্বাস নিতে হবে, তার পর আবার দু'সেকেণ্ড থেমে পুরো শ্বাস গ্রহণ করতে হবে। শ্বাস ছাড়ার সময়ও বজায় রাখতে হবে এই নিয়ম। বিলোমের বেলায় দুই নাক দিয়েই একই সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই শ্বাস নেওয়া প্রয়োজন। তবে অনুলোমের মতোই তা হবে তিন ধাপে। অর্থাৎ প্রথমে কিছুটা শ্বাস নিয়ে দু'সেকেন্ড থামতে হবে। আবার শ্বাস নিতে হবে। ফের দু'সেকেন্ড থেমে শেষ ধাপে পুরো শ্বাস নিতে হবে। ছাড়তেও হবে একই পদ্ধতিতে থেমে থেমে তিন ধাপে। ৩) কপালভাতি- আরামদায়ক কোনও একটি আসনের ভঙ্গিতে বসুন, তা পদ্মাসন, বজ্রাসন বা সুখাসনও হতে পারে। মাথা ও মেরুদণ্ড সোজা রাখুন। দুই হাতকে জ্ঞান বা চিন মুদ্রার ভঙ্গিতে (বুড়ো আঙুল ও তর্জনী জুড়ে হাতের তালুকে আকাশের দিকে রাখা হল জ্ঞান মুদ্রা, ওই ভাবেই নীচের দিকে রাখলে তা চিন) রাখুন। চোখ বন্ধ করে আরামদায়ক অবস্থায় রাখুন গোটা শরীর। স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে শ্বাস নিন। শ্বাস ছাড়ার সময় পেটের পেশির উপর চাপ দিতে হবে। দ্রুত শ্বাস নিতে ও ছাড়তে হয়। এই ভাবে বার দশেক দ্রুত লয়ে এই পদ্ধতি অভ্যাসের পর মিনিট দুই স্বাভাবিক লয়ে শ্বাস নেওয়া ও ছাড়ার কাজ সারুন। সবে সবে শুরু করলে প্রতি দশ বারে একটি সেট করুন। পাঁচটি সেটে সম্পূর্ণ হয় এই প্রাণায়ামের অভ্যাস।

ড্রাগন ফলের পুষ্টিগুণ

বিদেশি এ ফলটি হয়ে উঠেছে আমাদের একটি অন্যতম জনপ্রিয় ফল। এ দেশেও প্রচুর পরিমাণে চাষ হচ্ছে। ড্রাগন ফল সাধারণত চিন বা পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে আগত। এই ট্রপিকাল ফলটি তার অনন্য বাহ্যিক গঠন, সুমিষ্ট স্বাদ এবং টেক্সচারের জন্য জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আজ জানাব ড্রাগন ফলের সুপার ফুড হয়ে ওঠার কারণ।

ড্রাগন ফল সুমিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও এতে রয়েছে লো সুগার। ১০০ গ্রাম ড্রাগন থেকে গড়ে মাত্র ৯ গ্রাম সুগার পেয়ে থাকি। এর কোলেস্টেরলের পরিমাণ কম জা আমাদের হার্ট হেল্থের জন্যও উপকারী। ড্রাগন ফলে সোডিয়ামের পরিমাণও বেশ কম হওয়ায় একে লো-সোডিয়াম ডায়েটেও অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। এতে রয়েছে প্রচুর ভিটামিন সি, আমাদের দৈনন্দিন চাহিদার অনেকটা আমরা পূরণ করতে পারি প্রতিদিন একটি ড্রাগন ফল খাওয়ার মাধ্যমে। এতে ম্যাগনেশিয়ামের পরিমাণও অনেক বেশি, এছাড়াও রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফলেট। ড্রাগন ফল বেশ কয়েকটি রঙের হয়ে থাকে, আমাদের দেশে সাধারণত গোলাপি বা বেগুনি রং, লাল রঙের পাশাপাশি সাদা রঙের ড্রাগন ফল বেশি দেখা যায়। এছাড়াও হলুদ রঙের ড্রাগন ফল অন্যান্য দেশে সচরাচর দেখা যায়। ড্রাগন ফলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি ও এন্টি-অক্সিডেন্ট রয়েছে- যা আমাদের বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার প্রতিরোধে সহায়তা করে। সুগারের পরিমাণ কম থাকায় ডায়াবেটিস রোগীরা মাঝারি সাইজের ড্রাগন ফল দৈনিক একটি করে বা বড় সাইজের ড্রাগন ফল অর্ধেকটি দৈনিক মূল খাবারের পর খেতে পারেন- যা রোগীর সুগার লেভেলকে অ্যাফেক্ট করবে না। আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতেও ড্রাগন ফল বড় ভূমিকা পালন করতে পারে। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অলিগো স্যাকারাইডস- যা আমাদের শরীরের গুড ব্যাক্টেরিয়াল ফ্লোরাকে উজ্জীবিত রাখে যার ফলে এটি আমাদের হজম শক্তির বৃদ্ধির জন্য সহায়ক হয়ে ওঠে। আমরা সবাই এজিং প্রোসেস নিয়ে চিন্তিত থাকি,

এই ড্রাগন ফলের এন্টি অক্সিডেন্টস ও ভিটামিন সি আমাদের স্কিনের রিংকেলস, পিগমেন্টেশন, ডিসকালারেশন দূর করতে সহায়তা করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে খাওয়ার পাশাপাশি কিছুটা ড্রাগন ফলের পেস্ট ডিরেক্ট স্কিনে ব্যবহার করতে পারি, তাতে আরও বেশি উপকারিতা পাওয়া যেতে পারে ড্রাই স্কিন ও স্কিন পিগমেন্টেশন থেকে নিরাময় পেতে। দুধের সঙ্গে ড্রাগন ফল দিয়ে স্মুদি তৈরি করে খুব সহজেই একটি হাই ক্যালসিয়াম ফুড দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় রাখতে পারি- যা হাড়ের গঠনের জন্য উপকারী। যাদের চোখে ছানি আছে বা যাদের চোখের পাওয়ার কমে গেছে তাদের ক্ষেত্রে চোখের ছানি ও দৃষ্টি শক্তি প্রখর করার জন্যও এটি উপকারী। ড্রাগন ফল ছানি পড়া ও এর ম্যাচুরিটি প্রোসেসকে স্লো ডাউন করতে পারে। প্রেগনেন্সি বা নার্সিং মা'দের জন্যও এর উপকারিতা অনেক। এর ভিটামিন বি, ভিটামিন সি, আয়রন- যা প্রেগনেন্সিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে কারও কারও ড্রাগন ফলে অ্যালার্জি হতে পারে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতে কমলালেবুর জুড়ি মেলা ভার

. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতে কমলালেবুর জুড়ি মেলা ভার। তবে কমলালেবুর খোসার গুণও নেহাত কম নয়। কমলালেবুর খোসায় রয়েছে নানা ধরনের ভিটামিন এবং অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট, যা ত্বকের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা নিয়ন্ত্রণে রাখে। তা ছাড়া অক্সিডেটিভ স্ট্রেস থেকে ত্বকে যে ধরনের ক্ষতি হতে পারে, তা-ও রুখে দিতে পারে এই উপাদান। বয়ঃসন্ধিতে ব্রণের সমস্যায় ভোগেন অনেকেই। ঘরোয়া নিম, হলুদের প্যাকেও যদি সমস্যা দূর না হয়, সে ক্ষেত্রে কমলালেবুর খোসা কিন্তু দারুণ বিকল্প হতে পারে। আর কোন কোন উপকারে লাগে এই কমলালেবুর খোসা?

১) ব্রণ দূর করে

কমলালেবুর খোসায় এমন একটি উপাদান রয়েছে, যা ব্রণ সৃষ্টিকারী ব্যাক্টেরিয়াগুলিকে বিনাশ করে। তা ছাড়া, মুখে সেবামের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করতেও সাহায্য করে কমলালেবুর খোসা।

২) ত্বকের জেল্লা বাড়িয়ে তোলে

ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখতেও সাহায্য করে কমলালেবুর খোসা। কমলালেবুর খোসার মধ্যে যে ধরনের অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট রয়েছে, তা ত্বকের হারানো জেল্লা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে।

৩) উন্মুক্ত রন্ধ্র পরিষ্কার করে

ত্বকের মধ্যে থাকা গ্রন্থি থেকে তেল বা সেবাম বেরিয়ে মুখের ছোট ছোট ছিদ্রগুলি বুজিয়ে দেয়। সেখান থেকে মুখে সংক্রমণ বাড়তে পারে।

কমলালেবুর খোসায় যে ধরনের অ্যাসিড রয়েছে, তা এই ছিদ্র বা পোর্সগুলি পরিষ্কার করতে সাহায্য করে। ৪) দাগছোপ নিরাময়ে

ব্রণ সেরে যাওয়ার পর ত্বকে অনেক সময়েই ব্রণের দাগ থেকে যায়। এই ধরনের দাগ নিরাময়ে সাহায্য করে কমলালেবুর খোসা। ত্বকের হারানো জেল্লা ফিরে পেতেও সাহায্য করে এই উপাদান।

৫) ত্বক টান টান করে

কমলালেবুর খোসায় রয়েছে সাইট্রিক অ্যাসিড। যা ফ্রি র্যাডিক্যালের হাত থেকে ত্বককে রক্ষা করে। ফলে ত্বক সহজে বুড়িয়ে যায় না। অল্প বয়সে বলিরেখা পড়ার ভয়ও থাকে না।

রহস্যময় অভিশঙ্কা

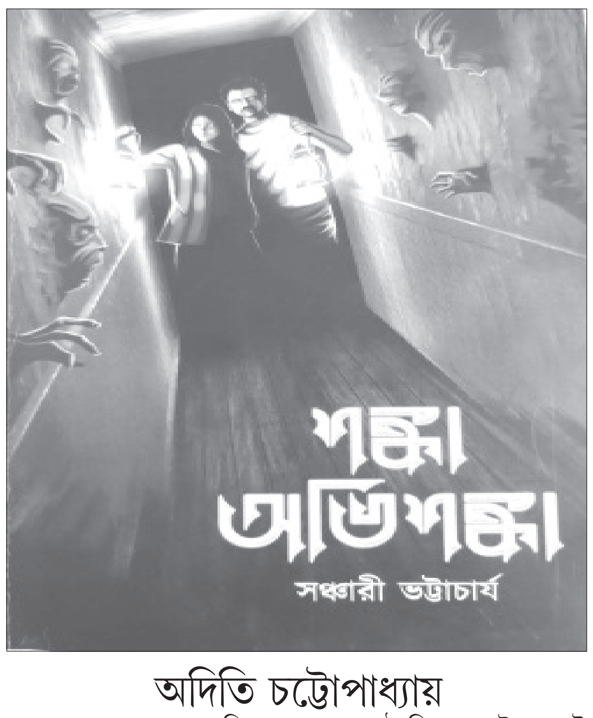

অদিতি চট্টোপাধ্যায়

মানুষের মনের বিভিন্ন সত্তা। কখনও সে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো সুমতি ও কুমতি রূপে মানবমনে যত্রতত্র বিচরণ করে। শঙ্কা এক অতি পরিচিত শব্দ, যেমন কোনকিছু খারাপ ঘটবার আগেই তা সেই ব্যক্তিকে জানান দেয়। সদ্য লেখিকা সঞ্চারী ভট্টাচার্যের 'শঙ্কা অভিশঙ্কা' বইটি সমাপ্ত করলাম। লেখিকা তাঁর বইয়ের 'আদিমতৃষ্ণা' অধ্যায়ে দেখিয়েছেন, 'আমার মা নাকি কালা জাদু করতেন। তাই কলোনির সকলে এই মারনরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছিলেন। মা রোগের চেয়েও মারা গেছিলেন মরমে। নিজেকে শেষ হতে দেখেও হাসপাতালের চৌকাঠে গিয়ে দাঁড়াননি। পাছে তাঁকে ডাইনী অপবাদে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। শরীরের সব রক্তগুলো ফুটতে শুরু করেছিল আমার। ধ্বনিত হয়েছিল একরাশ ঘৃণা, বিতৃষ্ণা কিন্তু মুখ খুলতে পারিনি। সেই মারণ রোগ মায়ের শরীর ছেড়ে প্রবেশ করল বাবার দেহে। আমি তখনও নির্বাক। একজন ডাইনীর সন্তানের নাকি মুখ খোলা নিষিদ্ধ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই মৃত্যু যন্ত্রণাকে উপভোগ করতে শুরু করলাম। মৃত্যুর তালে তালে পাগুলো থামতেই চাইছিল না। সেই উদ্দাম নাচ। আহা নিজের অজান্তেই একে একে সব হারানোর যন্ত্রণা। কোনোওদিন উপভোগ করেছেন কেউও? জানি সে যন্ত্রণার আবেগকে ধরে রাখার ক্ষমতা আপনাদের কুক্ষিগত হৃদয়গুলির নেই। ওরা স্পন্দিত হওয়ায় থামিয়ে দিয়েছি। আমিও চেয়েছি স্পন্দনটা বন্ধ করে দিতে। কিন্তু নিয়তির অভিলাষ আলাদা, সে যা চায় তা আমরা চাই না। যা পাই বা পেতে চাই, সেটি তার ইচ্ছা বিরুদ্ধ।' 'দার্জিলিং-এর সেই রাত' অধ্যায়ে লেখিকা দেখিয়েছেন, 'why are you saying the same thing again and again - what is the problem with the cottage'---- "সমস্যাটা কোথায় ঠিক বলুন তো! এখানে যাওয়া নিষেধ, ওখানে যাওয়া নিষেধ। কথা শুনে মনে হয় যেন এটা কোনও কটেজ নয় অশীরীর বাসগৃহ। নিভা বলে ওঠে। নিভার কথাটা শুনতেই মিথিলের মুখ পানশে হয়ে যায়। যেন একনিমিষে ভাষাটাই বদলে গেল। একটা কঠোর সত্যি কথা যেন বলে ফেলা হয়েছে ওর সামনে। মুখটায় আলতো হাসি এনে মিথিল বিষয়টাকে সেদিনের জন্য এড়িয়ে গেলেও নিভার চোখকে বিষয়টা ফাঁকি দিতে পারল না।' এছাড়াও বইটির 'প্রেতকাকিনী', 'নেলবা', 'নিশীথভামিনী' অধ্যায়গুলি পাঠকমহলের কাছে বিশেষভাবে সমাদৃত। আলোকময় প্রচ্ছদ বিশিষ্ট 'সিমিকা পাবলিশার্স'- এর অন্তর্গত বইটির **মূল্য ৩৫০ টাকা।**

রতন দাসের'র তিনটি কবিতা

বন্যার অভিশাপ

কল কলে বয়ে চলা,
ছোট এক নদী
প্লাবিত করে সব, বর্ষা হয় যদি।
বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে ঝরে,
শ্রাবণ ধারা,
জলমগ্ন করে সব,
আছে যত পাড়া।

শহর গ্রামে লেগে থাকে,
ছোটাছোটি ধুম,
কেঁপে উঠে কলিজা,
কেঁপে উঠে রোম।
নেই উল্লাস, মানুষ জীবন্ত লাশ,
ভুলে যায় ক্ষিদে কি?
নেয় শুধু শ্বাস।

কেউ গাছে, কেউ ঘরের চালে,
জীবন যেন দাঁড়িয়ে,
চিকন বৃক্ষডালে।
বাঁচার ইচ্ছে প্রবল,
ছোতে চায় পাহাড়ের চূড়ে,
সীমাহীন হাহাকার
সারাদেশ জুড়ে।

তাগিদ শুধু বাঁচিবার,
খেয়ে হোক জল,
এ দৃশ্য যেন মানুষেরই
কৃতকর্ম ফল।
লড়ে যায় লড়াই,
কে আপন কে বা পর,
মাগিছে ঈশ্বরে বাঁচিবার বর।

কে জানে, কী হবে কাল?
মরিবে নাকি কেটে যাবে ঢাল।
ঈশ্বর-অল্লাহ-তে
আর নেই কোনো ভেদ,
কে হিন্দু, কে মুসলিম
ভুলে যায় জেদ।

এক-ই স্থানে, এক-ই সাথে
করে যায় ভোজ,
জাতি ধর্ম ডাস্টবিনে,
থাকে নাকো খোঁজ।
মাঝে মাঝে আসে যায়
সহায়তার দল,
চাল-ডাল-হলুদ-মরিচ,
সাথে কিছু ফল।
ঘুরে ঘুরে তেপান্তরে,
করে যায় দান
দিয়ে যায় পেট পুঁজি,
ভুলে যায় মান।

ধনী-দরিদ্র কেউ বাঁচেনি,
সবাই তার কবলে
থাকুক পাকাঘর-বাড়ি-দালাল
কিংবা জঙ্গলে।
সকলেরই আজ গাছ তলায় ঠাঁই
চলিতেছে ঋণের
পরিশোধ পাই-পাই।

ডেকে যায় চিৎকারে
ঈশ্বর, ও ঈশ্বর
করিয়াছি যত পাপ
বৎসর বৎসর।
করো ক্ষমা, দাও প্রাশ্চিত্তের
একটা সুযোগ
নিয়ে যাও জলরাশি,
শান্ত করো বুক।
ক্ষমায় রাখো অপরাধ,
করে দাও মাপ
বৃষ্টি রুপী বন্যা, মহা অভিশাপ।

কৃষকের দুঃখ

আকাশ মেঘে ভরা, হবে বৃষ্টি
কি দারুণ! ঈশ্বরের সৃষ্টি,
মেলবে পাতা,ফলবে ফল,
গাছেদের জুটজুবে, অন্ন জল ।
মেঘ দেখে আকাশে
লোকের হাহাকার,
দুঃ খের কিনা সুখের,
এটা বলা ভার,
কেউ চায়, ক্ষতি কি?
হলে হোক,
ভারী মেঘে কৃষকের
মাটিতেই লেগে যায় বুক ।
কারণ, তারা বুনেছে স্বপ্ন,
রক্ত দিয়ে, এই মাটিতে,
আমাদের কি?
পাচ্ছিতো রেডিমেট,
কিংবা নগদ, নয় বাকিতে ।
তারা জানে, তাদের
স্বপ্ন বৃহৎ নয়, অল্প স্বল্প,
যাহা তাদের পূরণ করতে,
কেটে যায় কত কোটি কল্প,
ভাঙ্গে কত স্বপ্ন,
জাগে কত আশা,
বোঝা বড়ই কঠিন,
তাদের বুকের ভাষা ।
গ্রীস্মেতে রোদ নয়,
বৃষ্টি প্রয়োজন,
শরৎকালে কুয়াশা ভরা,
মেঘের আয়োজন,
শীতে চাই, তীব্র প্রখর উত্তাপ,
ঘোচায় যাতে, ।
মনের সব সুখতাপ, ।
যাতে ওরা বুনতে পারে,
পাকা ধান,
যাতে করে ঘুচাবে,
মনের সব মান অভিমান,
যাতে স্বপ্ন ফলবে,
লাঙ্গলের ফলে,
যাতে কোনো চাষা
ভিজবে না,অশ্রু জলে,
আবহাওয়া টা এমন চাই,
লাঙ্গলের হালের বোঝার,
যেন সুদ হয় পাই পাই ।

বিদ্যাসাগরের আত্মীয়

সন্ধ্যে বেলা বসে আমি
তাকাই যখন ঘরে,
হঠাৎ একটা বাদর এসে
কী যা ই কী করে।
এই অবস্থায় আমি কী আর
থাকতে পারি বসে,
ছোটে গিয়ে তাড়া করতেই
চর বসালো কষে।
আমি খুবই রাগী মানুষ
ছাড়বো কী ভাই তারে,
দেখি আজ বাদরটাকে
কে বাঁচাতে পারে।
চাবুক একখান নিয়ে নিলুম
নেবো প্রতিশোধ,
তবেই যদি শান্ত হয়
আমার মনের ক্রোধ।
একটু একটু এগিয়ে আমি
তাকাই বাঁদরে,
ক্রন্দনরত বাদর বলে
আমায় মেরো না বেতপ্রহারে।
এমনিতে আমার মনে আবার
মায়া ভরা পাহাড়,
তাইতো তাকে ক্ষমা করতে
দেরি হয়নি-য়ার।
বিদ্যাসাগর দয়ার সাগর
এইবলে সে খ্যাত,
আমিও চাই মায়ার
পাহাড় নিয়ে
হতে বিখ্যাত।
যদিও ঈশ্বর বিদ্যাসাগর
আত্মীয় আমাদেরই,
তাইতো লোকের
চিনতে আমায়
হয়না কভু দেরি।
সবাই বলে গঠন-গাঠন
ঈশ্বরে প্রায় মিলে,
এমন কথা শুনতে পেলেই
হাসি ফোটে দিলে।
পড়াশুনা তেমন হয়নি
সাক্ষ্যরতা পাশ,
তানাহলে আমার
হাতেই হতো
স্বরবর্ণ প্রকাশ।

বৃহস্পতিবার আগরতলায় এসইসিআইয়ের উদ্যোগে এক জনস্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান চালানো হয়।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ঐতিহাসিক ক্রোয়েশিয়া সফর: দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ও কৌশলগত অংশীদারত্বে নতুন মাত্রা

জাগরেব, ১৮ জুন : ক্রোয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আন্দ্রেজ প্লেনকোভিচের আমন্ত্রণে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১৮ জুন ক্রোয়েশিয়ায় এক সরকারি সফরে যান। এটি ভারতের কোনো প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ক্রোয়েশিয়ায় প্রথম সরকারি সফর, যা দুই দেশের উচ্চপর্যায়ের বিনিময় ও দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে এক নতুন গতিতে এগিয়ে নেয়।

সফরকালে প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং প্রধানমন্ত্রী প্লেনকোভিচের মধ্যে একটি বিস্তৃত ও ফলপ্রসূ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার, ভারত-ইইউ কৌশলগত অংশীদারিত্ব এবং বহুস্তরীয় আন্তর্জাতিক সহযোগিতা নিয়ে বিস্তারিত মতবিনিময় হয়। উভয় নেতা গণতন্ত্র, আইনের শাসন, বহুত্ববাদ ও সমতার মতো অভিন্ন মূল্যবোধের ভিত্তিতে দুই দেশের সুদৃঢ় ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর সফর দ্বিপাক্ষিক অংশীদারিত্বে নতুন গতি নিয়ে এসেছে, বিশেষ করে পর্যটন, বাণিজ্য ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে দুই দেশের অর্থনীতির পরিপূরকতা তুলে ধরে। উভয় নেতা কৃষি ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে সহযোগিতার কর্মসূচি, সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচি এবং জাগরেব বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দি চেয়ার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চুক্তি ও সমঝোতা স্মারকের স্বাক্ষরকে স্বাগত জানান।

নেতৃদ্বয় ইন্ডিয়া-মিডল ইস্ট-ইউরোপ ইকনমিক করিডোর উদ্যোগসহ সংযোগ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করেন। দুই দেশের সমৃদ্ধ সামুদ্রিক ঐতিহ্যকে কাজে লাগিয়ে বন্দর ও নৌ পরিবহন খাতে সহযোগিতা সম্প্রসারণে সম্মত হন। ক্রোয়েশিয়াকে মধ্য ইউরোপের জন্য একটি ভূমধ্যসাগরীয় গেটওয়ে হিসেবে গড়ে তোলার সম্ভাবনা অন্বেষণের কথাও উঠে আসে।

সামুদ্রিক নিরাপত্তা ও আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষায় জাতিসংঘ সমুদ্র আইন প্রতিফলিত আন্তর্জাতিক আইন, সার্বভৌমত্ব, আঞ্চলিক অখণ্ডতা এবং নৌ চলাচলের স্বাধীনতার প্রতি পূর্ণ সম্মান পুনর্ব্যক্ত করেন উভয় নেতা।

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে দুই দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও গবেষণা কেন্দ্রের মধ্যে যৌথ গবেষণা এবং উদ্ভাবনী বিনিময় বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। তরুণ গবেষকদের বিনিময় ও দীর্ঘমেয়াদি গবেষণা সহযোগিতার কথা বলা হয়।

২০২৩ সালের প্রতিরক্ষা সহযোগিতা সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারকের প্রসঙ্গ তুলে দুই নেতা প্রতিরক্ষা সম্পর্ক আরও গভীর করার বিষয়ে একমত হন। দুই দেশের প্রতিরক্ষা শিল্পের মধ্যে সহযোগিতা ও নিয়মিত বিনিময়ের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। ডিজিটাল প্রযুক্তি খাতে, বিশেষ করে হেলথ-টেক, এগ্রি-টেক, ক্লিন-টেক, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, মেশিন লার্নিং ও সাইবার নিরাপত্তায় স্টার্টআপ ও ইনকিউবেশন সেন্টারগুলোর মধ্যে যৌথ অংশীদারিত্বের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়। 'ইন্ডিয়া-ক্রোয়েশিয়া স্টার্টআপ ব্রিজ' জোরদারে উভয় নেতা সম্মত হন।

২০২৬-২০৩০ সালের সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচিকে আরও গভীর করতে উভয় দেশ সম্মত হয়। জনগণ পর্যায়ে সম্পর্ক মজবুত করতে সংস্কৃতিকে একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। উদ্যম ও কর্মী বিনিময়ের মাধ্যমে বিভিন্ন খাতে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি শ্রমগত গতিশীলতা বিষয়ক সমঝোতা স্মারক দ্রুত সম্পাদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২২ এপ্রিল জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার ঘটনার পর ক্রোয়েশিয়ার সমর্থনের জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদী কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। দুই পক্ষই সকল প্রকার সন্ত্রাসবাদ ও উগ্রপন্থার বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতির প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবার কথা জানান। সন্ত্রাসের পৃষ্ঠপোষকদের জবাবদিহি, সন্ত্রাসী অর্থায়নের নেটওয়ার্ক বন্ধ এবং জাতিসংঘ ও এফএটিএফ-এর মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণে একমত হন তারা।

আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক বিষয়, যেমন ইউক্রেন যুদ্ধ এবং মধ্যপ্রাচ্যের নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে দুই নেতা মতবিনিময় করেন। তারা আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসংঘ সনদের ভিত্তিতে ইউক্রেনে একটি ন্যায়সঙ্গত ও স্থায়ী শান্তির সমর্থনে একমত হন। ইসরায়েল-ইরান উত্তেজনার নিরসনে তারা শান্তি ও সংযমের আহ্বান জানান। উভয় নেতাই একটি মুক্ত, শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল গঠনের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন। জাতিসংঘ ব্যবস্থায় সংস্কারের জরুরি প্রয়োজনে একমত হয়ে, নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী ও অস্থায়ী সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করে তা বর্তমান ভূরাজনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করার আহ্বান জানান।

ভারত-ইইউ কৌশলগত অংশীদারিত্বের নতুন গতিকে স্বাগত জানিয়ে দুই নেতা ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউরোপীয় কমিশনের ঐতিহাসিক ভারত সফরের সময় ঘোষিত চুক্তির ভিত্তিতে ভারত-ইইউ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি দ্রুত সম্পাদনের গুরুত্ব তুলে ধরেন। ক্রোয়েশিয়ার উষ্ণ আতিথেয়তার জন্য ভারতীয় প্রতিনিধি দল কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। সফরের ফলাফলে দুই প্রধানমন্ত্রী সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং ভারত-ক্রোয়েশিয়া অংশীদারিত্বকে আরও সম্প্রসারিত করার দৃঢ় প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন।

"গত ১১ বছরে প্রতিটি ভারতীয় ঘরে প্রযুক্তির প্রবেশ ঘটেছে" বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং

নয়াদিল্লি, ১৯ জুন : "অপারেশন সিঁদুর" ভারতের বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষতার এবং বিগত এক দশকে গঠিত সক্ষমতার জীবন্ত প্রমাণ যা আমাদের ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলার বিরুদ্ধে দক্ষতার সঙ্গে মোকাবিলা করতে সক্ষম করেছে। আজ নয়া দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ইকনমিক টাইমস এডুকেশন সামিট ২০২৫-এ এই মন্তব্য করেন কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ভূবিজ্ঞান এবং মহাকাশ ও পরমাণু শক্তি মন্ত্রকের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং।

তিনি বলেন, "২০১৪ থেকে গত ১১ বছরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতের বিজ্ঞানমনস্কতা ও প্রযুক্তিগত ব্যবস্থায় বিপ্লব এসেছে। প্রযুক্তি আজ প্রতিটি ভারতীয় পরিবারের জীবনকে ছুঁয়ে গেছে।"

মন্ত্রী জানান, দেশের মেধার কোনো অভাব ছিল না, অভাব ছিল একটি সহযোগী পরিবেশের যা প্রধানমন্ত্রী মোদীর গতিশীল নেতৃত্বে তৈরি হয়েছে। তিনি বলেন, "মোদীজির ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ যেমন মহাকাশ ও পারমাণবিক ক্ষেত্রকে বেসরকারি খাতে খুলে দেওয়া একাধিক ক্ষেত্রে বহুগুণ প্রভাব ফেলেছে। কৃষি, শিক্ষা, প্রতিরক্ষা, ভূমি রেকর্ড, দুর্যোগ প্রস্তুতি এবং ই-গভর্ন্যান্সে এর ফল ইতিমধ্যেই পরিলক্ষিত।"

তিনি আরও বলেন, "আজ ভারতের তরুণ প্রজন্ম বিজ্ঞান ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। এটি "ইজ অফ লিভিং " এবং "ইজ অফ ডুয়িং রিসার্চ" -এর এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ।"

মন্ত্রী উল্লেখ করেন, আগামী দিনে ভারত যে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি হয়ে উঠবে এবং তার অগ্রযাত্রা মহাকাশ, সমুদ্রবিজ্ঞান ও বায়োটেকনোলজি-র মাধ্যমেই সম্ভব হবে।

ডঃ জিতেন্দ্র সিং সম্প্রতি চালু হওয়া বিআইও-ই৩ নীতি-র কথাও তুলে ধরেন, যা অর্থনীতি, কর্মসংস্থান ও পরিবেশকে কেন্দ্র করে একটি বায়ো-রেভলিউশনের সূচনা করছে।

স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ভারতের নেতৃত্বের কথা বলতে গিয়ে তিনি জানান, "বিশ্বের প্রথম ডিএনএ-ভিত্তিক কোভিড ভ্যাকসিন তৈরি এবং বিশ্বের বৃহত্তম টিকাকরণ অভিযান ভারতের মাইলফলক।"

মন্ত্রী বলেন, "যদিও আমরা দেরিতে শুরু করেছিলাম, চন্দ্রযান-৩-এর মাধ্যমে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছানো প্রথম দেশ ভারত।" তিনি জানান, আসন্ন অ্যাক্সিয়ম-৪ মহাকাশ মিশন-এ গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে যাচ্ছেন, যেখানে তিনি মিশন পাইলটের দায়িত্বে থাকবেন।

এই মিশনে ইসরো ও বায়োটেকনোলজি দপ্তরের যৌথভাবে তৈরি করা জিরো গ্র্যাভিটি উপযোগী বায়োটেক কিট ব্যবহার করা হবে, যা ভবিষ্যতের দীর্ঘমেয়াদি মানব মহাকাশ যাত্রার ভিত্তিপ্রস্তর।

মন্ত্রী জানান, ভারতের বর্তমান মহাকাশ অর্থনীতি ৮ বিলিয়ন থেকে দ্রুত বেড়ে ৪৪ বিলিয়নে পৌঁছাবে। ২০১৪ সালে যেখানে স্পেস স্টার্টআপ ছিল একক অঙ্কে, এখন তার সংখ্যা ৩০০-র বেশি, যার অনেকগুলিই বিশ্বজুড়ে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম।

ইন্টারন্যাশনাল ডে অব যোগা ২০২৫ উপলক্ষে কুতুব মিনার প্রাঙ্গণে যোগা অনুষ্ঠান আয়োজন করবে ইন্ডিয়াট্যুরিজম দিল্লি

নয়াদিল্লি, ১৯ জুন : আন্তর্জাতিক যোগা দিবস ২০২৫ উপলক্ষে ভারতের প্রাচীন সুস্থতা ঐতিহ্য এবং বৈশ্বিক কল্যাণের প্রতি প্রতিশ্রুতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ইন্ডিয়াট্যুরিজম দিল্লি, পর্যটন মন্ত্রকের অধীনে, ২১ জুন ২০২৫ তারিখে এক বিশেষ যোগা সেশনের আয়োজন করতে চলেছে। এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হবে ঐতিহাসিক কুতুব মিনার কমপ্লেক্সের সূর্যঘড়ি লনে, সকাল ৬টা থেকে ৮টা পর্যন্ত। এবছরের আন্তর্জাতিক থিম, "এক পৃথিবী, এক স্বাস্থ্য-এর জন্য যোগা", মানবিক সুস্থতা ও পরিবেশগত ভারসাম্যের মধ্যে গভীর সম্পর্ককে তুলে ধরার এক তাৎপর্যপূর্ণ প্রয়াস। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, যার মধ্যে রয়েছেন মাননীয় বিধায়ক শ্রী গজেন্দ্র সিং যাদব, দক্ষিণ দিল্লির জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী লক্ষয় সিংহল (আইএএস), শ্রীলঙ্কা দূতাবাসের ডেপুটি হাই কমিশনার মিস প্রিয়াঙ্গা উইক্রামাসিংহে এবং মন্ত্রী উপদেষ্টা মিস ওয়াথসালা থ্দ্বথ্ন্থন্থদ্রত্ত্ব-সহ মালয়েশিয়া থেকে আগত বিশেষ অতিথিবৃন্দ। এই যোগা সেশন পরিচালনা করবেন খ্যাতনামা যোগ গুরু শ্রী গোপাল ঋষি ও তাঁর প্রশিক্ষক দল, যারা অংশগ্রহণকারীদের দেহ, মন ও আত্মার সামঞ্জস্য বজায় রাখতে সহায়ক একটি পূর্ণাঙ্গ যোগ অনুশীলনের মাধ্যমে পরিচালিত করবেন।

এই বিশেষ আয়োজনে অংশ নেবে ৪০০-রও বেশি মানুষ, যার মধ্যে থাকবেন ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ ট্যুর অপারেটরস, অ্যাসোসিয়েশন অফ ডোমেস্টিক ট্যুর অপারেটরস অফ ইন্ডিয়া, ট্রাভেল এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া-এর সদস্যরা, আঞ্চলিক পর্যায়ের ট্যুর গাইড, যুবা ট্যুরিজম ক্লাবের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকবৃন্দ, হোটেল ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা, ভারতের প্রত্নতত্ত্ব সর্বেক্ষণ ও পর্যটন মন্ত্রকের আধিকারিকরা, এবং স্থানীয় নাগরিকরা।

ঐতিহাসিক স্থানে যোগা চর্চা এই অনুষ্ঠানকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলবে, যা ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো ছাড়াও বিশ্বে ভারতের নেতৃত্বকে তুলে ধরবে একটি সুস্থ,

২০ ও ২১ জুন বিহার, ওড়িশা ও অন্ধ্রপ্রদেশ সফরে প্রধানমন্ত্রী, শিলান্যাস ও উদ্বোধন করবেন একাধিক উন্নয়ন প্রকল্প

নয়াদিল্লি, ১৯ জুন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ২০ ও ২১ জুন বিহার, ওড়িশা ও অন্ধ্রপ্রদেশ সফরে থাকবেন। এই সফরের শুরুতে তিনি ২০ জুন বিহারের সিওয়ান সফরে গিয়ে দুপুর ১২টায় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন। সিওয়ানে তিনি নতুন বৈশালী—দেওরিয়া রেলপথ প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন এবং এই রুটে নতুন ট্রেন পরিষেবা চালু করবেন। একইসঙ্গে পাটলিপুত্র থেকে গোরখপুর পর্যন্ত বন্দে ভারত এক্সপ্রেস চালু করবেন, যা মুজফরপুর ও বেতিয়া হয়ে চলবে। মরহৌড়া প্ল্যান্টে তৈরি অত্যাধুনিক ইঞ্জিন, যা গিনি প্রজাতন্ত্রে রপ্তানির জন্য নির্মিত, সেটিও তিনি পতাকা নেড়ে ছাড়বেনএই প্রথম এই কারখানা থেকে রপ্তানিযোগ্য লোকোমোটিভ তৈরি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নমামি গঙ্গে প্রকল্পের আওতায় ছয়টি সিউয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট -এর উদ্বোধন করবেন, যার মোট ব্যয় ১৮০০ কোটি টাকার বেশি। সেই সঙ্গে তিনি জল সরবরাহ, স্যানিটেশন ও এসটিপি প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন, যার মোট মূল্য ৩,০০০ কোটি টাকা। বিদ্যুৎ পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে ৫০০ মেগাওয়াট ঘন্টা ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যাটারি এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম -এরও শিলান্যাস করা হবে, যা মুজফরপুর, সিওয়ান, বেতিয়া-সহ ১৫টি সাবস্টেশনে বসানো হবে। প্রধানমন্ত্রী বিহারে পিএমএওয়াই-ইউ প্রকল্পের আওতায় ৫৩,৬০০ উপভোক্তাকে প্রথম কিস্তির অর্থ প্রদান করবেন এবং ৬,৬০০ সম্পূর্ণ ঘরের গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন।

পরবর্তীতে ২০ জুন সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রী ভুবনেশ্বর সফরে যাবেন, যেখানে তিনি ওড়িশা সরকারের এক বছরের সাফল্য উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত রাজ্যস্তরের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন। তিনি রাজ্যে মোট ১৮,৬০০ কোটি টাকার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে পানীয় জল, সেচ, কৃষি পরিকাঠামো, স্বাস্থ্য পরিকাঠামো, গ্রামীণ রাস্তা ও সেতু নির্মাণ, জাতীয় সড়ক এবং নতুন রেলপথ নির্মাণ। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তিনি বৌধ জেলায় প্রথমবারের মতো রেল সংযোগের সূচনা করবেন। এছাড়া, তিনি ১০০টি বৈদ্যুতিক বাস চালু করবেন যা রাজ্যের পরিবেশবান্ধব শহর পরিবহণ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করবে। প্রধানমন্ত্রী ওড়িশার জন্য 'ওড়িশা ভিশন ডকুমেন্ট' প্রকাশ করবেন, যা ২০৩৬ (ওড়িশার ১০০ বছর) ও ২০৪৭ (ভারতের স্বাধীনতার শতবর্ষ) কে কেন্দ্র করে ভবিষ্যত পরিকল্পনা তুলে ধরবে।একই সঙ্গে তিনি "বারপুত্র ঐতিহ্য গ্রাম যোজনা"-র উদ্বোধন করবেন, যা ওড়িশার বিশিষ্ট কৃতীদের জন্মস্থানকে ঐতিহ্য গ্রামে রূপান্তর করার লক্ষ্য নিয়ে তৈরি হয়েছে। এদিন প্রধানমন্ত্রী রাজ্যের ১৬.৫ লক্ষ 'লক্ষপতি দিদি'-র প্রতিনিধিত্বকারী কিছু মহিলাকে সংবর্ধিতও করবেন।

২১ জুন, আন্তর্জাতিক যোগা দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে জাতীয় উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব দেবেন। তিনি সমুদ্রতটবর্তী যোগা মঞ্চে প্রায় ৫ লক্ষ অংশগ্রহণকারীর সঙ্গে কমন যোগা প্রোটোকল সেশনে অংশ নেবেন। দেশের ৩.৫ লক্ষেরও বেশি স্থানে একযোগে যোগা সঙ্গম অনুষ্ঠিত হবে। এবছরের আন্তর্জাতিক যোগা দিবসের থিম "এক পৃথিবী, এক স্বাস্থ্যের জন্য যোগ", যা ব্যক্তি ও পরিবেশের সুস্থতার মধ্যে পারস্পরিক সংহতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। প্রধানমন্ত্রী ২০১৫ সাল থেকে নয়াদিল্লি, চণ্ডীগড়, লখনউ, মাইসুরু, শ্রীনগর ও নিউ ইয়র্ক (জাতিসংঘ সদর দপ্তর)-সহ বিভিন্ন শহরে এই দিবসের উদ্‌যাপনে নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন এবং এটি বর্তমানে এক বৈশ্বিক স্বাস্থ্য আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। এই বছর মাই গভ ও মাই ভারত-এর মাধ্যমে 'পরিবারের সাথে যোগ', 'যোগ আনপ্লাগড' প্রভৃতি প্রতিযোগিতার মাধ্যমে যুবসমাজ ও পরিবারের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা হয়েছে।এই সফরের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী দেশের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি, নারী ক্ষমতায়ন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং জনস্বাস্থ্য সচেতনতাএই সব ক্ষেত্রকে অগ্রাধিকার দিয়ে বিকসিত ভারতের পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

জোয়াই-রাটাচের্রা সড়ক প্রকল্পে দেরি: আগস্ট পর্যন্ত সময়সীমা বাড়াল মেঘালয় হাইকোর্ট

শিলং, ১৯ জুন মেঘালয়ের গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সড়ক-৬-এর জোয়াই-রাটাচের্রা সড়ক প্রকল্পের কাজ শেষ করার জন্য আগামী ১৮ আগস্ট, ২০২৫ পর্যন্ত সময় দিল মেঘালয় হাইকোর্ট। খারাপ আবহাওয়াকে বিলম্বের প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করে আদালত এই সময়সীমা নির্ধারণ করেছে।

প্রধান বিচারপতি আই.পি. মুখার্জি ও বিচারপতি ডব্লিউ. দিয়েংদোহের বেঞ্চে পিআইএল নং ১১/২০২২ মামলার শুনানিতে, জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে আইনজীবী শৌমেন সেনগুপ্ত প্রকল্পের সর্বশেষ অগ্রগতির রিপোর্ট পেশ করেন।

২০২৪ সালের মার্চ থেকে নির্মাণাধীন এই ১০২.২৫৫ কিমি দীর্ঘ প্রকল্পটি দুই ভাগে বিভক্ত। জোয়াই থেকে ওয়াহিয়াজার (৫১ কিমি) অংশে দায়িত্বপ্রাপ্ত পূর্বাঞ্চল বিল্ডটেক প্রা. লি. প্রায় ৭৫ শতাংশ কাজ শেষ করেছে, আর ওয়াহিয়াজার থেকে রাটাচের্রা (৫১.২৫৫ কিমি) অংশের দায়িত্বে থাকা ধর কনস্ট্রাকশন কোম্পানি প্রায় ৮০ শতাংশ কাজ সম্পন্ন করেছে। এই অগ্রগতি এপ্রিল ১৬ তারিখের তুলনায় খানিকটা উন্নত, যেখানে প্রথম ভাগে ৬৭ু এবং দ্বিতীয় ভাগে ৭৩ু কাজ সম্পন্ন হয়েছিল।

সেনগুপ্ত আদালতে বলেন, "খারাপ আবহাওয়ার কারণে কাজ প্রত্যাশিত গতিতে এগোয়নি" এবং কাজ শেষের জন্য আরও সময় চাওয়া হয়। আদালত তাদের পর্যবেক্ষণে বলেন, "বর্তমান আবহাওয়া পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে, জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে ১৮ আগস্ট, ২০২৫ পর্যন্ত সময় দেওয়া হলো রিপোর্ট জমা দেওয়ার জন্য।"

এই মামলা মূলত জনস্বার্থ মামলার ভিত্তিতে দায়ের করেছিলেন প্রয়াত কিঞ্জাইমন আমসে। বর্তমানে আদালতের নিযুক্ত অ্যামিকাস কিউরি হিসেবে অ্যাডভোকেট এস. পন্থি প্রকল্পের অগ্রগতি নজরে রাখছেন।

নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রকের উদ্যোগে 'জেন্ডার বাজেটিং' নিয়ে প্রথম জাতীয় পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত

নয়াদিল্লি, ১৯ জুন: "নারীতে বিনিয়োগ মানেই কেবল অর্থ বরাদ্দ নয়, বরং এটি একটি ন্যায়সংগত, ক্ষমতায়িত এবং 'বিকসিত ভারত'-এর রূপচিত্র নির্মাণ" এই বার্তা নিয়ে নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রক আজ বিজ্ঞান ভবন, নয়াদিল্লি-তে দেশের প্রথম জাতীয় জেন্ডার বাজেটিং পরামর্শ সভা-র আয়োজন করে।

এই ঐতিহাসিক পরামর্শ সভায় অংশ নেন ৪০টি কেন্দ্রীয় মন্ত্রক ও বিভাগ এবং ১৯টি রাজ্য থেকে আগত ঊর্ধতন আধিকারিকেরা, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ইউএন উইমেন, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এবং দেশের বিভিন্ন জাতীয় পর্যায়ের গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞরা।

এই উপলক্ষে কেন্দ্রীয় নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী সুশ্রী অন্নপূর্ণা দেবী 'জেন্ডার বাজেটিং নলেজ হাব' নামক একটি ডিজিটাল পোর্টালের উদ্বোধন করেন। এই পোর্টালটি দেশের কেন্দ্র ও রাজ্যের বিভিন্ন মন্ত্রক/বিভাগ এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের জন্য জেন্ডার বাজেটিং সংক্রান্ত তথ্যের একটি সমৃদ্ধ ডিজিটাল ভান্ডার হিসেবে কাজ করবে।

মন্ত্রী বলেন, "প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজীর দূরদর্শী নেতৃত্বে জেন্ডার বাজেটিং শুধুমাত্র একটি আর্থিক প্রক্রিয়া নয়, বরং এটি একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রশাসনের কৌশলগত হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। আজ নারীরা আর কেবলমাত্র উপভোক্তা নন, তাঁরা ভারতের বিকাশযাত্রার চালিকাশক্তি উদ্ভাবক, নেতা ও নির্মাতা।"

সুশ্রী দেবী আরও জানান, ২০০৫-০৬ সাল থেকে শুরু হওয়া এই উদ্যোগ বর্তমানে দেশের উন্নয়ন কৌশলের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে জেন্ডার বাজেট বরাদ্দ হয়েছে ৪.৪৯ লক্ষ কোটি টাকা, যা গত বছরের তুলনায় ৩৭ু বৃদ্ধি। তিনি বলেন, গত ১১ বছরে এই বরাদ্দ ৪.৫ গুণ বেড়েছে ২০১৪-১৫ সালে যেখানে বরাদ্দ ছিল ০.৯৮ লক্ষ কোটি টাকা, সেখানে ২০২৫-২৬ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪.৪৯ লক্ষ কোটিতে।

এই অনুষ্ঠানে "ভারতে জেন্ডার বাজেটিং-এর ২০ বছরের যাত্রা: সাফল্য ও চ্যালেঞ্জ" শীর্ষক আলোচনা হয়। মন্ত্রকের পক্ষ থেকে একটি খসড়া প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা পেশ করা হয়, যা ভবিষ্যতের জন্য একটি দক্ষতা উন্নয়নমূলক ও ব্যবহারিক গাইড হিসেবে বিবেচিত হবে।

সভায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্তরের বেশ কয়েকটি মন্ত্রক ও দপ্তর তাদের নিজস্ব সেরা উদ্যোগ ও অগ্রগতি-র কথাও তুলে ধরেন, যা ভবিষ্যতে দেশের জেন্ডার বাজেটিং ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করে তুলবে।

এই ধরনের একটি উদ্যোগ 'ব্ল্দ্ধহ্ঠ ক্ষণ্ডন্থন্ঠ২০৪৭'-এর লক্ষ্যে নারীকেন্দ্রিক প্রশাসন ও নীতিগত অগ্রাধিকারে ভারতের দৃঢ় প্রত্যয়কে প্রতিফলিত করে।

প্রাক্তন সেনা কর্মকর্তাদের জন্য নয়াদিল্লিতে ডি.জি.আর-এর উদ্যোগে চাকরি মেলা

নয়াদিল্লি, ১৯ জুন : প্রাক্তন সেনা সদস্যদের পুনর্বাসন এবং কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীনস্থ ডিরেক্টরেট জেনারেল রিসেটলমেন্ট (ঙ্গওট্র) এক বিশেষ চাকরি মেলার আয়োজন করতে চলেছে। এই মেলা একান্তভাবে ভারতীয় সেনা, নৌবাহিনী এবং বায়ুসেনার প্রাক্তন অফিসারদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। চাকরি মেলাটি অনুষ্ঠিত হবে ২০ জুন, ২০২৫ তারিখে, দিল্লি ক্যান্টনমেন্টের মানেকশ শাহ সেন্টারে, সকাল ৯টা থেকে। অংশগ্রহণকারীরা ন্দ্রন্দ্রন্দ্র.ত্রন্দ্বন্তু.ত্বদ্রদ্ব ওয়েবসাইটে গিয়ে নিজেদের নিবন্ধন করতে পারবেন।

এই কর্মসংস্থান মেলায় তথ্যপ্রযুক্তি, লজিস্টিকস, প্রশাসন, নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যসেবা এবং প্রকৌশল সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয় নিয়োগকারীরা অংশগ্রহণ করবেন। তারা দক্ষ, অভিজ্ঞ এবং নেতৃত্বগুণে সমৃদ্ধ প্রাক্তন সেনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হওয়ার সুযোগ পাবেন। ডিজিআর জানিয়েছে, এটি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে আয়োজিত ১৮টি এমন চাকরি মেলার মধ্যে প্রথম। এই উদ্যোগের মাধ্যমে সরকার প্রমাণ করতে চায় যে, প্রাক্তন সেনা সদস্যরা দেশের জন্য শুধু নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নয়, বেসামরিক ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের এই পদক্ষেপ প্রাক্তন সেনা সদস্যদের নেতৃত্ব, শৃঙ্খলা, এবং কারিগরি দক্ষতার স্বীকৃতি দেয় এবং বেসামরিক কর্মজগতে তাদের সফল পুনঃস্থাপনের দিশা দেখায়। আরও তথ্যের জন্য, পরিচালক, ডিজিআর-এর সঙ্গে ত্থ্ন্ত্রত্মন্তুত্মত্রন্দ্র.দ্ব্রন্তুদ্র এবং ০১১-২০৮৬২৫৩২ নম্বরে বা যুগ্ম পরিচালক, ডিজিআর-এর সঙ্গে ন্ত্রদ্রদ্মথত্মন্তুত্মত্রন্দ্র.দ্ব্রন্তুদ্র এবং ০১১-২০৮৬২৪৩২ নম্বরে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

সেইল সরবরাহ করল আইএনএস আর্নালার বিশেষ ইস্পাতের সম্পূর্ণ চাহিদা

কলকাতা, ১৯ জুন : ভারতের আত্মনির্ভর প্রতিরক্ষা খাতে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপে, রাষ্ট্রায়ত্ত ইস্পাত সংস্থা মহারত্ন স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড দেশের প্রথম নিজস্ব নকশায় নির্মিত অ্যান্টি-সাবমেরিন ওয়ারফেয়ার শ্যালো ওয়াটার ক্রাফট 'আইএনএস আর্নালা'-র সম্পূর্ণ বিশেষ ইস্পাতের চাহিদা পূরণ করল। আজ, ১৮ জুন ২০২৫-এ, ভারতীয় নৌবাহিনীতে কমিশন করা হল এই যুদ্ধজাহাজটি।

গ্রাডেন রিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স দ্বারা নির্মিত এই প্রকল্পের আওতাধীন আরও সাতটি এএসডব্লিউ-এসডব্লিউসি কর্ভেটের জন্যও সেইল বিশেষ ইস্পাত সরবরাহ করছে। প্রতিরক্ষা খাতে ভারতের আত্মনির্ভরতার অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসাবে, সেইল এই প্রকল্পে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখল। 'আত্মনির্ভর ভারত' অভিযানে দেশের অগ্রগতিতে সাহায্য করতে এবং আমদানির উপর নির্ভরতা কমাতে সেইল ধারাবাহিকভাবে বিশেষ ইস্পাত সরবরাহ করে আসছে।

বৃহস্পতিবার দেওঘর এক্সপ্রেস থেকে নিষিদ্ধ কফ সিপার উদ্ধার করে রেল পুলিশ।

যোগা দিবস উপলক্ষ্যে খোয়াই জেলা যুব ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৯ জুন:আন্তর্জাতিক যোগা দিবসকে সামনে রেখে খোয়াই জেলা যুব ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। আন্তর্জাতিক যোগা দিবসকে সামনে রেখে খোয়াই জেলা যুব বিষয়ক ক্রীড়া দপ্তরে রক্তদান শিবির আয়োজিত হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা সিংহ রায়, খোয়াই জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক অভেদানন্দ বৈদ্য, খোয়াই পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন টিংকু ভট্টাচার্য, খোয়াই পৌর পরিষদের চেয়ারপার্সন দেবাশীষ নাথশর্মা, বিশিষ্ট সমাজসেবী অনুকূল চন্দ্র দাস, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সমীর কুমার দাস, যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক দপ্তরের আধিকারিক কমলেন্দু শীল সহ অন্যান্যরা। এদিন প্রায় ৩০ জনের মত রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা উদ্বোধক অপর্ণা সিংহ রায় বলেন, রক্তদানে দেহের কোন ক্ষতি হয় না। টাকা থাকলেই রক্ত পাওয়া যায় না। সেটা আমাদের সবার ভাবনায় রাখতে হবে। তার জন্য সকলে মিলে আরও বেশি বেশি করে রক্তদানে এগিয়ে আসতে হবে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডাক দিয়েছেন রক্তদানের শিবিরে সকলের এগিয়ে আসার জন্য। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে আমাদের সবাই এগিয়ে আসতে হবে বলে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেলা পরিষদের সভাধিপতি এই কথাগুলি বলেন।

এদিকে, আন্তর্জাতিক যোগা দিবস উপলক্ষে তেলিয়ামুড়া এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ২১ শে জুন আন্তর্জাতিক যোগা দিবস। এই দিনটিকে সামনে রেখে তেলিয়ামুড়া মহকুমা এলাকায় নানান কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়েছে। এই সকল কর্মসূচীর অঙ্গ হিসেবে বৃহস্পতিবার তেলিয়ামুড়া সাব ডিভিশনাল ইয়ুথ প্রোগ্রাম অফিসারের আহ্বানে এক সেচ্ছায় রক্ত দান শিবিরের আয়োজন করা হয়।

তেলিয়ামুড়া চিত্রাঙ্গদা কলাকেন্দ্র তথা টাউন হলে অনুষ্ঠিত এই রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের চেয়ারম্যান রুপক সরকার, ভাইস চেয়ারম্যান মধুসূদন রায়, মহকুমা শাসক পরিমল মজুমদার, সাব দিভিশনাল ইয়ুথ প্রোগ্রাম অফিসার ধরনী দাস,মহকুমা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক মিঠন দত্ত সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানে আলোচনায় পুর পরিষদের চেয়ারম্যান সহ অন্যান্য অতিথিগন আন্তর্জাতিক যোগা দিবসের গুরুত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

মিশন ম্যানেজমেন্ট ইউনিটের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা নিয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৯ জুন:ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশনের অন্তর্গত উত্তর ত্রিপুরা জেলার মিশন ম্যানেজমেন্ট ইউনিটের চলতি অর্থবর্ষের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা নিয়ে সম্প্রতি এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ধর্মনগর সার্কিট হাউজের সভাকক্ষে আয়োজিত এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক তথা ডিস্ট্রিক্ট মিশন ম্যানেজার চাঁদনী চন্দ্রন। কর্মশালায় এছাড়া উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক এল, ডার্লং, ডেপুটি কালেক্টার তাইতে শুভম ভগবান, ডেস্ট্রিক্ট মিশন কো-অর্ডিনেটর তাইতে রিয়াং এবং জেলার আটটি ব্লকের বিডিও তথা ব্লক মিশন ম্যানেজারগণ।

কর্মশালায় ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশনের উত্তর ত্রিপুরা জেলায় চলতি অর্থবছরে কী কী কাজ রূপায়ণ করা হবে তার রূপরেখা তৈরী করা হয়। এছাড়া ম্যান ফার্মার ফিল্ড স্কুল, লাখপতি দিদি, জম্পুই পাহাড়ে হোম স্টে, কালাছড়ায় প্যাকেজিং, ইউনিট, কদমতলায় আগর প্রসেসিং, দশদায় সুপারির খোল থেকে বাসন তৈরী ইত্যাদি প্রকল্পের উপর সভায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : **জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রাহুল গান্ধীর জন্মদিন উপলক্ষে প্রদেশ যুব কংগ্রেসের স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুন: জননায়ক ও লোকসভার বিরোধী দলনেতা শ্রী রাহুল গান্ধীর জন্মদিন উপলক্ষে ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে আজ রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে এদিন রাজধানী আগরতলার কংগ্রেস ভবন প্রাঙ্গণে সাধারণ মানুষের জন্য একটি বিনামূল্যে মেডিকেল হেলথ চেকআপ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

বৃহস্পতিবার প্রদেশ যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আয়োজিত এই স্বাস্থ্য শিবিরে সাধারণ মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রদেশ যুব কংগ্রেস সভাপতি নীল কমল সাহা জানান, সাধারণ মানুষের সেবার লক্ষ্যেই এই স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর জন্মদিনকে স্মরণীয় করে রাখতে সদর জেলা যুব কংগ্রেসের উদ্যোগেও আজ বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে।

এই বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে বহু মানুষ উপকৃত হয়েছেন বলে জানা গেছে। যুব কংগ্রেসের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সাধারণ মানুষ।

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর মাইক্রো, স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেস , হায়দ্রাবাদ কর্তৃক আয়োজিত এক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হচ্ছে রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুন:ত্রিপুরায় আজ থেকে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর মাইক্রো, স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেস , হায়দ্রাবাদ কর্তৃক আয়োজিত এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ত্রিপুরা রুরাল লাইভলিহুড মিশন এর অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করছেন রাজ্যের বিভিন্ন এলাকার নির্বাচিত কমিউনিটি রিসোর্স পারসনশুরু হয়েছে ১৫ দিনের মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামরা, যারা তৃণমূল স্তরে টেকসই জীবিকা ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ গড়ে তুলতে সক্রিয়ভাবে যুক্ত রয়েছেন।

প্রশিক্ষণ চলবে ১৮ জুন থেকে ২ জুলাই, ২০২৫ পর্যন্ত। স্থান: শহীদ ভগত সিং যুব আবাসন, কুঞ্জবন টাউনশিপ, আগরতলা। প্রশিক্ষণে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে উদ্যোক্তা বিষয়ক জ্ঞান, ব্যবসায়িক পরিকল্পনা, আর্থিক সচেতনতা এবং বাস্তবভিত্তিক শিক্ষায়, যাতে অংশগ্রহণকারীরা স্থানীয় স্বনির্ভর গোষ্ঠী (ছহও) এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের কার্যকরভাবে সহযোগিতা করতে পারেন। এই প্রশিক্ষণে মোহনপুর, জিরানিয়া, পুরাতন আগরতলা এবং বামুটিয়া — এই চারটি ব্লকের শ্বট্রঞ্জ-রা অংশ নিচ্ছেন। উল্লেখযোগ্যভাবে, এই কর্মসূচির মাধ্যমে রাজ্যের প্রায় ৮০০টি ক্ষুদ্র উদ্যোগ প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

যোগা দিবস উপলক্ষ্যে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৯ জুন:উত্তর ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক আন্তর্জাতিক যোগা দিবস আগামী ২১ জুন ধর্মনগরে অনুষ্ঠিত হবে। এই উপলক্ষে গতকাল ধর্মনগর মহকুমা শাসকের কার্য্যালয়ে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মনগরের মহকুমা শাসক সজল দেবনাথ সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সভায় এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বি. পুইয়া, জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. দীপক হালদার, ডেপুটি কালেক্টর অমর চাঁদ বিশ্বাস, জেলা যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের সহ-অধিকর্তা বিভাবসু গোস্বামী, বিশিষ্ট সাংবাদিক সমর চক্রবর্তী ও অন্যান্য বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ। জেলাভিত্তিক আন্তর্জাতিক যোগা দিবস ২১ জুন সকাল ৬টা ৩০ মিনিটে ধর্মনগরের বিবেকানন্দ সার্ধ শতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে। রাজ্যের বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত থাকবেন ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন ও অন্যান্য অতিথিবৃন্ধ।

চক্ষু চিকিৎসায় নজির সৃষ্টি করছেন ধর্মনগরের চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সন্দীপক রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৯ জুন:জন্ম অন্ধকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়ে নজির সৃষ্টি করেছিলেন ধর্মনগরের চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সন্দীপক রায়। প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে এক জনজাতি সম্প্রদায়ের ব্যক্তিকে বৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়ে মানুষের কাছে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

দীর্ঘদিন ধরে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে অন্য পরিষেবা থেকেও মানুষ উন্নত পরিষেবা পাচ্ছে চক্ষু বিভাগে। সপ্তাহের প্রতিদিন শত শত মানুষের চক্ষু পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ পত্র থেকে শুরু করে চশমাও বিনামূল্যে প্রদান করা হচ্ছে চক্ষু বিভাগ থেকে।

মানুষের বিশ্বাস আর ভরসা নিয়ে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এমনকি ধলাই, ঊনকোটি জেলা থেকেও প্রতিদিন অগণিত মানুষের ভিড় লক্ষ্য করা যায় চক্ষু বিভাগে। এক সাক্ষাৎকার চক্ষু বিশেষজ্ঞ সন্দীপ রায় কে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালের চক্ষু বিভাগের মানুষের পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন করে জানা যায় প্রতিদিন জেলা হাসপাতালে চক্ষু বিভাগে চক্ষু রোগীদের বিশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিনামূল্যে তাদেরকে প্রদান করা হচ্ছে। সপ্তাহের বুধবার বিভিন্ন জটিল সমস্যা জড়িত চক্ষু রোগীদের বিনামূল্যে অপারেশন করা হচ্ছে। রেটিনার ইনজেকশন যার বাজার মূল্য ১৮- ২০ হাজার সেই ইনজেকশনও সরকারের স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে বিনামূল্যে রোগীকে দেওয়া হচ্ছে। বাচ্চাদের মধ্যে চশমা বিতরণ করা হচ্ছে চক্ষু পরীক্ষার পর যাদের বেশি পাওয়ারের চশমার প্রয়োজন সে ক্ষেত্র রোগীকে সরকারি ভাবে বিনামূল্যে প্রদান করা হচ্ছে।

তিনি জানান উত্তর জেলা শুধু নয় অন্যান্য জেলা থেকেও মানুষ বিভিন্ন জটিল সমস্যা নিয়ে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে চক্ষু পরীক্ষার জন্য আসেন তাদের বিশ্বাস ভরসার মর্যাদা রাখাই ডাক্তার হিসাবে উনার একমাত্র কর্তব্য এবং তিনি মানুষের সেবায় মানুষের প্রয়োজনে বিশেষত শরীরের একটি বিশেষ অঙ্গ যা দিয়ে মানুষ পৃথিবীর আলো দেখতে পায় পথ চলতে পারে চক্ষুর যত ধরনের সমস্যা হোক না কেন উনার সাধ্যমত উনি সর্বদা মানুষের সেবা করার এবং সঠিক পরিষেবা দিয়ে মানুষকে সুস্থ করে তুলারি প্রয়াস গাড়ি রাখবেন। অন্যান্য বিভাগে জেলা হাসপাতালে পরিষেবার উন্নয়ন পরিকাঠাম না থাকলেও চক্ষু বিভাগে আধুনিককরনের মাধ্যমে উন্নত পরিষেবা পাচ্ছে রোগীরা।

টিটিএএডিসি-র মুখ্য কার্যনির্বাহী অফিসারের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করল উপজাতি যুব ফেডারেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুন:টিটিএএডিসি-র মুখ্য কার্য্যনির্বাহী অফিসারের নিকট আজ ডেপুটেশন প্রদান করল উপজাতি যুব ফেডারেশন। মূলত চার দফা দাবিতে এডিসি প্রশাসনের নিকট এই ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে। আজ মেলারমাঠ স্থিত ছাত্র-যুব ভবনে সাংবাদিক সম্মেলন করে এবিষয়ে যুগ্ম সম্পাদক চিন্তামোহন ত্রিপুরা বিস্তারিত তুলে ধরেছেন।

তিনি বলেন, এডিসি এলাকার বেহাল অবস্থা। যুবক যুবতীদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারের দিকে চলে গেছে। জনজাতি অংশের যুবকরা কাজের সন্ধ্যানে বহিঃরাজ্যে চলে যাচ্ছে। এডিসি প্রশাসনের বহু শূন্যপদ রয়েছে। সেই শূন্য পদ গুলি অবিলম্বে পূরণ করার দাবি জানানো হয়েছে। এছাড়াও জনজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এদিন আলোচনা করা হয়েছে।

টিওডি ট্যারিফ যুক্ত স্মার্ট মিটার লাগানো বন্ধ করা সহ বিভিন্ন দাবিতে সরব ত্রিপুরা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুন : টিওডি ট্যারিফ যুক্ত স্মার্ট মিটার লাগানো বন্ধ করা সহ বিভিন্ন দাবিতে সরব ত্রিপুরা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতি। কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রীর নিকট স্মারকলিপি প্রদানে বটতলা এলাকায় গণ সাক্ষর সংগ্রহ অভিযান সংগঠিত করেন সমিতির কর্মীরা।

তাদের দাবি হলো, বিদ্যুৎ শিল্পের বেসরকারিকরণ বন্ধ করতে হবে, এবং বিদ্যুৎ সংশোধনী বিল প্রত্যাহার করা, টিও ডি ট্যারিফ যুক্ত স্মার্ট মিটার লাগানো বন্ধ করা, গৃহস্থের মাসে ২০০ ইউনিট পর্যন্ত ও কৃষিতে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দেওয়া এবং মিনিমাম চার্জ, ফিক্সড চার্জ, পাওয়ার পারচেজ অ্যাডজাস্টমেন্ট চার্জ, পেনসন চার্জ, ডিউটি চার্জ, সার্ভিস চার্জ ইত্যাদি নানান প্রকার চার্জ নেওয়া বন্ধ করা হোক।

তাছাড়া, বিদ্যুৎ পরিবাহী পুরাতন লাইনের সংস্কার করে বিদ্যুৎ সরবরাহ অক্ষুন্ন রাখতে হবে। লো ভল্টেজ, লোড শেডিং বন্ধ করা, “পি এম সূর্য” যোজনায় অফ গ্রীড সোলার প্ল্যান্ট স্থাপনে ৬০ u ভর্তুকী দেওয়া, আউটসোর্সিং বন্ধ করা এবং অবিলম্বে স্থায়ী মিটার রিডার ও লাইন ম্যান নিয়োগ করা হোক। এই দাবিতে গণ স্বাক্ষর সংগ্রহ করে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রীর নিকট রাজ্যপালের মারফত ডেপুটেশন দেওয়া হবে।

বর্তমান সরকার জাতি-উপজাতি সকল অংশের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে: মন্ত্রী বিকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৯ জুন:বর্তমান রাজ্য সরকার জাতি-উপজাতি নির্বিশেষে সকল অংশের মানুষের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। বৃহস্পতিবার 'আপনজনদের সাথে সরাসরি কথা' কর্মসূচির আওতায় মুঙ্গিয়াকামি শক্তি কেন্দ্রে সৌজন্যমূলক বৈঠকে এই কথা জানান রাজ্যের উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা।

এদিন বিকাশ দেববর্মা দলীয় কার্যকর্তা এবং সাধারণ মানুষের সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ করে এলাকার বিভিন্ন সমস্যা ও উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্ব ও বহু সাধারণ মানুষ। মন্ত্রী জানান, বর্তমান বিজেপি সরকার জনমুখী বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করে মুঙ্গিয়াকামি এলাকাকে অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে উন্নত করার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে।মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, 'বিগত সিপিআইএম সরকারের শাসনামলে মুঙ্গিয়াকামি এলাকার শিক্ষা, যোগাযোগ, কর্মসংস্থান সহ বহু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থে তেমন কোনও দৃশ্যমান উন্নয়ন হয়নি। কিন্তু বর্তমান সরকার জনগণের সার্বিক উন্নয়নের কথা মাথায় রেখে পরিকল্পিতভাবে কাজ করছে।'তিনি আরও জানান, মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের অধীন ১৪টি এডিসি ভিলেজের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মুখ্যমন্ত্রী রাবার প্রকল্পের মাধ্যমে রাবার চারা বিতরণ করা হবে। প্রতি গ্রামে ১০০ জন করে সুবিধাভোগীকে এই চারাগুলি প্রদান করা হবে। পাশাপাশি কৃষি ও উদ্যানপালন দপ্তরের মাধ্যমে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ ও অর্থনৈতিক সহায়তা পৌঁছে দেওয়া হবে।শিক্ষার প্রসার ঘটাতে মুঙ্গিয়াকামি এলাকায় উচ্চ শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে অত্যাধুনিক আবাসিক হোস্টেল নির্মাণের কাজও পুরোদমে এগিয়ে চলছে বলে জানান মন্ত্রী। তিনি বলেন, 'আমরা চাই আগামী প্রজন্ম উন্নত শিক্ষার সুযোগ পাক এবং সমাজের মূল স্রোতে সম্পৃক্ত হোক।'দিনব্যাপী এই সরাসরি আলাপচারিতায় দলীয় কর্মীরা তাদের নানা সমস্যা ও অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন, যার নিরসনের আশ্বাস দেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। এলাকার সাধারণ মানুষ মন্ত্রীর এহেন সরাসরি আলাপচারিতায় খুশি হয়ে নিজেদের নানা সমস্যার কথা ব্যক্ত করেন।

মোহনপুরে ছাত্রীদের সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুন:আজ মোহনপুর বালিকা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সিবিএসই পরিচালিত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়া ছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মোহনপুর মহকুমার মহকুমা শাসক সুভাষ দত্ত, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সীমাদ্রি দেববর্মা, মোহনপুর পুর পরিষদের প্রাক্তন চেয়ারপার্সন মতিলাল দেবনাথ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীরা নেশামুক্ত অভিযান উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও বৃক্ষরোপন করে। অনুষ্ঠান শেষে অতিথিগণ ১০ জন ছাত্রীর হাতে পুরস্কার ও মানপত্র তুলে দেন।

২৬ জুন তেলিয়ামুড়ায় মাদক বিরোধী দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৯ জুন:আগামী ২৬ জুন আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী দিবস উদযাপন উপলক্ষে আজ তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসকের উদ্যোগে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। মহকুমা শাসক কার্যালয়ে আয়োজিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন রূপক সরকার, ভাইস চেয়ারপার্সন মধুসূদন রায়, তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান দীপা দেব, তেলিয়ামুড়া মহকুমার মহকুমা শাসক পরিমল মজুমদার, অতিরিক্ত মহকুমা শাসক অপূর্ব কৃষ্ণ চক্রবর্তী সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক, বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সহ বিভিন্ন সামাজিক সংস্থার প্রতিনিধিগণ।

সভায় যুব সমাজকে কিভাবে নেশা থেকে দূরে রাখা যায় তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। নেশা কারবারীদের চিহ্নিতকরণে পুলিশ প্রশাসনকে আরও কঠোর ভূমিকা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়। নেশা মুক্ত সমাজ গঠনে তেলিয়ামুড়া মহকুমায় প্রত্যেকটি ওয়ার্ড, ভিলেজ কমিটি ও গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিশেষ টিম গঠন করার সিদ্ধান্ত হয়। এই টিম নিজ নিজ এলাকায় সচেতনতামূলক কর্মসূচি করবে। সিদ্ধান্ত অনুসারে আগামী ২৬ জুন তেলিয়ামুড়া মহকুমার তেলিয়ামুড়া শহর, কল্যাণপুর এবং মুঙ্গিয়াকামী ব্লক এলাকায় সচেতনতামূলক র‍্যালির আয়োজন করা হবে। র‍্যালিতে সমাজের সকল অংশের জনগণ, ছাত্রছাত্রী, ক্লাব, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে অংশগ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে।

নির্যাতিতা গৃহবধূ

● প্রথম পাতার পর

দিলীপ দাসের কন্যা মনীষা দাসের বিয়ে হয়। বিয়ের পর প্রথম এক বছর তাদের দাম্পত্য জীবন ভালোই কাটছিল। তবে এরপর থেকে সন্তান না হওয়ার অজুহাতে স্বামী প্রতিনিয়ত মনীষার উপর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন শুরু করেন বলে অভিযোগ।

গৃহবধূর বাবা দিলীপ দাস জানান, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উভয় পক্ষের মধ্যে বেশ কয়েকবার মীমাংসা সভাও অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু তাতেও পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হয়নি। দিনের পর দিন নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে এবং বাবার বাড়ির থেকেও কোনো সমর্থন না পেয়ে শেষমেশ স্বামী-সংসার ছেড়ে এক বান্ধবীর বাড়িতে আশ্রয় নেন মনীষা।

মনীষার বাবা খোঁজাখুঁজি করে বান্ধবীর বাড়ি থেকে মেয়েকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনলে, বর্তমানে মেয়ের শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাঁদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। মেয়ের বাবা সংবাদমাধ্যমের মাধ্যমে প্রশাসনের কাছে তাঁর মেয়ের উপর হওয়া নির্যাতনের সুষ্ঠু বিচার দাবি করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

প্রতিনিধি, সাংসদ ও অভিভাবকদের বড় ভূমিকা নিতে হবে।

এই জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী এদিন আরো বলেন, সমাজ যত সুস্থ থাকবে মানব জীবনও তত সুস্থ এবং সবল থাকবে। তিনি বলেন, এইডস রোগ প্রতিরোধে বর্তমানে রক্তদান ও রক্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সবধরণের পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, এইডস একটা মারণ ব্যাধি। তাই রাজ্য সরকার এইডস প্রতিরোধে নানা পদক্ষেপ নিয়েছে। রাজ্যকে এইডস ও নেশামুক্ত রাখতে রাজ্য সরকার জিরো টলারেন্স নীতি নিয়ে কাজ করছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যুবক যুবতীদের এইডস সম্পর্কে আরও বেশি সচেতন করতে হবে। সমাজ থেকে এধরণের মারণ রোগকে দূর করতে হলে জনপ্রতিনিধিদের রাজনীতির উর্দ্ধে উঠে একযোগে কাজ করতে হবে। তবেই এই মারণ রোগ প্রতিরোধে কাঙ্খিত সাফল্য আসবে।

আলোচনাচক্রে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতনলাল নাথ, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিঙ্কু রায়, বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন, বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ, বিধায়ক গোপাল রায়, বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা প্রমুখ। আলোচনাকালে তাঁরা রাজ্যে এইচআইভি/এইডস রোগের প্রবণতা হ্রাসে লেজিসলেটিভ ফোরাম এর কাছে বিভিন্ন প্রস্তাব উত্থাপন করেন। আলোচনাচক্রে এইডস রোগের বিস্তার, প্রতিরোধ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন সিএসটি এন্ড আইটি এবং এনএসিও”র এডিজি ডা. চিন্ময়ী দাস। স্বাগত বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী জনসচেতনতা আরও বাড়ানোর লক্ষ্যে ত্রিপুরা এইডস কন্টোল সোসাইটির বাংলা, ককবরক ও ইংরেজী ভাষায় প্রণীত ১৫টি নতুন আইইসি ম্যাটেরিয়েলস এর সূচনা করেন। আলোচনাচক্রে উপস্থিত ছিলেন অর্থমন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহরায়, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা, সমবায়মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল, বিধানসভার সরকার পক্ষের মুখ্যসচেতক কল্যাণী সাহা রায়, ত্রিপুরা রাজ্য পুলিশের ডিজি অনুরাগ সহ বিশিষ্ট জনেরা। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন টিএমএসিএস”র প্রজেক্ট ডিরেক্টর ডা সমর্পিতা দাস।

নয়া পদ্ধতি অবলম্বন

● প্রথম পাতার পর

দিয়ে সেখান থেকে পুনরায় তাদের আগের জায়গায় ফিরে যাবে। রাজধানী আগরতলার বিভিন্ন স্থানে গ্রামাঞ্চল থেকে বিভিন্ন কোচিং সেন্টারে পড়তে আসা ছাত্র-ছাত্রীরা রিজার্ভ অটোর মাধ্যমে শহরে প্রবেশ করতে পারবে। ছাত্র-ছাত্রীদের কোচিং সেন্টারে নামিয়ে দিয়ে ওই অটোগুলি কোনভাবেই শহরে যাত্রী পরিবহন করতে পারবে না।বৈঠকে পরিবহণ মন্ত্রী জানান, পূর্বে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এখন থেকে আগরতলা পুর নিগম এলাকায় চলাচলের অনুমতিপ্রাপ্ত অটোরিক্সাগুলিকে অন্যান্য মহকুমার অটোগুলি থেকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করার যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তা অপরিবর্তিত থাকবে। এক্ষেত্রে পুর নিগম এলাকার অটোরিক্সার সামনের অংশটি গোলাপী রঙের হতে হবে। আগরতলা পুর নিগম এলাকার ব্যতীত অন্যান্য অটোরিক্সার রং সেই ক্ষেত্রে অপরিবর্তনশীল থাকবে। পুরনিগমের অটোগুলিকে শীঘ্রই সামনের দিক গোলাপী রং করার জন্য মন্ত্রী অটো মালিকদের প্রতি আহ্বান জানান। কোন অটোচালক যদি আজকের বৈঠকে গৃহীত সংশোধিত সিদ্ধান্ত উলঙ্ঘন করে অন্যত্র যাত্রী পরিবহন করে তবে তার জন্য কঠোর নজরদারী এবং আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে পরিবহণ মন্ত্রী জানান।আগরতলা পুর নিগম এলাকার বহির্ভূত অটোগুলিকে সরকারের সিদ্ধান্তসমূহ পালন করার জন্য পরিবহণমন্ত্রী আহ্বান জানান। আজকের এই বৈঠকে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পরিবহন দপ্তরের সচিব উত্তম কুমার চাকমা, পরিবহন দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব সুব্রত চৌধুরী, আই, জি. (আইন শৃঙ্খলা) মনচাক ইপ্পার, পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার ড. কিরণ কুমার কে, এস. পি. (ট্রাফিক) কান্তা জাঙ্গীর।

ভর্তুকীর অর্থ প্রদান

● প্রথম পাতার পর

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল চণ্ডীগড়-মোট ২৭১৩ টি প্রকল্পে ৬১ কোটি টাকা ভর্তুকি দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পগুলির জন্য মঞ্জুরীকৃত ঋণের পরিমাণ ১৮৪ কোটি টাকা। অসম, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, সিকিম এবং ত্রিপুরার মতো রাজ্যগুলি সহ উত্তর-পূর্বানলের ৮১টি প্রকল্পে দুই কোটি টাকার ভর্তুকি প্রদান করা হয়েছে।দক্ষিণের রাজ্য অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, কেরল এবং পুদুচেরিতে ৪৫৬৫ টি প্রকল্পে ১১৬ কোটি টাকার ভর্তুকি দেওয়া হয়েছে এবং এই প্রকল্পগুলির জন্য ৩৪৩ কোটি টাকারও বেশি ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে। মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও গোয়া - এই পশ্চিম জোনে ৮২ কোটি টাকার ঋণ মঞ্জুরের বিপরীতে মোট ৭২২টি প্রকল্পের জন্য ২৬ কোটি টাকারও বেশি ভর্তুকি বিতরণ করা হয়েছে।প্রধানমন্ত্রীর কর্মসংস্থান গ্যারান্টি প্রকল্পটি (পি.এম.ই.জি.পি) গ্রামীণ ও শহুরে ভারতে উদ্যোক্তা এবং স্বনির্ভরতার স্তম্ভ হয়ে উঠেছে। এই প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত মোট ১০,১৮,১৮৫ টি ক্ষুদ্র উদ্যোগ স্থাপন করা হয়েছে, যার জন্য ভারত সরকার ৭৩,৩৪৮ কোটি টাকার ঋণ অনুমোদন করেছে। এর বিপরীতে, সুবিধাভোগীদের ২৭,১৬৬ কোটি টাকার মার্জিন মানি ভর্তুকি দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে এখন পর্যন্ত সারা দেশে ৯০,০৪,৫৪১ জনেরও বেশি মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান পেয়েছেন, যা এটিকে দেশের সবচেয়ে কার্যকর স্বনির্ভর প্রকল্পগুলির মধ্যে অন্যতম করে তুলেছে। এই কর্মসূচি শুধুমাত্র স্বনির্ভরতাকেই উৎসাহিত করে না, বরং প্রধানমন্ত্রীর আত্মনির্ভর ভারতের সংকল্পকেও স্বীকৃতি দিয়েছে।

মামলায় ৩ বছরের সাজা

● প্রথম পাতার পর

ও কুমারঘাটের দুই নাবালিকা ভর্তি ছিলেন কুমারঘাট কোভিড কেয়ার সেন্টারে। অভিযোগ সাফাই কর্মী ঝন্টু দেব নিজেকে চিকিৎসক পরিচয় দিয়ে ওই দুই নাবালিকার শরীরের বিভিন্ন অংশে আপত্তিকরভাবে হাত দেন। পরদিন ফের একইরকম অশালীন আচরণ করার পর সন্দেহ হওয়ায় ওই দুই নাবালিকা সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার পর কুমারঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন যার মামলা নম্বর: ৬১/২০২০ ।মামলাটি পরবর্তীতে তদন্ত করে কুমারঘাট থানার এএসআই আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন। মামলার শুনানিতে মোট ১৬ জন সাক্ষী আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করেন। এই মামলায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৫৪ এ(জ্ঞ) ধারার পাশাপাশি পক্সো আইনের ৮ নম্বর ধারা অনুযায়ী অভিযোগ আনা হয়। সরকারের পক্ষ হয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ মামলাটি পরিচালনা করেন পাবলিক প্রসিকিউটর সুনির্মল দেব ।আজ ওই মামলার রায় ঘোষণা দিয়েছে আদালত। আজ স্পেশাল জজ অমরেন্দ্র কুমার সিং অভিযুক্তকে তিন বছরের কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছে। পাশাপাশি, তিন হাজার টাকা জরিমানা এবং জরিমানার অর্থ অনাদায়ে আরও তিন মাসের জেলের নির্দেশ দিয়েছেন।

ফেন্সিডিল উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

স্টেশনে পৌঁছানোর পর তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। তল্লাশির সময় এই বিপুল পরিমাণ ফেনসিডিল উদ্ধার হয়, যা কোনো যাত্রীর দ্বারা দাবি করা হয়নি।

সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া মেনে উদ্ধারকৃত ফেনসিডিলগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। আগরতলা জিআরপি থানা এই অবৈধ মাদকের মালিক কে বা কারা, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে। ধারণা করা হচ্ছে, এই ফেনসিডিলগুলি পাচারের উদ্দেশ্যেই আনা হয়েছিল। এই ঘটনায় মাদক চক্রের সঙ্গে জড়িতদের ধরতে তদন্তকারী সংস্থা তৎপর হয়েছে।

অনিমেষের

● প্রথম পাতার পর

গুরুত্বপূর্ণ দাবি তুলে ধরা হয়।এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন তিপ্রা মথা দলের শীর্ষ নেতৃত্ব — সি.ই.এম পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া, বিধায়ক সঞ্জয় মানিক ত্রিপুরা, এমডিসি দেবজিত ত্রিপুরা ও অন্যান্যরা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা, যিনি কর্মসূচির সার্বিক তদারকি করেন।

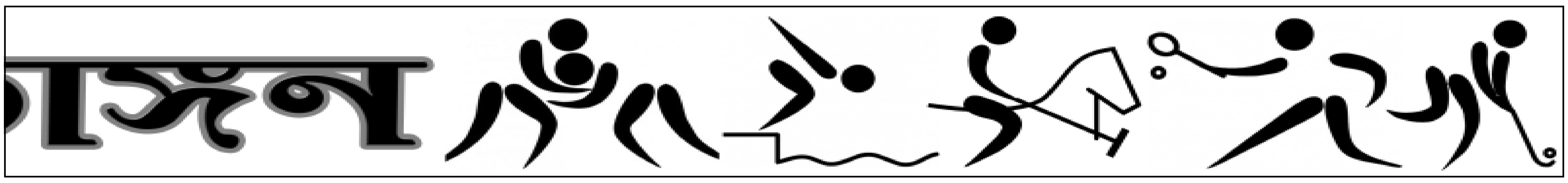

জে সি লীগ ক্রিকেট : ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসকে ব্যাকফুটে ঠেলে চ্যাম্পিয়নের লক্ষ্যে স্ফুলিঙ্গ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথমত ইনিংস জয়ের স্বপ্ন। এবং এর সুবাদে জে সি মেমোরিয়াল লীগ ক্রিকেট ২০২৩-২৪ এ চ্যাম্পিয়ন ট্রফির কথাও ভাবছে স্ফুলিঙ্গ ক্লাব। অনেকটাই ব্যাকফুটে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস। আগামীকাল (শুক্রবার) ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস এর ব্যাটার্সরা কতটুকু কাভার আপ করতে পারে সেটাই এখন দেখার বিষয়। এই মুহূর্তে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস ৮৯ রানে পিছিয়ে রয়েছে। হাতে উইকেট রয়েছে আরও ছয়টি। খেলার বাকি পুরো একদিন। একটু নিখুঁত হিসাব-নিকাশ করলে মনে হচ্ছে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস ইনিংস পরাজয় এড়ানোর যথেষ্ট চেষ্টা করছে। পরিবেশ পরিস্থিতির পাশাপাশি খেলার চরিত্র কেমন পর্য্যায়ে গিয়ে ঠেকে আগামীকাল মাঠে তার জবাব মিলবে। খেলা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত জে সি মেমোরিয়াল লীগ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের তৃতীয় তথা অন্তিম রাউন্ডের খেলা। দ্বিতীয় দিনে আজ বৃহস্পতিবার স্ফুলিঙ্গ ১২৬ রানের পাশাপাশি ছয় উইকেট হাতে নিয়ে খেলতে নেমে ২৯.৫ ওভার খেলে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৩৪ যোগ করে দলীয় ২৬০ রানে ইনিংস ঘোষণা করে দেয়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস এর ব্যাটার্সরা কিছুটা ব্যাটিং ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। ৩৬.৫ ওভার খেলে ১০২ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিলে স্ফুলিঙ্গ ক্লাব যেমন একদিকে প্রথম ইনিংসে লিড পায়। অপরদিকে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস ফলোঅনে খেলতে নেমে দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্য্যন্ত সময়ে ২৫ ওভার খেলে চার উইকেট হারিয়ে ৬৯ রান সংগ্রহ করেছে। স্ফুলিঙ্গের ব্যাটিং লাইনে কৌশল আচার্য্যের ৫২ রানের পর তুষার সাহার ৪৮ রান এবং জয় কিষান সাহার ৩১ রান দলের স্কোর কিছুটা সমৃদ্ধ করেছে। ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস এর পক্ষে বাবুল দে সর্বাধিক ৪১ রান পেয়েছিল। দ্বিতীয় ইনিংসে নিরুপম সেন চৌধুরী ৭ রানে এবং বাবুল দে ১২ রানে উইকেটে রয়েছেন।

ব্লাড মাউথের বিরুদ্ধে লিড নিলো সংহতি শেষ দিনে ম্যাচের আকর্ষণ বাড়লো

ব্লাড মাউথ - ১৮১ সংহতি -১৮৬

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অমীমাংসিত হওয়ার পথে ব্লাড মাউথ এবং সংহতি ক্লাবের ম্যাচ। বড় কোনও অঘটন না ঘটলে। দ্বিতীয় দিনের শেষে যে পরিস্থিতি তাতে যে দলই প্রথম ইনিংসে লিড নেবে সেই দলেরই দ্বিতীয় স্থান নিশ্চিত হয়ে যাবে। এ জায়গায় কিছুটা হলো এগিয়ে সংহতি ক্লাব। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত জে সি লিগ ক্রিকেটে। নরসিংগড় পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি মাঠে দ্বিতীয় দিনের শেষে প্রথম ইনিংসে পাঁচ রানে লিড নিয়েছে সংহতি ক্লাব। শুক্রবার আসরে শেষ দিনে সংহতি চাইবে সরাসরি জয়ের রাস্তা খুঁজতে। তবে কাজটা কঠিন। বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচের দ্বিতীয় দিনে ব্লাড মাউতের ইনিংস গুটিয়ে যায় ১৮১ রানে। দলের পক্ষে এদিন সৌরভ দাস ৮২ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি সাহায্যে ২৮, অমিত আলী ৭৪ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারিও একটি ওভারবাউন্ডারির সাহায্যে ২৯ এবং সন্দীপ সরকার ৬৬ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩০ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২৮ রান। সংহতি ক্লাবের পক্ষে দুর্লব রায় ৩৫ রানে, চিরঞ্জিত পাল ৪৩ রানে তিনটি করে এবং অজয় সরকার ২১ রানের দুটি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতায় সংহতি ইনিংস গুটিয়ে যায় ১৮৬ রানে। একসময় দল লিড নিতে পারবে কিনা তা নিয়ে দেখা দিয়েছিল সংশয়। ওই অবস্থায় দুর্লব রায়ের দুরন্ত ব্যাটিং দলকে লিড এনে দেন।

দলের পক্ষে দুর্লব ৭৩ বল খেলে একটি বাউন্ডারি সাতটি ওভার বাউন্ডারি সাহায্যে ৬৮, শ্রীদাম পাল ৬৩ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি সাহায্যে ৪২, রানা দত্ত ৫৭ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি সাহায্যে ১৭, তন্ময় ঘোষ ২১ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ এবং অর্ক প্রভ সিনহা ১২ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি সাহায্যে ১৩ রান করেন। ব্লাড মাউথের পক্ষে অমিত আলী ২৬ রানে চারটি এবং অর্কজিৎ রায় ৫৬ রানে তিনটি উইকেট দখল করেন। প্রথম ইনিংসে পাঁচ রানে লিড নিল সংহতি ক্লাব। আজ শেষ দিনে দু দলই চাইবে সরাসরি জয়ের জন্য ঝাপাতে। এখন দেখার শেষ ফলাফল কি হয়।

ক্লাব বিশ্বকাপে আমেরিকার দলকে হারিয়ে শুরু চেলসির, তিন লাল কার্ডের ম্যাচ ড্র দি মারিয়াদের

ক্লাব বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে সহজ জয় পেল চেলসি। আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলেস এফসিকে ২-০ গোলে হারাল ইংল্যান্ডের ক্লাব। উত্তেজক ম্যাচ হল বোকা জুনিয়র্স বনাম বেনফিকার। ২-২ গোলে ড্রয়ের ম্যাচে তিন ফুটবলারকে লাল কার্ড দেখতে হল। এস তুনিসকে ২-০ গোলে হারিয়েছে ফ্লামেঙ্গো। সিয়াটল সাউন্ডার্সকে ২-১ গোলে হারিয়ে ক্লাব বিশ্বকাপ শুরু করেছে বোটাফোগো।এ বার আমেরিকায় হচ্ছে ক্লাব বিশ্বকাপ। ফলে সেখানকার ক্লাবগুলো বাড়তি সমর্থন পাচ্ছে। কিন্তু সেই সমর্থন কাজে লাগাতে পারল না লস অ্যাঞ্জেলেস এফসি। চেলসি দাপট দেখাল। ৬৬ শতাংশ বলের দখল ছিল ইংল্যান্ডের ক্লাবের কাছে। প্রতিপক্ষের গোল লক্ষ্য করে ১৭টা শট মেরেছে তারা। অপর দিকে লস অ্যাঞ্জেলেস সাত বার চেলসির গোল লক্ষ্য করে শট মেরেছে।৩৪ মিনিটের মাথায় চেলসিকে এগিয়ে দেন পর্তুগালের ফুটবলার পেদ্রো নেটো।

দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবধান বাড়ান আর্জেন্টিনার এঞ্জো ফের্নান্দেস। দু'গোলের ব্যবধানে জিতে মাঠ ছাড়ে চেলসি।আর্জেন্টিনার বোকা জুনিয়র্স ও পর্তুগালের বেনফিকার মধ্যে টান টান লড়াই হল। প্রথমার্ধে জোড়া গোল করে এগিয়ে যায় বোকা। গোল করেন মিগুয়েল মেরেন্টিয়েল ও রদ্রিগো বাট্টাগলিয়া। বিরতির ঠিক আগে এক গোল শোধ করেন অ্যাঞ্জেল দি মারিয়া।

দ্বিতীয়ার্ধে ৮৪ মিনিটে সমতা ফেরান নিকোলাস ওটামেন্ডি। ঘটনাচক্রে তাঁরা দু'জনেই আর্জেন্টিনার ফুটবলার হয়ে আর্জেন্টিনার ক্লাবের বিরুদ্ধে গোল করলেন।তবে ম্যাচে বেশ কয়েক বার উত্তেজনা তৈরি হয়। গা-জোয়ারি ফুটবল সামলাতে রেফারিকে কড়া সিদ্ধান্ত নিতে হয়। প্রথমার্ধের শেষ দিকে লাল কার্ড দেখেন বোকার আন্দের হেরেরা। দ্বিতীয়ার্ধে ৭২ মিনিটে বেনফিকার আন্দ্রিয়া বেলোত্তি ও ৮৮ মিনিটে বোকার জর্জ ফিগাল লাল কার্ড দেখেন। তিন লাল কার্ডের ম্যাচ শেষ হয় ড্রয়ে।ইটালির ক্লাব ফ্লামেঙ্গো সহজে হারিয়েছে টিউনিসিয়ার ক্লাব এস তুনিসকে। ম্যাচে দুটো গোল করে ফ্লামেঙ্গো। ১৭ মিনিটে জিয়োর্জিয়ান ডে আরাসকায়েটা ও ৭০ মিনিটে লুইজ আরাউজো গোল করেন। ম্যাচে তেমন সুযোগ তৈরি করতে পারেনি তুনিস।হারতে হয়েছে আমেরিকার আর এক ক্লাব সিয়াটল সাউন্ডার্সকে। ইটালির বোটাফোগোর কাছে ১-২ গোলে হারে তারা। ইটালির ক্লাবের হয়ে ২৮ মিনিটে জায়ের কুনহা ও ৪৪ মিনিটে ইগর জেসাস গোল করেন। ৭৫ মিনিটে ক্রিশ্চিয়ান রোল্ডান এক গোল শোধ করলেও পয়েন্ট তুলতে পারেনি সিয়াটল।

১৩৪ বলে ৩২৭ রান বৈভবের বন্ধুর ! ৪১ চার, ২২ ছক্কার ইনিংস ১৩ বছরের আয়ানের

ঝড় উঠল বিহারের আরও এক কিশোরের ব্যাটে। চলতি আইপিএলে নজর কেড়েছে বৈভব সূর্য্যবংশী। রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে তার ব্যাটিং নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বৈভবকে ভবিষ্যতের তারকা মনে করছেন বিশেষজ্ঞেরা। সেই বিহারেরই কিশোর আয়ান রাজের ব্যাট থেকে এল ১৩৪ বলে ৩২৭ রানের ইনিংস।১৪ বছরের বৈভবের ১৩ বছর বয়সি বন্ধু আয়ান বিহারের মুজফরপুরে একটা ম্যাচে এই রান করেছে। সংস্কৃতি ক্রিকেট অ্যাকাডেমির হয়ে খেলছিল সে। ৩০ ওভারের ম্যাচের মধ্যে ২২ ওভার সে একাই ব্যাট করে। ৪১টা চার ও ২২টা ছক্কা মারে আয়ান। অর্থাৎ, তার ৩২৭ রানের মধ্যে ২৯৬ রান এসেছে বাউন্ডারিতে। ২২০.৮৯ স্ট্রাইক রেটে রান করে আয়ান। তার ব্যাটে ভর করে ম্যাচ জেতে সংস্কৃতি ক্রিকেট অ্যাকাডেমি।খেলা শেষে আয়ান জানিয়েছে, বৈভবের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা। সে বলে, "যখনই বৈভব ভাইয়ের সঙ্গে কথা হয় খুব ভাল লাগে। ছোটবেলায় আমরা একসঙ্গে খেলতাম। তার পর বৈভব ভাই দেশের হয়ে খেলেছে। এত নাম করেছে। কিন্তু এখনও আমাদের বন্ধুত্ব একই আছে। ওকে দেখে শিখি। ওর মতো হতে চাই।" তবে বৈভবের সঙ্গে আয়ানের একটা তফাত রয়েছে। বৈভব বাঁহাতি ব্যাটার। আয়ান ডানহাতি।বৈভবের মতো আয়ানেরও ক্রিকেটের হাতেখড়ি তার বাবার হাত ধরে। আয়ানের বাবা নিজেও ক্রিকেটার ছিলেন। ভারতের হয়ে খেলার স্বপ্ন দেখতেন তিনি।

কিন্তু তা পূর্ণ হয়নি। ফলে ছেলের মধ্যে দিয়ে সেই স্বপ্ন সত্যি করার চেষ্টা করছেন তিনি। ছেলে এত অল্প বয়সে যে ভাবে খেলছে তাতে বাবা স্বপ্ন দেখতেই পারেন।মাত্র ১৩ বছর বয়সে ভারতের হয়ে অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপ খেলেছে বৈভব।

আইপিএলের নিলামে রাজস্থান রয়্যালস কিনেছে তাকে। এত অল্প বয়সে কোটি টাকার উপর দাম পেয়ে শিরোনামে এসেছিল বৈভব। শুরুতে রাজস্থানে প্রথম একাদশে সুযোগ না পেলেও এক বার সুযোগ পাওয়ার পর আর তাকে বাইরে রাখা যায়নি। সাতটা ইনিংসে ২৫২ রান করেছে সে। ৩৬ গড় ও ২০৬.৫৫ স্ট্রাইক রেটে রান করেছে। গুজরাত টাইটান্সের বিরুদ্ধে ৩৫ বলে শতরান করেছে বৈভব, যা আইপিএলে কোনও ভারতীয়ের করা দ্রুততম শতরান।

গম্ভীর, দ্রাবিড়ের ক্রিকেটজীবন শেষ করে দেওয়া হয়েছিল, সরানো হত ধোনিকেও, বোর্ডের উপর ক্ষিপ্ত যুবরাজের বাবা

২০১১ সালের পর থেকে পরবর্তী দু'-তিন বছর বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গিয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট। অভিজ্ঞ ক্রিকেটারদের বদলে দলে দেখা গিয়েছিল একের পর এক তরুণ মুখ। অনেক তারকা ক্রিকেটারকে সরে যেতে হয়েছিল। তা নিয়ে এত দিন পর মুখ খুললেন যোগরাজ সিংহ। যুবরাজ সিংহের বাবার দাবি, ভারতের একাধিক ক্রিকেটারের কেরিয়ার শেষ করে দেওয়ার নেপথ্যে তৎকালীন নির্বাচক কমিটি, যার নেতৃত্বে ছিলেন মোহিন্দর অমরনাথ।এক ওয়েবসাইটে সাক্ষাৎকারে যোগরাজ বলেছেন, "আপনারা (নির্বাচকেরা) কোনও কারণ ছাড়াই ওই ছেলেগুলোর জীবন নষ্ট করে দিয়েছিলেন। গৌতম গম্ভীর, যুবরাজ সিংহ, হরভজন সিংহ, জাহির খান, মহম্মদ কাইফ, ভিভিএস লক্ষ্মণ, রাহুল দ্রাবিড়, কত নাম বলব। ২০১১-র পরে আপনারা সকলকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। ওদের ধ্বংস করে দিয়েছিলেন।"২০১১-য় ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে লজ্জাজনক সিরিজ হারের পরেই জাতীয় দল থেকে ছিটকে যান গম্ভীর, যুবরাজ, জাহির, হরভজনেরা। দ্রাবিড় এবং লক্ষ্মণ অবসর নেন। এর নেপথ্যে অমরনাথের কলকাঠি নাড়াকেই দায়ী করেছেন যোগরাজ।তিনি বলেছেন, "ধোনি অধিনায়ক থাকার সময় পাঁচটা সিরিজে হেরেছিলাম আমরা। ধোনিকেও সরিয়ে দেওয়ার কথা ভেবেছিল মোহিন্দর অমরনাথ।"যোগরাজের দাবি, তৎকালীন বোর্ড সভাপতি এন শ্রীনিবাসনের কারণেই ধোনিকে সরানো হয়নি। সেই ঘটনারও সমালোচনা করেছেন যোগরাজ। বলেছেন, "নির্বাচক কমিটি তো ভারতীয় ক্রিকেটের ভালর কথা ভাবে। আমার প্রশ্ন, যদি ক্রিকেটের উন্নতিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়, তা হলে কেন তখন ধোনিকে সরানো হয়নি। কেন বাধা দেওয়া হয়েছিল?"

জাতীয় দাবায় পিছিয়ে গিয়েও দুরন্ত লড়াই শুভায়ন, অবন্তিকার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। পিছিয়ে গিয়েও দুরন্ত লড়াই শুভায়ন দাস এবং অবন্তিকা চক্রবর্তীর। জাতীয় অনূর্ধ -৯ দাবা প্রতিযোগিতায়। বৃহস্পতিবার আসরের সপ্তম এবং অষ্টম রাউন্ডের খেলা হয়। এদিন সকালে সপ্তম রাউন্ডের জয় পাওয়ার পর অষ্টম রাউন্ডে পয়েন্ট ভাগ করে রাজ্য সেরা দাবাড়ু শুভায়ন। দেবরাজ ভট্টাচার্য্য সকালে জয় পেলেও বিকেলে হেরে যায়। বালিকা বিভাগে অবন্তিকা চক্রবর্তী এ দিন সকলের জয় পাওয়ার পর বিকেলে পয়েন্ট ভাগ করে। রাজ্যের অপর দাবাড়ু তৃষিকা কামারাপু এদিন দুই রাউন্ডেই হেরে যায়। ৮ রাউন্ড শেষে শুভায়নের পয়েন্ট ৫, অবন্তিকার সাড়ে চার, দেবরাজ এবং তৃষিকার পয়েন্ট চার। শুক্রবার আসরের নবম এবং দশম রাউন্ডের খেলা হবে। এ খবর জানান ত্রিপুরা দলের ম্যানেজার সেন্টু রঞ্জন দাস।

বিজ্ঞাপন থেকে আয়ে রোনাল্ডো-মেসিও পিছনে! জাপানের ওহতানি এখন বিশ্বের এক নম্বর খেলোয়াড়

শোহেই ওহতানি। জাপানের বেসবল খেলোয়াড়। বিশ্বের অন্যতম সেরাও বটে। বেসবলপ্রেমীদের কাছে অত্যন্ত পরিচিত নাম। ৩০ বছরের ওহতানি জনপ্রিয় বহুজাতিক সংস্থাগুলির কাছেও। বলা ভাল ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, লিয়োনেল মেসির থেকেও প্রিয়।আমেরিকার মেজর লিগ বেসবলের দল লস অ্যাঞ্জেলস ডজার্স ২০২৪ সালে তাঁর সঙ্গে ১০ বছরের চুক্তি করেছে। রেকর্ড ৭০০ মিলিয়ন ডলারের (প্রায় ৬০১০ কোটি টাকা) চুক্তি তাঁর সঙ্গে। বিশ্বের অন্যতম সেরা খেলোয়াড়কে পেতে এক রকম 'ব্ল্যাঙ্ক চেক' দিয়েছিলেন লস অ্যাঞ্জেলস কর্তৃপক্ষ। যা সে সময় ছিল পেশাদার ক্রীড়াজগতের সব চেয়ে দামী চুক্তি। এমন খেলোয়াড়কে স্বাভাবিক ভাবেই বহুজাতিক সংস্থাগুলি বিজ্ঞাপনের মুখ করবে বা বিপণন দূত করতে চাইবে। তবে ক্রীড়াবিশ্বকে চমকে দিচ্ছে ওহতানির 'এনডোর্সমেন্ট'এর পরিমাণ।বেসবস বিশ্বের জনপ্রিয়তম খেলা নয়। জনপ্রিয়তার নিরিখে বিশ্বের প্রথম পাঁচেও আসে না। তবু দুই জনপ্রিয় ফুটবলার রোনাল্ডো এবং মেসিকে ছাপিয়ে গিয়েছেন জাপানের বেসবল খেলোয়াড়। শুধু বিজ্ঞাপন বাবদ বছরে ১০০ মিলিয়ন ডলার (প্রায় ৮৬০ কোটি টাকা) আয় করেন ওহতানি। বিশ্বের প্রথম সারির ২০টি বহুজাতিক সংস্থার বিপণন দূত তিনি। তার মধ্যে রয়েছে জাপানের বেশ কয়েকটি সংস্থা। এ ছাড়াও বেশ কিছু পণ্যের বিজ্ঞাপনের মুখ তিনি। এই মুহূর্তে বিশ্বের আর কোনও ক্রীড়াবিদ বিজ্ঞাপন থেকে এই পরিমাণ আয় করেন না। মোট আয়ের নিরিখে অবশ্য দুই ফুটবলারের থেকে অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছেন জাপানি তরুণ। মোট আয়ে ওহতানির থেকে এগিয়ে আছেন আরও অনেকে। তবু বিজ্ঞাপন থেকে তাঁর আয় হয়ে উঠেছে চর্চার বিষয়।

বি ডিভিশন ফুটবলে জয় অব্যাহত রাখল ঐকতান

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। জয়ের রথ অব্যাহত রাখল রাজধানী আগরতলার শান্তি পাড়া স্থিত ঐকতান যুব সংস্থা। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন পরিচালিত মরশুমের ঘরোয়া দ্বিতীয় ডিভিশন ক্লাব লীগ ফুটবল টুর্নামেন্টে টানা পর পর দুই ম্যাচ প্রতিপক্ষদের হারিয়ে জয় অটুট রেখে বৃহস্পতিবার টুর্নামেন্টের পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী জয়ের হ্যাট্রিকের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে তৃতীয় ম্যাচ খেলতে নামে ঐকতান যুব সংস্থা। এবার তাদের প্রতিপক্ষ ছিল ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল। আগরতলা উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে দিনের প্রথম ম্যাচে এই দুটি দল পরস্পরের মুখোমুখি হয়। লড়াইয়ের প্রথম থেকেই যেন এদিন এগিয়ে ছিল ঐকতান যুব সংস্থার ফুটবলাররা। নির্ধারিত সময়ের খেলায় এদিন ঐকতান চার দুই গোলের ব্যবধানে স্পোর্টস স্কুল কে হারিয়ে চলতি টুর্নামেন্টে জয়ের হ্যাট্রিক করে। তাও আবার অমিত জমাতিয়ার জোড়া গোলের সাহায্যে। এদিন উভয় দলের লড়াই শুরু হওয়ার মাত্র ৫ মিনিটের মাথায় রিচার্ড প্রথম গোল করে এগিয়ে দেয় ঐকতানকে। রিচার্ডের দেওয়া গোলটি পরিশোধ করার জন্য স্পোর্টস স্কুলের ফুটবলাররা পাল্টা প্রতি আক্রমণ গড়ে তোলার আগেই মাত্র ১১ মিনিটের ব্যবধানে অমিত জমাতিয়া আরও একটি গোল করে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেয় ঐকতানকে। যদিও অমিতের দেওয়া গোলটি ধরে রাখতে পারেনি দল। প্রথমার্ধের খেলা শুরু শেষ হওয়ার কয়েক সেকেন্ড আগে খাসরাং জমাতিয়া স্পোর্টস স্কুলের পক্ষে প্রথম গোল করে ব্যবধান খানিকটা কমিয়ে আনে।ফলে প্রথমার্ধের খেলায় ২ -১ ব্যবধানে এগিয়ে থাকে ঐকতান যুব সংস্থা। বিরতির পর দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হলে ৫২ মিনিটের মাথায় প্রীতম সরকার ঐকতান এর পক্ষে তৃতীয় গোল করে আরো একবার এগিয়ে দেয় দলকে। ৫৮ মিনিটে অমিত জমাতিয়া নিজের দ্বিতীয় গোলটি করে ব্যবধান বাড়িয়ে দেয় ৪-১ এ। এই অবস্থায় ম্যাচের ইনজুরি সময়ে জাসিয়া দেববর্মা স্পোর্টস স্কুলের পক্ষে দ্বিতীয় গোল করে ব্যবধান খানিকটা কমিয়ে আনে। যা শেষ পর্যন্ত বহাল থাকায় ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলকে পরাজয়ের মুখে ঠেলে দিয়ে চলতি এই টুর্নামেন্টে টানা তৃতীয় জয় ছিনিয়ে নিয়ে জয়ের হ্যাট্রিক করে স্পোর্টস স্কুল।দুইদলের ম্যাচটি এদিন পরিচালনা করেন রেফারি পল্লব চক্রবর্তী।

ম্যাচ হেরে ফেরার পথে বিপত্তি ! হাসপাতালে ভর্তি করাতে হল ফুটবল দলের ২১ সদস্যকে

দুঃস্বপ্নের রাত ইটালির ফুটবল ক্লাব সালেরনিতানার। ম্যাচ হেরে অবনমনের আশঙ্কা তো ছিলই, তার সঙ্গে জুড়ল অন্য বিপত্তি। তাদের দলের ২১ সদস্যকে ভর্তি করাতে হল হাসপাতালে। সেই তালিকায় আট ফুটবলার ও ১৩ জন সাপোর্ট স্টাফ রয়েছেন। জানা গিয়েছে, খাদ্যে বিষক্রিয়ার ফলে অসুস্থ হয়ে পড়েন তাঁরা।সাম্পদোরিয়ার বিরুদ্ধে সিরি বি লিগের ম্যাচে নেমেছিল সালেরনিতানা। ০-২ গোলে হারে তারা। এই হারের ফলে অবনমনের সামনে তারা। খেলা শেষে শহরে ফিরছিল তারা। বিমানেই ফুটবলার ও সাপোর্ট স্টাফদের পেটে ব্যথা শুরু হয়। সঙ্গে বমিও হয়। ফলে দেরি না করে তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে ক্লাব। বিমানবন্দরের বাইরে অপেক্ষা করছিল চারটে অ্যাম্বুল্যান্স। ফুটবলারেরা নামতেই তাতে করে ২১ জনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।জানা গিয়েছে, খেলা শেষে হোটেলে ফিরেছিল দল। সেখান থেকে বিমানবন্দরে যায় তারা।

তার আগে ফুটবলারেরা হোটেল থেকে খাবার সঙ্গে নিয়ে নেন। সেই খাবার খেয়েই সমস্যা শুরু হয়। তবে স্বস্তির খবর যে ২১ জনই হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। এখন ভাল রয়েছেন তাঁরা। কিন্তু এখনই মাঠে নামতে পারবেন না তাঁরা। তাই ক্লাব আয়োজকদের জানিয়েছে, তাদের পরের ম্যাচ বাতিল করতে। সেই আবেদন মেনে নিয়েছে সিরি বি।এই ঘটনা নিয়ে শুরু হয়েছে তদন্ত। যে হোটেলে দল ছিল সেখানে যান পুলিশ। সেখান থেকে জানানো হয়েছে, দলের পুষ্টিবিদ যে ভাবে খাবার তৈরি করতে বলেছিলেন, সে ভাবেই খাবার বানানো হয়েছিল। তা হলে কী ভাবে খাদ্যে বিষক্রিয়া হল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনার নেপথ্যে অন্য কোনও বিষয় রয়েছে কি না তা-ও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

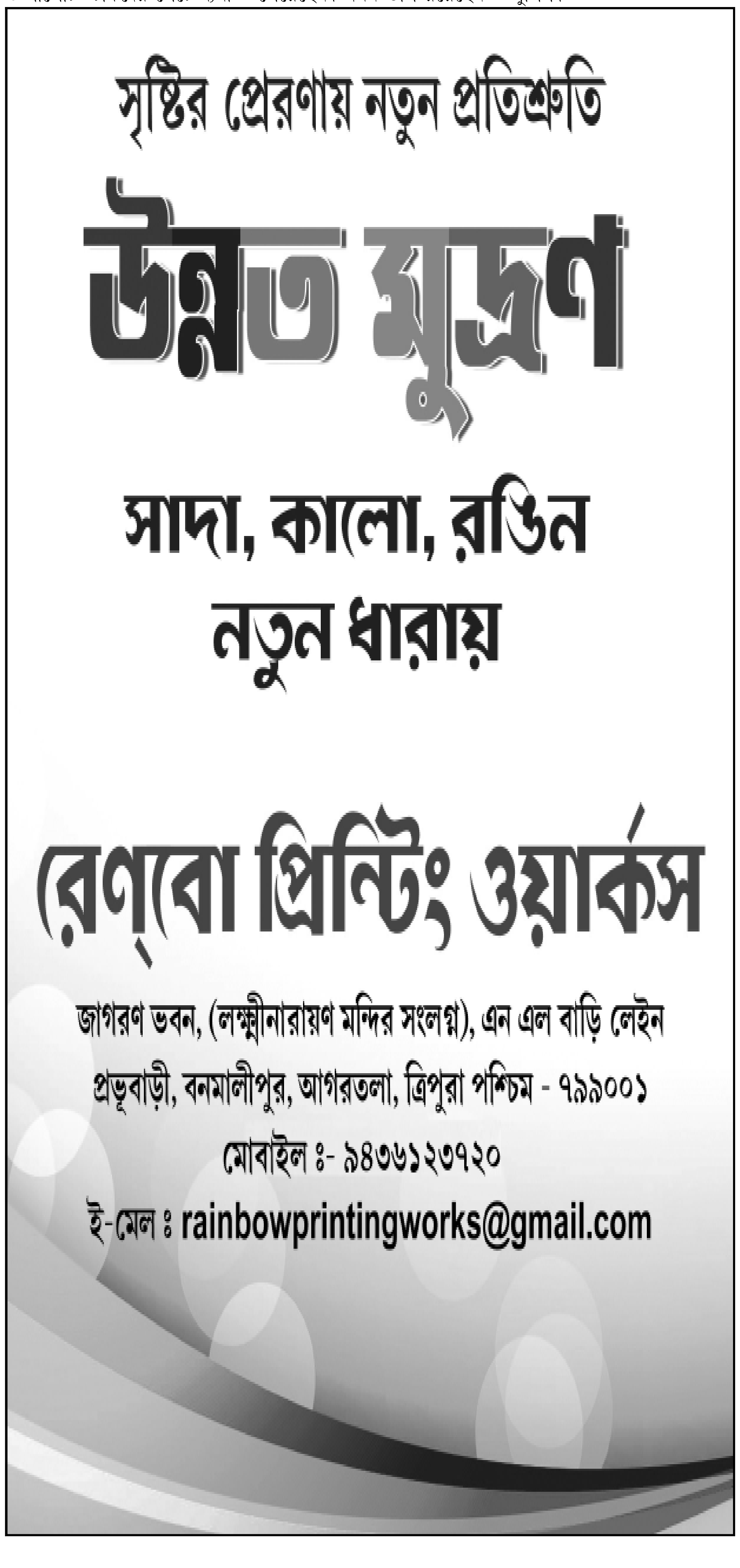

বিশালগড় ঘনিয়ামারা এলাকায় গাড়ি দিয়ে পিষে মারার চেষ্টা, অবশেষে মৃত্যু ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৯ জুন।। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে বিশালগড় ঘনিয়ামারা এলাকায় কোন এক বিষয়কে কেন্দ্র করে ঝগড়ার সৃষ্টি হয়।তাকে কেন্দ্র করে এক ব্যক্তি চলন্ত গাড়ি নিয়ে পিষে মারার চেষ্টা করে। ঘটনার স্থলে ছুটে যায় বিশালগড় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা, বিশালগড় থানার পুলিশ সহ বিশাল টি এস আর জোওয়ান। পরবর্তী সময়ে আহতদের উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। এদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কা জনক দেখে মহাকুমা হাসপাতালের কর্তব্যরত

চিকিৎসক হাঁপানিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করে দেয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশালগড় মহাকুমা হাসপাতাল চত্বরে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। ছুটে আসে বিশালগড় থানার পুলিশ।আহতদের মধ্যে কয়েকজন বলছেন বিশালগড় আতঙ্কেত পরিবেশ কায়েম করছে! এর মধ্যে প্রশাসনের একাংশের দুর্বলতার ফলে বৃদ্ধি পাচ্ছে নানান অপরাধমূলক ঘটনা পুলিশ কোনভাবেই পাত্তা দিচ্ছে না। উত্তেজিত জনতা ঘাতক গাড়িটিকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

যুবকের রহস্য মৃত্যু, তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৯ জুন: ধর্মনগরে যুবকের রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনার পুলিশি তদন্ত শুরু হয়েছে। ধর্মনগর পৌর পরিষদের ২০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা অনুপ নাথ নামে এক যুবকের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই ধর্মনগর শহরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

জানা যায়, ধর্মনগর থানায় খবর আসে যে এক যুবক আত্মহত্যা করেছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান ধর্মনগর থানার অতিরিক্ত অফিসার ইনচার্জ সুলেমান রিয়াং ও অন্যান্য পুলিশকর্মীরা। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মৃত অনুপ নাথের দেহ ঘরের বিছানার উপর পড়ে থাকতে দেখা যায়। তবে একটি গামছা ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়, যা ছিল ঘরের ছাদে ওঠার সিঁড়ির উপর বাঁধা। এটি দেখে পুলিশের সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়।

ঘটনার সময় সাংবাদিকরা সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলে মৃত অনুপ নাথের ছোট ভাই অনুপম নাথ উপস্থিত সাংবাদিকদের ছবি না তোলার এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছু না প্রকাশ করার জন্য হুমকি দিতে থাকে। এমনকি, পুলিশের কাজেও বাধা দেওয়ার চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। ফলে পুলিশের সন্দেহের তীর এখন অনুপম নাথের দিকেই। পুলিশ এই ঘটনাকে আপাতত একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হিসেবে নথিভুক্ত করেছে এবং গোটা ঘটনাটির তদন্ত শুরু করেছে।

রাস্তার বেহাল দশার কারণে সাধারণ নাগরিকদের চলাচলে চরম দুর্ভোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুন: রাস্তার বেহাল দশার কারণে যান চলাচল সহ সাধারণ নাগরিকদের চলাচলে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। অতিসত্বর রাস্তা সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন ক্ষুদ্ধ সাধারণ নাগরিক।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, কমলাসাগর বিধানসভার অন্তর্গত সেকেরকোট চা বাগান থেকে সেকেরকোট রেল স্টেশনের আই ও সি এলএর প্রজেক্টের জন্য রাস্তা বড় করার বরাত পায় কোন একটি ঠিকাদারি কোম্পানি। গত বছর থেকে রাস্তা বড় করার কাজ শুরু করে কিন্তু বৃষ্টির জন্য কাজ বেশ কিছুদিন ধরেই বন্ধ রাখা হয়েছে কিন্তু রাস্তাটি তৈরীর জন্য মাটি কাটার ফলে এই বর্ষা মরশুমে রাস্তাটি এখন চরম বেহাল অবস্থায় পরিণত হয়েছে। সেকেরকোট থেকে কাঞ্চন মালা যাওয়ার আসার সমস্ত গাড়ি এবং বাইক এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে খুবই কষ্টকর হয়ে পড়েছে।

বিশেষ করে কাঞ্চনমালা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে কোন স্থানান্তর করা রোগীকে অ্যাম্বুলেন্সে করে নিয়ে যেতে চরম দুর্ভোগে পড়তে হয় রোগীকে। রাস্তায় বড় বড় গর্ত হয়ে জল জমাট বেঁধে আছে এবং সম্পূর্ণ রাস্তায় দান জমির মত কাদায় পরিণত হয়েছে। যার ফলে ভুক্তভোগী সাধারণ মানুষ বৃহস্পতিবার সকালে সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে খুব শীঘ্রই রাস্তাটি সংস্কার করে চলাচলের উপযোগী করার জন্য জোরালো দাবি জানিয়েছেন।

অকারণেরই বন্ধ এলাকার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ক্ষোভ স্থানীয়দের মধ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,১৯ জুন: রাজ্য সরকারের সমাজ শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণ দপ্তর পুষ্টি প্রকল্পের পাশাপাশি প্রাক প্রাথমিক স্তর থেকেই শিশুদের খেলাধুলার মাধ্যমে শিক্ষাদানের জন্য অঙ্গনওয়াড়ি রয়েছে। প্রতিটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে একজন অঙ্গনওয়াড়ি দিদিমণি এবং একজন সহায়িকা রয়েছেন। প্রতিদিন সকাল সাতটা থেকে দশটা পর্যন্ত এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র খোলা রাখার নির্দেশ থাকলেও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র বন্ধ রাখলেন দিদিমণি।আজ বিলোনিয়া মহকুমার পূর্ব কলাবাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের গাছবাড়িয়া এলাকায় বন্ধ গাছবাড়িয়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি। প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও শিশুরা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে এসে বন্ধ দেখে আবার বাড়ি চলে যাচ্ছে। কেন কি কারণে বন্ধ কেউ তা জানে না। অথচ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের দিদিমনি দীপিকা কুড়ি মালাকার এবং সহায়িকা অনিতা দে একই এলাকার বাসিন্দা। রেগার কাজ পরিদর্শনে এসে খবর পেয়ে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে ছুটে যান এলাকার পঞ্চায়েত সদস্যা রিতা দাস মালাকার।

তিনি বলেন আজকে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র বন্ধ রাখার কোন কারণ নেই। তিনি বিষয়টি পঞ্চায়েতে জানাবেন এবং পাশাপাশি ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের নজরেও নেবেন। কোন ধরনের নোটিশ ছাড়া কি কারনে এই কেন্দ্রটি বন্ধ রয়েছে তা যেন দপ্তর দেখে তার জন্য আবেদন রাখেন তিনি। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র বন্ধ থাকার জন্য শুধু শিশুদের পড়াশোনার ক্ষতি হয়নি শিশুরা আজ পুষ্টি প্রকল্পের খাওয়ারও পায়নি। প্রায় সময়ই এই কেন্দ্রটি বন্ধ থাকে বলেও অভিযোগ রয়েছে। এখন দেখার বিষয় দপ্তর এই বিষয়ে কি ভূমিকা পালন করে।

বেতন ভাতা সহ নানা সমস্যায় জর্জরিত বিএসএনএল'র কর্মচারীরা, প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুন: নেটওয়ার্ক পরিষেবা এবং বেতন ভাতা সহ নানা সমস্যায় জর্জরিত বিএসএনএল -এর কর্মচারীরা। আজ এরই প্রতিবাদে রাজধানীর কামান চৌমুহনীস্থিত বিএসএনএল অফিস প্রাঙ্গনে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন কর্মীরা।আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিএসএনএলে কর্মী বলেন, নেটওয়ার্ক পরিষেবা এবং বেতন ভাতা সহ নানা সমস্যায় জর্জরিত বিএসএনএল -এর কর্মচারীরা। আত্মনির্ভর ভারত গড়ার লক্ষ্যে আপ্রাণ কাজ করে যাচ্ছেন কর্মীরা। কর্মীরা সবদিক দিয়ে সন্তুষ্ট না থাকলে আত্মনির্ভর ভারত গড়া সম্ভব নয়। একাধিকবার এবিষয়ে বিএসএনএলের উর্ধতন কর্মকর্তাকে জানানো হলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে প্রতিবাদে রাজধানীর কামান চৌমুহনীস্থিত বিএসএনএল অফিস প্রাঙ্গনে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন কর্মীরা।

নাসিরুদ্দিনের তাণ্ডবে অতিষ্ঠ আমজাদনগর এলাকার বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,১৯ জুন: নাসিরুদ্দিনের তাণ্ডবে অতিষ্ঠ আমজাদনগর এলাকার বাসিন্দারা। সম্প্রতি মানব পাচারের সাথে জড়িত থাকার অপরাধে বিলোনিয়া থানার পুলিশ এবং ৪৩ নম্বর ব্যাটেলিয়ান বিএসএফ তাকে আটক করলেও নাসির উদ্দিনের জায়গায় নাসির মিয়া নাম উঠাতে সে আদালত থেকে ছাড়া পেয়ে যায়। বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন আমজাদনগর এলাকার একেবারে সীমান্তের পাড়ে বাড়ি হওয়ার কারণে সে মানব পাচারের কাজটি দীর্ঘদিন ধরে করে চলছে বলে অভিযোগ। শুধু মাত্র মানব পাচার নয় , নেশা সামগ্রী সহ কাপড়, গরু পাচারের সাথে যুক্ত বলে অভিযোগ উঠে।

বৃহস্পতিবার বিকেলে মানব পাচারকারী নাসির উদ্দিন তান্ডব চালিয়ে আমজাদ নগর এলাকার একটি দোকানে লুটপাট সহ ভাঙ্গচুরের ঘটনা ঘটালো। শুধুমাত্র একটি রেইনকোট অন্যত্র সরিয়ে রাখাকে কেন্দ্র করে আমজাদনগর বাজারে আব্দুল হাইয়ের দোকান ভাঙচুর সহ আব্দুল হাই কে মারধর করতে শুরু করে। এই অবস্থায় আরেকজন ক্রেতা মিলন মিয়া ঘটনা দেখে নাসিরকে মারধর থেকে বিরত করে সমস্যার সমাধান করতে এগিয়ে এলে নাসির মিলন মিয়াকেও বেধড়ক মারধর করে। এই ঘটনায় হতচকিত হয়ে পড়ে আমজাদ নগর বাজারে ব্যবসায়ী থেকে সাধারণ লোকজন।

ক্ষিপ্ত নাসির এখানেই বিরত না থেকে আব্দুল হাইয়ের দোকানের সমস্ত জিনিসপত্র দোকান থেকে ছুড়ে ফেলে দেয় এবং একটি ফ্রিজ ও একটি চকলেটের স্ট্যান্ড ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। খবর দেওয়া হয় বিলোনিয়া থানায়,পুলিশ ছুটে গিয়ে ঘটনা প্রত্যক্ষ করে নাসিরকে ধরতে গেলে সে পালিয়ে যায়। এই ঘটনায় গোটা আমজাদ নগর এলাকায় চাঞ্চল্যের পাশাপাশি উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। দোকান মালিক আব্দুল হাইয়ের ভাই ঘটনা বিস্তারিত তুলে ধরে জানায় দোকানের ক্ষতির পরিমাণ প্রায় লক্ষাধিক টাকা। সকলে নাসির উদ্দিনের কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি চাইছে। এখন দেখার বিষয় পুলিশ নাসিরকে গ্রেফতার করতে পারে কিনা।

৯ লক্ষাধিক টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট সহ আটক দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৯ জুন: গোপন সূত্রে পাওয়া সংবাদের ভিত্তিতে বড়সড় সাফল্য পেল ধর্মনগর থানার পুলিশ। শহরের ধর্মনগর থানা কর্ণার এলাকা থেকে ইয়াবা ট্যাবলেট সহ দুই মাদক পাচারকারীকে হাতেনাতে গ্রেফতার করে পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, ধর্মনগর থানায় খবর আসে কর্ণার এলাকা দিয়ে গাড়ি করে নেশা সামগ্রী পাচার করা হবে। ওই খবরের ভিত্তিতে ধর্মনগর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বি.জুরিন পুইয়া এবং ধর্মনগর থানার ওসি স্মৃতি কান্ত বর্ধন সহ থানার অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা উৎ পেতে বসে থাকেন। ওই সময় টিআর০৫এ২৮২৪ নম্বরের একটি গাড়িকে আটক করে তল্লাশি চালিয়েছে পুলিশ। তল্লাশি চালিয়ে মোট ১,৮০০টি ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করে যার ওজন প্রায় ১৭৫ গ্রাম। সাথে দুইজনকে আটক করা হয়েছে। ধৃতরা হল আশীষ চাকমা ও বিশাল চাকমা।

আরপ জানা গিয়েছে, আনুমানিক কালোবাজারি মূল্য প্রায় ৯ লক্ষাধিক টাকা হবে। এছাড়াও অভিযানে অংশ নেন কৈলাসহর থেকে আগত ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ দল ও ধর্মনগর মহকুমা অফিস কার্যালয়ের একজন ডেপুটি কালেক্টর। এনডিপিএস আইনের অধীনে একটি মামলা রুজু করে পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। প্রাথমিকভাবে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে এবং এই মাদক পাচার চক্রে আর কারা কারা জড়িত রয়েছে, তাও খতিয়ে দেখছে তদন্তকারী দল। ধৃতদের বৃহস্পতিবার ধর্মনগর জেলা ও দায়রা আদালতে পেশ করা হবে।

জমি কেনাবেচা বন্ধ, বিরাট রাজস্ব আয়ের ক্ষতি রাজ্য সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুন : ত্রিপুরা সরকারের ভুমি রাজস্ব দপ্তরের জমি সংক্রান্ত পোর্টাল বন্ধ হয়ে আছে প্রায় এক মাস হতে চলেছে। এই সাইট বন্ধ থাকার ফলে বর্তমানে সারা রাজ্যে জমি কেনাবেচা থেকে শুরু করে জমির পর্চা বের করা, জমির ডিমারগেশন, নামজারী ইত্যাদি জমি সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ বন্ধ।

বর্তমান ডিজিটালাই জেশনের যুগে জমি সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ অনলাইনে করা হয়। মানুষের জমির রেকর্ড সরকারের জমি সংক্রান্ত পোর্টালে সংরক্ষিত রয়েছে। যে কেউ নিজের জমির পর্চা, মেপ ইত্যাদি দেখতে বা সংগ্রহ করতে হলে সরকারের ঐ অনলাইন পোর্টাল থেকে সংগ্রহ করতে পারেন। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে সরকারের এই অনলাইন পোর্টাল বন্ধ থাকার করনে সারা রাজ্যে জমি সংক্রান্ত সমস্থ কাজ বন্ধ। এর ফলে মানুষ যেমন আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন ঠিক তেমনী রাজ্য সরকারের কোটি কোটি টাকা রাজস্ব আয়ের ক্ষতি হচ্ছে। এই অনলাইন সাইড কেন বন্ধ? কবে থেকে চালু হবে তার কোন সঠিক উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না রাজ্য সরকারের ভুমি রাজস্ব দপ্তরের কোন আধিকারীকের কাছ থেকে।

এমতাবস্থায় রাজ্যের সব থেকে বেশি বিপাকে পরেছেন জমির ক্রেতা বিক্রেতা গন। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পাওয়া খবরে জানা গেছে জমি বিক্রির বিষয়ে নির্দিষ্ট সময় সীমা নির্ধারণ করে বায়না নিয়ে বা দিয়ে এখন মহা বিপদে পরেছেন ক্রেতা বিক্রেতা গন। এদিকে জমি সংক্রান্ত বিষয়ে মুহুরীর, দলিল লিখক যারা এই কাজ করে নিজেদের পরিবার প্রতিপালন করে আসছেন রাজ্য সরকারের এই জমি সংক্রান্ত অন লাইন পোর্টাল মুখ থুবরে পড়ার কারনে তাদের ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ হয়ে পরেছে।

গ্রামীণ ব্যাঙ্কের উত্তর জেলার সংস্কারকৃত কদমতলা শাখার উদ্বোধন।

বিষাক্ত সাপের কামড়ে আহত স্কুল পড়ুয়া ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৯ জুন: বিষাক্ত সাপের কামড়ে আহত হয় এক স্কুল পড়ুয়া ছাত্রী। ঘটনাটি ঘটে কৈলাসহর যুবরাজনগর উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে। কৈলাসহর যুবরাজনগর এলাকার বাসিন্দা মসব্বির আলীর মেয়ে নুরজাহান আক্তার। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাঠরত। বৃহস্পতিবার দুপুরবেলা স্কুলের মধ্যে এক ক্লাস থেকে অন্য ক্লাসে যাবার সময় একটি বিষাক্ত সাপ এসে তার পায়ে ছোবল দেয়। সে সেখানেই অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

পরবর্তী সময় স্কুল কর্তৃপক্ষ অগ্নি নির্বাপক দপ্তরকে খবর পাঠালে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে কর্মীরা আহত ছাত্রীকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য কৈলাসহর ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে ওই ছাত্রী জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। অভিভাবকদের অভিযোগ স্কুলের চারপাশে জঙ্গলে ঘেরা। সেই জঙ্গলগুলি পরিষ্কার করার কোন উদ্যোগ নিচ্ছে না স্কুল কর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি নোংরা আবর্জনাও লেগে রয়েছে উক্ত স্কুলে। সেইগুলি পরিষ্কার করার জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ জানায় অভিভাবকরা। জঙ্গল থাকার কারণে সেই জঙ্গল থেকে বিষাক্ত সাপ বেরিয়ে এসে ওই ছাত্রীকে আজ কামর বসায়।

নলছড়ে ঠিকেদারি কাজের টেন্ডার জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার কান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ১৯ জুন:নলছড়ে ঠিকেদারি কাজের টেন্ডার জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার কান্ড। ঠিকেদারের বাড়িতে গিয়ে হুমকি ধমকি দিতে গেলে পাল্টা গণধোলাই দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয় দুষ্কৃতীদের।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, নলছর ব্লকের অন্তর্গত সোনামুড়া তক্সা পাড়া রোড থেকে ৭৯ টিলা পর্যন্ত মোট ১.৭৮ কিলোমিটার দূরত্বের রাস্তার জন্য পিডব্লিউডি দপ্তর থেকে টেন্ডার আহ্বান করা হয়। ফলে আইনী প্রক্রিয়াগত ভাবে ঠিকেদাররা তাদের নিজেদের মতো করে টেন্ডার জমা করে। এদের মধ্যে একজন ছিলেন সোনামুড়া আড়ালিয়া এলাকার বিশিষ্ট ঠিকেদার মিঠুন মিয়া। যদিও তিনি সেই টেন্ডারের কাজটি পাননি। তা সত্ত্বেও বুধবার সন্ধ্যা রাতে নলছড় বিধানসভা এলাকা থেকে দুষ্কৃতীর দল আড়ালিয়ার মিঠুন মিয়ার বাড়িতে গিয়ে হুমকি ধমকি দিতে থাকে। যদিও সেই সময়ে মিঠুন বাবু বাড়িতে ছিলেন না। তাকে বাড়িতে না পেয়ে তার পরিবার পরিজনদের গালমন্দ করতে থাকে এবং মিঠুন মিয়াকে মোবাইলে হুমকি ধমকি দিতে থাকে এবং তাকে বাড়িতে আসতে বাধ্য করলে, মিঠুন বাবু এলাকার বিশিষ্ট লোকজনদের জানিয়ে বাড়িতে আসতেই গোটা ঘটনায় হৈচৈ পড়ে যায়। এক পর্যায়ে প্রচন্ড বাক বিতণ্ডার মধ্যেই এলাকাবাসী তাদের উপর হামলা করে। মারধরে বেশ রক্তাক্ত হয় কয়েকজন। আর এই মারধরে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে বাঁচে কয়েকজন। পরবর্তীতে সোনামুড়া থানায় খবর দেওয়া হলে পুলিশ এসে গনরোষ থেকে অভিযুক্তদের আটক করে নিয়ে যায়। তারা প্রত্যেকেই শাসক দলের ঘনিষ্ট বলে বলে দাবি স্থানীয়দের। তাদের মধ্যে থেকে ছিলেন মন্ডলের একজন সহ-সভাপতি, দুজন জেনারেল সেক্রেটারি, মন্ডল ট্রেজারার, কিষান মোর্চার সেক্রেটারি এবং একজন মন্ডল সদস্য। গোটা ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে এলাকায়।

আগরতলা প্রেস ক্লাবে দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ জুন : রাতের আঁধারে আগরতলা প্রেস ক্লাবে দুঃসাহসিক চুরি হয়েছে। ওই ঘটনায় শহরের নিরাপত্তায় ফের একবার প্রশ্ন উঠেছে। চোরের দল হানা দিয়ে নির্মাণ সামগ্রী নিয়ে পালিয়েছে। প্রায় ৩৫ হাজার টাকার সামগ্রী চুরি হয়েছে বলে জানান এক শ্রমিক। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গতকাল রাতে আগরতলা প্রেস ক্লাবে হানা দেয় নিশিকুটম্বের দল। লিফট বানানোর কাজের রড ও শ্রমিকের কাজের সামগ্রী নিয়ে গেল চোরের দল। আজ সকালবেলা শ্রমিকরা কাজ করতে গিয়ে চুরির বিষয়টি তাঁদের নজরে আসে। সঙ্গে সঙ্গে থানায় খবর দিয়েছেন। এক শ্রমিক জানান, আগরতলা প্রেস ক্লাবে লিফট বানানোর কাজ চলছি। চোরপর দল শ্রমিকদের বিভিন্ন যন্ত্রাদি এবং রড চুরি করে পালিয়েছে।

অপরিণত প্রেম স্বীকৃতি পেলেও উঠলো ধর্ষণের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৯ জুন: প্রেম! দুই অক্ষরের এই শব্দটার আভিধানিক অর্থ থেকে শুরু করে তাৎপর্য অনেক গভীর হলেও বর্তমানে বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রেম, ভালোবাসা, অনুরাগ ইত্যাদি শব্দ গুলো রীতিমতো আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এবার এক অপরিণত প্রেমের ঘটনায় ধর্ষণের কাহিনী যুক্ত হওয়ায় যুগপৎ চাঞ্চল্য এবং বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে ত্রিপুরার তেলিয়ামুড়াতে।ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, আজ থেকে প্রায় দশ মাস আগে তেলিয়ামুড়া থানার অন্তর্গত দশমী ঘাট এলাকার ১৯ বছর বয়সী এক যুবকের সাথে প্রেমের সম্পর্কের কারণে কৃষ্ণপুর এলাকার ১৬ বছর বয়সী এক নাবালিকার প্রথমে ভালোবেসে বিয়ে হয়, এরপর দুই পরিবারের সম্মতিতে কৃষ্ণপুর আমতলী এলাকায় সেই নাবালিকার বাড়িতেই ঘটা করে বিয়ের আয়োজন হয়। এতে এলাকার একেবারে কথিত নেতা সমাজ সংস্কারক থেকে শুরু করে গণ্যমান্য ব্যাক্তিত্ব দের উপস্থিতিতে হিন্দু ধর্ম মত"কে প্রাধান্য দিয়ে চার হাত এক করে দেওয়া হয়েছিল। এরপর যথারীতি সেই ১৬ বছরের নাবালিকা মেয়েটি বধূ হিসেবে তার ভালোবাসার পাত্র অর্থাৎ তেলিয়ামুড়ার দশমিঘাটের স্বামীর বাড়িতে থাকতে শুরু করে।

তবে কিছুদিন যেতে না যেতেই ছন্দপতন, উঠতে থাকে নির্যাতনের অভিযোগ।

একটা সময়ে সেই নাবালিকা মেয়েটি বিয়ের মাস দেড়েক পর বাবার বাড়িতে চলে যায়। সেখানে সালিশি সভার আয়োজন করা হয় খবর এমনটাই। যদিও সালিশি সভার স্থানীয় মাতব্বরেরা যখন জানতে পারেন বধূ নাবালিকা তখন নাকি কোন সালিশি করা হয়নি।

এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে হঠাৎ করে ১৮০ ডিগ্রী ঘোরে যায় মেয়ের বাড়ির লোকজন। যেই মেয়ের বাড়িতে ঘটা করে পুরোহিত ডেকে বিয়ের নামে চার হাত এক করে দেওয়া হয়েছিল সেই মেয়ের বাড়ি থেকেই আইনের অস্ত্র ব্যাবহার করে নাবালিকা কন্যার ১৯ বছর বয়সী স্বামীর বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট ভাবে ধর্ষণের অভিযোগ করা হয় এবং স্বাভাবিকভাবেই তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ ধর্ষক হিসেবে অভিযুক্ত নাবালিকার স্বামীকে গ্রেফতার করে।

এই ঘটনায় বেশ কিছু প্রশ্ন তৈরি হচ্ছে। প্রথম হচ্ছে, নাবালিকার ঘটা করে যখন বিয়ে হচ্ছিল তখন এলাকার কথিত সমাজ দরদীরা কোথায় ছিলেন?

দ্বিতীয়ত, যেই মেয়ের মা কিছুদিন আগেই মেয়ের ভালোবাসার পাত্র"কে জামাইয়ের স্থানে বসিয়েছিলেন,সেই মা যদি নিজের মেয়ের স্বামী"কে ধর্ষক হিসেবে পরিচিত করতে চায়, বা তুলে ধরতে চায় তখনও কি সভ্য সমাজ কিছুই বলবে না?

এই প্রশ্ন গুলো হয়তো প্রশ্ন হিসেবেই থেকে যাবে। তবে তেলিয়ামুড়া এবং কৃষ্ণপুরের এই ঘটনা ব্যাপক আলোড়ন তৈরি করেছে, এখন দেখার বিষয় আইন সত্যিকারের অর্থে কোন দৃষ্টিতে বিচারকার্য পরিচালনা করে।

স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের লাকি ড্র'র ৪১ জন বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান

আগরতলা, ১৯ জুন।। ত্রিপুরার অন্যতম বিশ্বস্ত গহনার ব্র্যান্ড স্বর্ণকমল জুয়েলার্স ১৮ জুন দুপুরে আগরতলার প্রেস ক্লাবে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 'স্বর্ণ অক্ষয় — অক্ষয় তৃতীয়া অফার ২০২৫'-এর লাকি ড্র বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করে। অনুষ্ঠানে গ্রাহক, সংবাদমাধ্যম এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

এই উৎসবমুখর অফারের মাধ্যমে মোট ৪১ জন ভাগ্যবান বিজয়ী পুরস্কার লাভ করেন। বিজয়ীদের মধ্যে ৩৬ জনকে স্বর্ণমুদ্রা, ৩ জনকে হীরার আংটি, এবং ২ জনকে সোনার হার উপহার হিসেবে প্রদান করা হয়। পুরস্কারসমূহ স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের প্রতিষ্ঠাতা শ্রী গোপাল চন্দ্র নাগ নিজ হাতে তুলে দেন এবং উপস্থিত সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান।

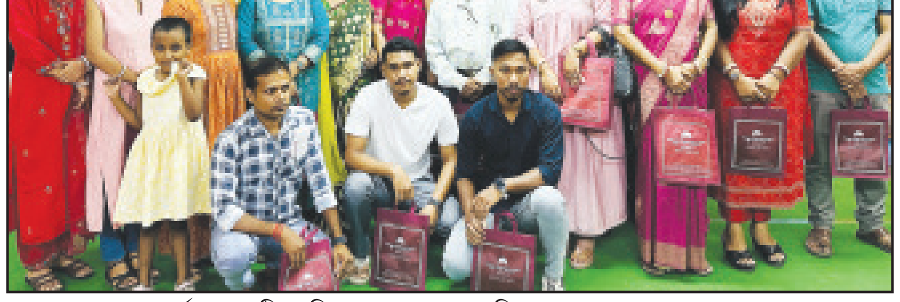

অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিলেন শ্রী অরিত্র রায়, যিনি সদ্য আগরতলা থেকে নেপাল পর্যন্ত একটি ট্র্যাথলন সম্পন্ন করে সফলভাবে মাউন্ট এভারেস্টে আরোহন করেছেন। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স তাঁকে তাঁর অসাধারণ সাফল্যের জন্য বিশেষভাবে সম্মানিত করে। শ্রী রায় তাঁর বক্তব্যে বলেন, "আমার এই স্বপ্নপূরণ যাত্রায় স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের স্পনসরশিপ ছিল এক বড় সহায়ক শক্তি। ওনারা আমার উপর যেভাবে আস্থা রেখেছেন ও সহায়তা করেছেন, তা ছাড়া এই অভিযান সফল হতো না।"অনুষ্ঠানে শ্রী গোপাল চন্দ্র নাগ আগামী অফার 'স্বর্ণ বর্ষা'-এর ঘোষণা দেন, যা ২৩ জুন থেকে শুরু হয়ে ১২ জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত চলবে। তিনি জানান, এই সময়ে গ্রাহকদের জন্য আরও অনেক চমকপ্রদ অফার ও সুযোগ অপেক্ষা করছে।

অনুষ্ঠানের শেষপর্যায়ে শ্রী নাগ উপস্থিত সকলকে শুভ স্বাস্থ্য, সুখ ও সমৃদ্ধির শুভকামনা জানান এবং স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের পক্ষ থেকে গ্রাহকদের প্রতি নিরন্তর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas